পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

মাননীয় স্পীকার

১। আপনার সানুগ্রহ অনুমতিক্রমে আমি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট এ মহান সংসদে পেশ করছি।

সূচনা ও প্রেক্ষাপট

২। বক্তৃতার শুরুতেই আমি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা নিবেদন করি মুক্তিযুদ্ধে শহীদ অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি শহীদ জাতীয় চার নেতার অনন্য আত্মত্যাগ। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি গণতান্ত্রিক আন্দোলনসহ জনগণের অধিকার আদায়ের বিভিন্ন আন্দোলনে শাহাদাত বরণকারী শত সহস্র শহীদদের।

৩। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু এক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতি গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের পক্ষে এবং সাম্প্রদায়িক অপশক্তি, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের বিপক্ষে দ্ব্যর্থহীন রায় দেয়। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয় লাভ করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত মহাজোট। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে সংযোজিত হয় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। জাতির এমন এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সাথে যুক্ত হয়ে এ মহান সংসদে অর্থমন্ত্রী হিসেবে বাজেট উপস্থাপন করতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়ে পরিণত বয়সে জনসেবার জন্য আরেকটি যে সুযোগ দিয়েছেন সে জন্য আমি জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা। বাজেট প্রণয়নে দেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত জনগণের বহু সংগঠিত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ব্যবসায়ী এসোসিয়েশন এবং এনজিও, নানা চিন্তাকোষ ও গবেষণা গোষ্ঠী, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি সম্মানিত সংসদীয় কয়েকটি স্থায়ী কমিটি এবং অন্যান্য কমিটির সভাপতিবৃন্দ এবং এছাড়াও, আরও সাংসদ আমাকে উপদেশ দিয়ে এবং নানাক্ষেত্রে বাজেট ব্যবস্থার দুর্বলতা ও কর ব্যবস্থার অসঙ্গতি দেখিয়ে দিয়ে নানাভাবে যে সহায়তা দিয়েছেন সে জন্য তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। বাজেট প্রণয়নের দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আমার সহকর্মীবৃন্দ যে ধৈর্য এবং শ্রম দিয়েছেন সে জন্য তাঁদেরও ধন্যবাদ। সংবাদ

মাধ্যম ও সাংবাদিকবৃন্দও আমাকে নানাভাবে যে সহায়তা দিয়েছেন তাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

৫। বাজেট প্রণয়নে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শরণাপন্ন হই। আমাদের প্রিয় পরমাণু বিজ্ঞানী এবং সর্বজন প্রশংসিত ড. ওয়াজেদ মিয়ার ইন্তেকালে বৈধব্যের শোক এবং একাকীত্বের মধ্যেও তিনি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, সময় দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং সর্বোপরি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন সে জন্য তাঁকে আবারও জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।

মাননীয় স্পীকার

৬। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের অনতিকাল পরই ঘটে যায় পিলখানার বিডিআর সদর দফতরে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। এ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য বিচক্ষণতায় এবং ধীর, স্থির ও সুচিন্তিত পদক্ষেপে দেশ নিশ্চিত এক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেলেও এ শোকাবহ ঘটনা এক বিরাট ট্র্যাজেডি এবং জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি শাহাদাত বরণকারী সেনা অফিসারবৃন্দকে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে মাগফেরাত কামনা করি তাঁদের আত্মার। গভীর সমবেদনা জানাই তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি। দৃঢ় কণ্ঠে সমগ্র জাতিকে জানাতে চাই – বর্তমান সরকার শোককে শক্তিতে রূপান্তর করে সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার পথে অবিচল আস্থার সাথে এগিয়ে যাবে।

৭। প্রথাগত সংস্কার এবং সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প নিয়ে আমরা এগুতে চাই। আগামী ২০২১ সাল আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। আর ২০২০ সাল হবে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম-শতবার্ষিকী। তারও আগে ২০১৫ সালে অতিক্রান্ত হবে জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (MDG) অর্জনের সময়সীমা। আমাদের রূপকল্প অনুযায়ী ২০২০-২১ সাল নাগাদ আমরা এমন এক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, যেখানে অর্থনীতির চালিকাশক্তি হবে উন্নত প্রযুক্তি এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি। সেই সম্ভাব্য বাংলাদেশে স্থিতিশীল থাকবে দ্রব্যমূল্য, আয়-দারিদ্র্য ও মানব-দারিদ্র্য নেমে আসবে ন্যূনতম পর্যায়ে, সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত হবে, ব্যাপকভাবে বিকশিত হবে মানুষের সৃজনশীলতা এবং সক্ষমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে, হ্রাস পাবে সামাজিক বৈষম্য, প্রতিষ্ঠা পাবে অংশীদারিত্বমূলক গণতন্ত্র এবং অর্জিত হবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় মোকাবেলায় সক্ষমতা। সেই বাংলাদেশ তথ্য-প্রযুক্তিতে বিকশিত হয়ে পরিচিত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে।

সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প নিয়ে আমরা এগুতে চাই।

৮। আমাদের রূপকল্প অর্জনের অভিযাত্রায় আমরা সামষ্টিক পর্যায়ে ২০২১ সাল নাগাদ যে মাইলফলকগুলো অর্জন করতে বদ্ধপরিকর তা হলো জাতীয় প্রবৃদ্ধি ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে তা ধরে রাখা, জাতীয় আয়ে শিল্পের বর্তমান ২৮ শতাংশ হিস্যাকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা, গড় আয়ুষ্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীত করা, মাতৃমৃত্যুর হার ১.৫ শতাংশে এবং শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৫-তে কমিয়ে আনা। আমাদের লক্ষ্য হল বেকারত্বের হারকে ১৫ শতাংশে নামানো এবং দুর্ভাগা মানুষ যাঁরা দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকবে তাঁদের হারকে ১৫ শতাংশে অবনমিত করা।

২০১৭ সাল নাগাদ আমরা জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে উন্নীত করতে চাই ১০ শতাংশে।

মাননীয় স্পীকার

৯। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শূন্য হাতে শুরু করেন দেশ পুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ। অল্প সময়ের মধ্যে মুছে ফেলতে সক্ষম হন যুদ্ধের গভীর ক্ষত। একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশগড়ার লক্ষ্যে তিনি যখন অগ্রসর হচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে চক্রান্তকারীরা হানে বিষাক্ত মরণ ছোবল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। সূচনা হয় এক কালো অধ্যায়ের। দেশে নেমে আসে সামরিক-বেসামরিক স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণ। এ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অব্যাহত থাকে জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এ সংগ্রাম অর্জন করে বিজয়। অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সূচিত হয় সাফল্যের এক গৌরবগাঁথা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট-এ দেশে নেমে আসে সামরিক-বেসরকারি স্বৈরশাসনের নিষ্পেষণ।

১০। পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়ায়। খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়। পণ্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল থাকে। মূল্যস্ফীতির হার নেমে যায় এবং ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১.৫৯ শতাংশে। উন্নয়নে সঞ্চারিত হয় গতিবেগ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এই পাঁচটি বছর গড়ে ৫ শতাংশের উর্ধ্বে বিরাজ করে এবং ২০০০-০১ সালে সেই হার এক হিসেবে উন্নীত হয় ৬.২ শতাংশে। বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করা হয় ১৯৯৭-৯৯ সালের পূর্ব-এশীয় অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব। ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ সালে উপর্যুপরি প্রলয়ংকরী বন্যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করা হয়। দরিদ্র মানুষের জন্য গ্রহণ করা হয় নানা ধরনের উদ্ভাবনমূলক কর্মসূচি। গড়ে তোলা হয় দৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী। যোগাযোগ ও ভৌত-অবকাঠামো নির্মাণে অর্জিত হয় অসামান্য সাফল্য।

১৯৯৬-২০০১ সময়ে পণ্যমূল্য স্থিতিশীল থাকে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতি পায়।

সম্মানজনক চুক্তির মাধ্যমে আদায় হয় গঙ্গা নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা। পার্বত্য চট্টগ্রামে দুই দশক ধরে যে অশান্তি বিরাজ করে তার হয় শান্তিপূর্ণ অবসান।

১১। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, দেশ ও জাতির এ অগ্রযাত্রা থেমে যায় ২০০১ সালে। জোট সরকার শাসিত এ সময়ে লাগামহীন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সীমাহীন দুর্নীতি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকার ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ঘাটতি রেখে বিদায় নিয়েছিল আর পরের বার ২০০৬ সালে রেখে যায় ২ হাজার মেগাওয়াট ঘাটতি। মানব-উন্নয়ন সূচকে আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে যে অগ্রগতি অর্জিত হয় সেই অগ্রগতির হার দারুণভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

জোট সরকার শাসিত সময়ে দ্রব্যমূল্য হয়ে ওঠে লাগামহীন, দুর্নীতি জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

১২। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্য-দুর্দশা-দুর্গতি বেড়ে যায়, বেড়ে যায় বেকারত্ব এবং কমে যায় দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ। জোট সরকারের দুর্নীতি ও দুঃশাসন এবং নির্বাচনে জালিয়াতির নীলনকশার ফলে দেশে এক ধরনের নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয় এবং তারই ফলে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয় এবং একটি অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা পায়। সেই সরকার কিঞ্চিৎ অপরিণামদর্শিতার জন্য অনেকটা অকারণে দু'টি বছর ক্ষমতায় বহাল থাকে। তবে, চূড়ান্ত বিবেচনায় তারা দেশে একটি বিশ্বাসযোগ্য ভোটার তালিকা উপহার দেয় এবং অতি উত্তম একটি নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তারা সত্যিই প্রশংসা অর্জন করে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এমনি এক প্রেক্ষাপটে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার নির্বাচিত হয়েছে দিনবদলের অঙ্গীকার নিয়ে, মানুষকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং এক সুখী, সমৃদ্ধ ও সংবেদনশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে।

জালিয়াতির নীলনকশার ফলে একটি অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠা পায়।

১৩। মহাজোট সরকারের নির্বাচনী ওয়াদার প্রথম বিষয়টি ছিল মহামন্দার মোকাবেলা, দ্রব্যমূল্যের হ্রাসকরণ এবং দেশজ উৎপাদন বাড়িয়ে বা যথাসময়ে আমদানি করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা। আমি মনে করি, আমরা এ অঙ্গীকার রাখতে সক্ষম হয়েছি। আগামীতে এই লক্ষ্যে সাফল্যের জন্য আমরা মন্দা মোকাবেলার জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ অব্যাহত রাখব এবং প্রয়োজনে সমৃদ্ধ করব। একইসঙ্গে প্রয়োজনে আমরা নিত্যপণ্য দ্রব্যের বাজারে হস্তক্ষেপ করব। বৈদেশিক সূত্রে সরবরাহ বৃদ্ধি করব এবং বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ ধরে রাখব। ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য তাঁদের আইনি ক্ষমতা প্রদান করব। আমাদের আরেকটি অঙ্গীকার ছিল জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সঙ্কটের সমাধান এবং সেই লক্ষ্যে একটি তিনসালা

আমরা আমাদের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রেখেছি।

জরুরি কার্যক্রম বাস্তবায়ন। এই সম্বন্ধে আমি একটু পরেই আমাদের কার্যক্রম ঘোষণা করব। আমরা মনে করি যে, আমরা আমাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। আরও দুইটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় যথা- দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সুশাসন সম্বন্ধে আমি কিছু সুনির্দিষ্ট বক্তব্য একটু পরেই রাখব।

১৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমাদের প্রধান খাতগুলো হল- কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধান। এইসব বিষয়ে আমি আমাদের কার্যক্রমের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কর্মসংস্থানের সুযোগ, সরকারি ব্যয়ের প্রসার এবং বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি সম্ভব নয় বলে এইসব ক্ষেত্রে আমরা সবিশেষ নজর দিয়েছি। সর্বোপরি, দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাই আমরা ২০২১ সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি যেমন সহজতর করতে পারে, তেমনি দুর্নীতি প্রশমনে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। সর্বোপরি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তথ্য-প্রযুক্তি বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করবে। ২০২১ সালে কাপড় এবং পোশাক শিল্পের পরেই তথ্য-প্রযুক্তিতে নিয়োজিত থাকবে দেশের সর্বোচ্চ শ্রমশক্তি।

বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি সম্ভব নয়।

১৫। ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট হবে সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের অগ্রযাত্রার প্রথম সোপান। দেশে মন্দা মোকাবেলার প্রস্তুতি নিশ্চিত করে, দেশের সম্পদ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে আমরা আমাদের অঙ্গীকার দিনবদলের সনদের পক্ষে বাজেট প্রস্তাবাবলী তুলে ধরছি।

দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার বাজেট প্রস্তাবনায় তুলে ধরেছি।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার

১৬। যে বৈশ্বিক এবং দেশীয় অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমরা উন্নত ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের নবযাত্রা শুরু করেছি, এ পর্যায়ে আমি তার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

১৭। এ শতাব্দীর শুরুতে ২০০২ সাল থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ঊর্ধ্বমুখী ধারা সূচিত হয়, একটানা ছয় বছর অব্যাহত থাকার পর ২০০৮ সালে তা এক সংকটের আবর্তে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহায়ণ খাতে সাব-প্রাইম বন্ধক পদ্ধতির বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এ সংকটের শুরু। এ সংকট অতি দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রথমে ইউরোপে এবং পরবর্তীকালে বিকাশমান বাজার অর্থনীতির দেশসমূহে এবং সবশেষে উন্নয়নশীল দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে।

সাব-প্রাইম বন্ধক পদ্ধতির বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক মন্দা শুরু হয়।

১৮। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব যে এতটা গভীর হবে তা সংকটের শুরুতে অনুধাবন করা যায়নি। ফলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে শুরু করে অনেক প্রতিষ্ঠান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস বারবার পরিবর্তন করে। ২০০২ থেকে ২০০৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৫ শতাংশ। নব্বই দশকে প্রবৃদ্ধির এ হার ছিল ৩ শতাংশ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রাক্কালে ২০০৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ছিল ৫.২ শতাংশ – যা ২০০৮ সালে ৩.২ শতাংশে নেমে যায়। সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০০৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হয়ে দাঁড়াবে ঋণাত্মক ১.৩ শতাংশে – যা ত্রিশের দশকের মহামন্দার পর দীর্ঘ ষাট বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন।

সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি সংকুচিত হয়ে দাঁড়াবে ঋণাত্মক ১.৩ শতাংশে - যা ত্রিশের দশকের মহামন্দার পর সর্বনিম্ন।

দেশীয় প্রেক্ষাপট

মাননীয় স্পীকার

১৯। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা এবং গত অর্থবছরের উপর্যুপরি বন্যা ও সাইক্লোন সিডর, এ দ্বিমুখী অভিঘাত সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.৯ শতাংশ অর্জিত হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে ২০০৯ সালে সার্বিকভাবে মোট বিশ্ব উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নত দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি যেখানে ঋণাত্মক হবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের এ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। তবে মন্দার গভীরতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং মন্দা ২০১০ সালের শেষার্ধ পর্যন্ত প্রলম্বিত হওয়ার পূর্বাভাস থাকায় আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এক চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে আগামী অর্থবছরের প্রথম ৬ মাস অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ।

২০০৯-১০ অর্থবছর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য এক চ্যালেঞ্জ।

২০। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে রফতানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৫ শতাংশ, গত অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধির এ হার ছিল ১২.৪ শতাংশ। এ সময়ে তৈরি পোশাক খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ১৯.৯ শতাংশ, যার মধ্যে ওভেন পোশাকের খাতে প্রবৃদ্ধি ১৮.৪ শতাংশ এবং নীটওয়্যারে ২১.৪ শতাংশ। অন্যদিকে, কাঁচা পাট, পাটজাতপণ্য, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া, ফার্মাসিউটিক্যালস্ ইত্যাদি পণ্যে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

রফতানির প্রবৃদ্ধির হার কমে আসছে। বেশ কয়েকটি খাতে প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক।

২১। এ প্রেক্ষাপটে রফতানি প্রবৃদ্ধির হার চলতি অর্থবছরের অবশিষ্ট মাসসমূহে কিছুটা কমবে। এতে বার্ষিক রফতানি প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশের নিচে নেমে আসতে পারে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। গত বছর এই প্রবৃদ্ধি ছিল ১৫.৯ শতাংশ।

রফতানি প্রবৃদ্ধি ১২ শতাংশে নেমে আসতে পারে।

২২। দেশের আমদানির প্রায় ৮০ শতাংশই হলো অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং এসব পণ্যের বড় হিস্যাই দেশের শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে আমদানি প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের একই সময়ের ২৩.৯ শতাংশ প্রবৃদ্ধি থেকে হ্রাস পেয়ে ১২.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও অন্যান্য পণ্যের মূল্য আকস্মিক হ্রাস পাওয়ায় পণ্যমূল্যের নিরিখে আমদানি প্রবৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

আমদানির প্রবৃদ্ধিও কমছে।

২৩। তবে, চলতি অর্থবছরে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি তেজী রয়েছে। এপ্রিল, '০৯ পর্যন্ত রেমিট্যান্স এসেছে ৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২২.৫ শতাংশ। চলতি হিসাব ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ের ৪৩৫ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উপনীত হয়েছে – যা জিডিপি'র ১.২ শতাংশ।

চলতি বছরে চলতি হিসাব ভারসাম্য ইতিবাচক থাকবে।

২৪। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত ৩ মে, ২০০৯ তারিখে ৬.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে – যা তিন মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট।

২০০৮-০৯ সালের সম্পূরক বাজেট ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার

২৫। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৬৯ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা – যা জিডিপি'র ১১.৩ শতাংশ। আমদানি শুল্ক কাঠামো নিম্নমুখী পুনর্বিন্যাস এবং বিশ্বমন্দার

রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কিছুটা কম হবে।

কারণে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যহ্রাসের প্রেক্ষিতে এনবিআর আহরিত কর রাজস্ব আয় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে অর্জিত হয়নি। তবে, কর-বহির্ভূত রাজস্ব ও এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব তুলনামূলকভাবে চাঙ্গা থাকায় সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা সামান্য কমিয়ে ৬৯ হাজার ১৮০ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে – যা জিডিপি'র ১১.২ শতাংশ।

২৬। এনবিআর রাজস্ব আয় ৫৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে হ্রাস করে ৫৩ হাজার কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে – যা জিডিপি'র ৮.৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে, এনবিআর-বহির্ভূত কর মূল প্রাক্কলন ২ হাজার ২৮৯ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার ৫২৬ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ১২ হাজার ৫৯৩ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৭। মূল বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ৯৯ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা – যা জিডিপি'র ১৬.৩ শতাংশ ছিল। চলতি অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৯৪ হাজার ১৪০ কোটি টাকা – যা জিডিপি'র ১৫.৩ শতাংশ। মূলতঃ সক্ষমতার অভাবে বরাদ্দকৃত সম্পদ অব্যবহৃত থাকায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার জিডিপির ৪.৩ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৩ হাজার কোটি টাকা – যা জিডিপি'র ৩.৭ শতাংশ মাত্র।

সরকারের ব্যয়ও কমবে।

২৮। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য, জ্বালানি তেল ও সারের মূল্য কমে যাওয়ার প্রেক্ষিতে কৃষি, বিদ্যুৎ ও রফতানি খাতে অতিরিক্ত ভর্তুকি দেয়ার পরও অনুন্নয়ন ব্যয়ও কমেছে। ফলে সংশোধিত বাজেটে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ। ঘাটতির অর্থায়ন জিডিপি'র ২.৩ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করা হবে।

২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি কমে এসে দাঁড়াবে জিডিপি'র ৪.১ শতাংশে।

২৯। সরকারের মোট ঋণের স্থিতি জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে কমে এসে দাঁড়াবে ৪৪.৮ শতাংশে – যা স্থিতিশীল ও টেকসই সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক।

৩০। গত ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৯ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসের মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৮ শতাংশ। এপ্রিল, ২০০৯-এ তা ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয়

মূল্যস্ফীতি এপ্রিল, ২০০৯-এ ৫.৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

পণ্যের মূল্যহ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পরিস্থিতি অনুকূল হওয়ায় মূল্য পরিস্থিতির এ ধারা নিকট ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ৭ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

৩১। চলতি অর্থবছরে সতর্ক মুদ্রানীতি অব্যাহত রাখা হয়েছে। মার্চ পর্যন্ত ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (broad money supply) বার্ষিক ভিত্তিতে ১৯.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি এ সময়ে ঘটেছে ১৮.৭ শতাংশ, ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ বেড়েছে ১৮.২ শতাংশ। বৈশ্বিক মন্দার প্রেক্ষিতে অন্যান্য দেশে যখন ঋণ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়েছে, তখন আমাদের ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ সংকুচিত হয়নি বরং এতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির গতিধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিনিয়োগ বাড়াতে ঋণপ্রবাহের এই প্রবৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ঋণপ্রবাহে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির গতিধারা বিদ্যমান।

মাননীয় স্পীকার

৩২। মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল পর্যায়ে রয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার ছিল ৬৮.৭২ টাকা। মার্চ, ২০০৯-এ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় টাকা অবচিতি (depreciation) হয়েছে মাত্র ০.৬ শতাংশ। এ সময়ে টাকার কার্যকর বিনিময় হারও স্থিতিশীল ছিল। ফলে বাংলাদেশ রফতানি প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

টাকার অবচিতি রফতানিকে প্রতিযোগিতামূলক রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৩৩। অর্থনৈতিক মন্দার অভিঘাতে অন্যান্য খাতের মত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের পুঁজিবাজারও প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব দেশে মূল্যসূচক ও মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন যথাক্রমে ৬৫ শতাংশ ও ২৬২.৩ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। জুন, ২০০৮ থেকে আমাদের পুঁজিবাজারের সূচকের অনিয়মিত উঠানামা পরিলক্ষিত হলেও সার্বিকভাবে মে মাসে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন ১২.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মূল্যসূচকের পতন হয় ১৪.৩ শতাংশ। আমাদের পুঁজিবাজারে সাম্প্রতিক সময়ের যে অস্থিরতা দেখা দেয় তা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দাজাত নয়। এই অস্থিরতা সৃষ্টিতে মূলতঃ ভূমিকা রেখেছে বিশ্বমন্দার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং সীমিত পুঁজিবাজার থেকে অধিক লাভের প্রত্যাশা।

পুঁজিবাজারে বৈশ্বিক মন্দার প্রভাব তেমন একটা পড়েনি।

মাননীয় স্পীকার

৩৪। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কতিপয় বিষয় হচ্ছে নিম্নরূপঃ

(ক) খাদ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ দক্ষতার সঙ্গে কৃষকের দুয়ারে পৌঁছে দেয়া এবং প্রয়োজনীয় সময়োপযোগী ভর্তুকি দেয়ার ফলে বছরের শেষার্ধে গম এবং বোরো ধানের রেকর্ড ফসল বাজারে নেমেছে।

(খ) কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সরকারকে বিভিন্ন পূর্তকর্মে অধিকতর অর্থ এবং শস্য সরবরাহ করতে হয়েছে।

(গ) সামাজিক নিরাপত্তা বলয়কে শক্তিশালী করার জন্য অধিকতর হারে ভাতা ও পেনশন দিতে হয়েছে। এবং

(ঘ) বিশ্বমন্দার প্রভাবকে মোকাবেলার জন্য একটি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করতে হয়েছে।

বিশ্বমন্দার প্রভাব মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ

৩৫। ২০০৭ সাল ছিল বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন হ্রাস এবং খাদ্যপণ্য, সার ও জ্বালানি তেলসহ প্রায় সকল পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বছর। এরপর, ২০০৮ সাল থেকে শুরু হয়েছে নতুন সঙ্কট। এ সঙ্কট ছিল ঋণ সরবরাহের সংকট। মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে এ সংকট বৈশ্বিক মন্দায় রূপ নেয়।

৩৬। এ মন্দার ফলে দেশে দেশে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে পড়ে। শুরু হয় শ্রমিক ছাঁটাই, চাকরি ছাঁটাই। অসংখ্য মানুষ হয়ে পড়ে আয়হীন। পরিস্থিতি মোকাবেলায় উন্নত-উন্নয়নশীল প্রায় সব দেশই স্ব-স্ব অর্থনীতির আকার, সমস্যা ও সামর্থ্যের আলোকে প্রণোদনা কার্যক্রম (stimulus package) হাতে নিয়েছে।

আর্থিক খাতের বিপর্যয় প্রকৃত খাতের ওপর এসে পড়ে।

৩৭। আমরা গোড়া থেকেই সমস্যার ওপর সতর্ক পরিবীক্ষণ অব্যাহত রেখেছি। আমরা এই বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত চিন্তা ও উদ্যোগে বিশ্বাস করি। তাই, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে সরকার গঠনের পরপরই একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছি। সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি **বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ**ও আমরা ঘোষণা করেছি। এই প্যাকেজে গৃহীত উদ্যোগ ও সেসবের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

৩৮। আমাদের অর্থনীতির মন্দার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে তিনটি খাতে। সেগুলো হ'ল- রফতানি, আমদানি এবং রেমিট্যান্স। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তৈরি পোশাক ও দেশীয় বস্ত্রখাত ছাড়া অন্য প্রায় সব রফতানি পণ্যের রফতানি গত বছরের তুলনায় কমেছে।

রফতানি, আমদানি এবং রেমিট্যান্স - এ তিনটি খাতে পড়েছে মন্দার প্রত্যক্ষ প্রভাব।

পোশাক ও বস্ত্রখাতেও রফতানি প্রবৃদ্ধি কমতে শুরু করেছে।

৩৯। আমদানির ক্ষেত্রেও প্রবৃদ্ধির হার কমে এসেছে। অবশ্য রেমিট্যান্স প্রবাহ যথেষ্ট সংহত। বিদেশ থেকে কর্মসংস্থান হারিয়ে ফিরে আসা জনশক্তির সংখ্যা সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেড়ে যাওয়ায় এই ব্যাপারে সরকারকে নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে। প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়নে আমরা সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করেছি যাতে সীমিত সম্পদের অধিকতর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। আর সরকারের আনুকূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা নিছক অর্থনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ সামনে রেখে সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করেছি।

ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়নে আমরা মন্দাজনিত সমস্যাকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করেছি।

৪০। রফতানি খাতে সরকার **১৩**টি পণ্যকে রফতানি সহায়তা দিয়ে থাকে। আমরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি খাতে সহায়তার পরিমাণ ২.৫ শতাংশ করে বৃদ্ধি করেছি। এ জন্যে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ৪৫০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। নগদ সহায়তার এ অর্থ দ্রুত পরিশোধের জন্য পরিশোধ নীতিমালা সহজীকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাপ্য সহায়তার ৭৫ শতাংশ নিরীক্ষার জন্য বিলম্ব ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি খাতের ভর্তুকি প্রদানের হার বাড়ানো হয়েছে।

৪১। তৈরি পোশাক ও বস্ত্রখাতে ইতোমধ্যে সরকারের বেশকিছু সহায়তা বিদ্যমান। সেগুলো হল –

- বন্ডেড ওয়ার হাউজ সুবিধা যার মাধ্যমে রফতানিকারক বিনাশুল্কে কাপড় বা অন্যান্য কাঁচামাল আমদানি করতে পারেন।
- যাঁরা বন্ডেড ওয়ার হাউজ সুবিধা পান না তাঁদের জন্য ডিউটি ড্র-ব্যাক সুবিধা দেয়া হয়।
- যাঁরা আমদানি করা কাঁচামালের পরিবর্তে দেশীয় সূতা বা দেশীয় ফেব্রিকস দিয়ে পণ্য উৎপাদন বা রফতানি করেন তাঁরা রফতানি মূল্যের ৫ শতাংশ রফতানি সহায়তা পেয়ে থাকেন।
- সূতা উৎপাদনকারীদের স্বার্থে তুলা আমদানির ওপর শূন্য শুল্কহার রয়েছে।

৪২। প্রণোদনা প্যাকেজে আমরা তাঁদের ও অন্যান্য রফতানিকারকদের জন্য আরও যেসব সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছি সেগুলো হলো –

- আমদানি ও বিনিয়োগ সংহত করতে ব্যাংক ঋণের সুদের হার ক্ষেত্রবিশেষে ১২ ও ১৩ শতাংশে নামিয়ে

ব্যাংক ঋণের হার ১২ ও ১৩ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।

আনা হয়েছে।

- সকল উৎপাদনকারী ও রফতানিকারককে তাঁদের ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ডাউন-পেমেন্টের মেয়াদ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং কেস-টু-কেস দেখে সেখানে ঋণ পুনঃতফসিলের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- রফতানি পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত প্লান্টের উন্নতি ও যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য রয়েছে রফতানি উন্নয়ন তহবিল। এ তহবিলের আকার বাড়ানো হয়েছে। এ তহবিল থেকে একক ঋণগ্রহীতাকে সর্বোচ্চ ১ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেয়ার সীমা বাড়িয়ে ১.৫ মিলিয়ন ডলার করা হয়েছে।

রফতানি উন্নয়ন তহবিল ১০০ থেকে ১৫০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।

- ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের জন্য প্রদেয় লাইসেন্স/নবায়ন ফি প্রত্যাহার করে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- পোশাক শিল্পের ২৭০টিসহ সকল রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের করণীয় কার্যক্রম আশু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৪৩। আমরা জানি রফতানিকারকদের রফতানি সামর্থ্য বৃদ্ধির অনুকূলে সরকারের আরো করণীয় রয়েছে এবং সে জন্য সামগ্রিক পরিস্থিতি নিবিড় ও নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করে ত্বরিৎ যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হয়। আমরা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত রফতানি শিল্পকে রুগ্ন হতে দেব না।

৪৪। ব্যক্তিখাতে ঋণপ্রবাহ গতিশীল রাখার জন্য জামানতের ওপর জোর না দিয়ে ব্যবসা সম্ভাবনার ঝুঁকিভিত্তিক মূল্যায়নের ওপর জোর প্রদান এবং টাকার বিনিময় হারের জন্য রফতানিকারক যেন প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান থেকে দূরে সরে না যায় সে জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৪৫। রেমিট্যান্স প্রবাহের ওপর বৈশ্বিক মন্দার নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার ব্যাপারে আমরা যেসব নীতি-কৌশল গ্রহণ করেছি তা হ'ল-

বিদেশে শ্রমবাজার সংহত রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- বিদেশ থেকে ফিরে আসা শ্রমিকদের জন্য পুনর্বাসন সহায়তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- শ্রমিক ছাটাই প্রতিরোধের জন্য এবং বিদেশে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council-কে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৪৬। অভ্যন্তরীণ চাহিদা চাঙ্গা রাখার লক্ষ্যে মন্দার প্রভাব মোকাবেলায় রফতানির পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে বিদ্যমান সমমূলধন তহবিল, গৃহায়ণ তহবিল, এসএমই তহবিল এবং ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফাইন্যান্সিং ফ্যাসিলিটিজ তহবিলের কার্যক্রম অধিকতর ব্যাপক, জোরদার ও কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গৃহায়ণ তহবিল ৩০০ কোটি টাকা থেকে ৫০০ কোটি টাকায় এবং এসএমই তহবিল ৫০০ কোটি টাকা থেকে ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বিনিয়োগ বাড়ানো সংক্রান্ত পুনঃঅর্থায়ন সুযোগ ও গৃহায়ণ এবং এসএমই তহবিলের কার্যক্রম বাড়ানো হয়েছে।

৪৭। সরবরাহ ঘাটতির কারণে অভ্যন্তরীণ চাহিদা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য কৃষি ও বিদ্যুৎ খাতকে সমধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি বাবদ সংশোধিত বাজেটে ৬০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার জন্য কৃষিঋণের সরবরাহ ও আত্ম-কর্মসংস্থান বৃদ্ধি একান্ত কাম্য। সে লক্ষ্যে কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও কর্মসংস্থান ব্যাংককে পুনঃপুঁজিকরণ বাবদ সংশোধিত বাজেটে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। কৃষি উপকরণ ও সেচ খাতে সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি বাড়ানো হয়েছে ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। কৃষিঋণ পুনঃঅর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১ হাজার ১৮৩ কোটি টাকা।

বিকেবি, রাকাব ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের পুনঃপুঁজিকরণ করা হয়েছে।

৪৮। পুঁজিবাজারকে সংহত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহে মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর সুযোগ দেয়া হয়েছে। গ্রামীণ ফোনের প্রাথমিক শেয়ার বাজারে ছাড়ার প্রক্রিয়া চলছে। পুঁজিবাজারে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ হিসেবে ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পুঁজিবাজার সংহত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৪৯। দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বীমা কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন, পুনর্গঠন ও শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে শিল্প ও আর্থিক খাতের কর্মপরিবেশ উন্নত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

৫০। মন্দা মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজ সম্পর্কে আমাদের সারকথা হলো- প্যাকেজ প্রস্তাবকে আমরা আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন, প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার নীতি-কৌশলের সাথে একাত্ম করে দেখার চেষ্টা করেছি। তাই সময়, চাহিদা ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণোদনা কার্যক্রম সম্প্রসারিত হতে থাকবে – এই অঙ্গীকার করতে পারি। আগামী অর্থবছরে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

চাহিদা ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রণোদনা কার্যক্রম আগামীতে সম্প্রসারিত হবে।

৫১। মন্দার প্রেক্ষাপটে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামষ্টিক চাহিদা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তামূলক ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় সংকোচন ও কৃচ্ছ্রতাসাধন প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দফতরসমূহের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে অপচয় রোধ এবং যৌক্তিকতার নিরিখে পণ্য ও সেবা সংগ্রহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সরকারি ব্যয় সংকোচন ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে।

৫২। আশার কথা এই যে, বিশ্ব সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে এ সঙ্কটকালে সাড়া দিয়ে উদ্ধার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। এ বছর এপ্রিল মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত G-20 সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দাসৃষ্ট সঙ্কট মোচনে মূলতঃ উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থে **১.১** ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্ধার প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য হিস্যা পাবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং আমাদের বিশ্বাস এই অর্থায়ন কর্মসূচি থেকে বাংলাদেশও তার ন্যায্য হিস্যা পাবে। বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক G-20 সম্মেলনের উদ্যোগ অনুসরণ করে বিশ্বমন্দা মোকাবেলার লক্ষ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নানাভাবে সাহায্য করার কার্যক্রম নিয়েছে এবং বাংলাদেশ এইসব কার্যক্রম থেকেও বাজেট সহায়তা পাবে বলে আশা করি। এই একই প্যাকেজে ২৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সদস্য দেশগুলোর বাণিজ্য অর্থায়নে (trade finance) ব্যবহৃত হবে। এই অর্থায়ন থেকে বাংলাদেশের মত দেশগুলোকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রচলিত নীতিমালার পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। রফতানি আয়ে ক্ষতিপূরণের জন্য নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথা- খাদ্য, সার, জ্বালানি তেল আমদানির জন্য সহজ শর্তে বাণিজ্য অর্থায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে।

***G-20** সম্মেলনে বিশ্ব সম্প্রদায়ের অনুকূল সাড়া।*

নতুন দিগন্ত উন্মোচন

সরকারের পরিকল্পনা ভাবনা ও কৌশল

৫৩। মহাজোট সরকার দেশের উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পে বিশ্বাস করে। জাতি একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তার একটি অভিক্ষেপ থাকবে একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনায়। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা ২০২১ সালের রূপকল্পের ধারণা দিয়েছি। এই রূপকল্পকে বাস্তবায়নের জন্য আমরা মনে করি যে, মধ্যমেয়াদি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। আমরা ইতোমধ্যেই ২০২১ সালের রূপকল্প প্রণয়ন এবং ২০১০-১৫ সালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে মনোযোগ দিয়েছি। আমরা একইসঙ্গে মনে করি যে, সরকারি কর্মকাণ্ডে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন এবং আরব্ধ জনকল্যাণকর কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা দরকার। আমাদের পরিকল্পনা ভাবনা সম্পর্কে এখন আমি সামান্য আলোকপাত করতে চাই।

- প্রথমেই আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রণীত ৩ বছর মেয়াদি “এগিয়ে চলা – দারিদ্র্য মোচন কার্যক্রম ২০০৯-১১” অর্থাৎ দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি আমাদের উন্নয়ন দর্শনের আলোকে পর্যালোচনা করছি। আগামী দুই মাসের মধ্যেই এ কাজটি সম্পন্ন করতে পারব বলে আশা করি। দারিদ্র্য বিমোচন এমন একটি মৌলিক বিষয় যে সেখানে কোন শৈথিল্য সহ্য করা যায় না। তাই এই কার্যক্রম আমরা ২০১১ সাল পর্যন্ত অনুসরণ করব।

  আগামী দু'মাসের মধ্যে তিন বছর মেয়াদি দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র চূড়ান্ত করা হবে।

- আমি আগেই বলেছি যে, ২০১০-২১ মেয়াদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। আশা করছি আগামী বছরের জুন মাস নাগাদ এ পরিকল্পনা দলিলের ওপর সংসদে আলোচনা করতে পারব।

  ২০১০-২১ মেয়াদের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে।

- এর পাশাপাশি ২০১০-১৫ মেয়াদের একটি পাঁচসালা পরিকল্পনার ওপরও আমরা কাজ শুরু করেছি। তবে এ পরিকল্পনা দলিলে প্রথাগতভাবে খাতভিত্তিক বরাদ্দ, প্রকল্প তালিকা এবং বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা বলা হবে না। এতে সরকারের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য ও টার্গেট প্রতিফলিত হবে। আর তা অর্জনের জন্য বিকল্প কী কী কৌশল অনুসরণ

  পাঁচসালা পরিকল্পনায় আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য ও টার্গেট প্রতিফলিত হবে।

করা যেতে পারে তার উল্লেখ থাকবে। মোটা দাগে লক্ষ্য অর্জনের জন্য কী ধরনের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, সরকারি ব্যয়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর প্রয়োজন তার দিক-নির্দেশনা থাকবে এই পাঁচসালা পরিকল্পনায়। আর ২০২১ সালের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা কার্যকর করতে অবদান রাখবে এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। বস্তুত এ পাঁচসালা পরিকল্পনা হবে সরকারের উন্নয়ন দিগ্‌দর্শন এবং জাতির জন্য ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা।

- আগেই বলেছি যে, দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রটি ২০১১ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় প্রতিবছর তার মূল্যায়ন হবে। পাঁচসালা পরিকল্পনা যেভাবে বার্ষিক বাজেটকে প্রভাবিত করবে তাতে বার্ষিক বাজেটে এই কৌশলপত্রের পরিপূরক প্রস্তাবাবলী সংবলিত হবে।

  বার্ষিক বাজেটে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের পরিপূরক প্রস্তাবাবলী সংবলিত থাকবে।

- বার্ষিক বাজেট এই দিক-নির্দেশনামূলক পাঁচসালা পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম নির্দিষ্ট করবে। আমরা জানি যে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তিনসালা MTBF প্রচলিত আছে। এই MTBFকে ঢেলে সাজিয়ে পাঁচসালা MTBF এ পরিণত করা হবে।

  ***MFBF**-কে ঢেলে সাজিয়ে পাঁচসালা **MTBF**-এ পরিণত করা হবে।*

- বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়দুটো হ'ল সবকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি। আগামী বছরে বিশ্বমন্দার কারণে যে অনিশ্চয়তা আমাদের অর্থনীতিতে বিদ্যমান সেজন্য বিভিন্ন করের হার নিয়ে খুব বেশি কিছু করা না গেলেও করের আওতা বাড়ানোর উদ্যোগে অন্যায় কিছু হবে না। তবে বেসরকারি এবং বৈদেশিক সূত্র থেকে অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণে জোর নিশ্চয়ই দেয়া যেতে পারে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির নানা উদ্যোগ আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব।

  বিনিয়োগ বৃদ্ধির নানা উদ্যোগ বিবেচনা করব।

সরকারি-বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বের বাজেট

মাননীয় স্পীকার

৫৪। এদেশের মানুষকে দারিদ্র্যের বৃত্ত থেকে মুক্ত করতে হলে আমাদের অর্থনীতিকে নিয়ে যেতে হবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির সোপানে। এ লক্ষ্য অর্জনে যা একান্ত প্রয়োজন তা হ'ল এযাবৎ অনুসৃত বিনিয়োগ কৌশলে বড় ধরনের গুণগত পরিবর্তন আনা।

৫৫। আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৩ সালে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে এই হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে ২০২১ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উচ্চতর প্রবৃদ্ধির বাহন হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, বন্দর, যোগাযোগ, খাবার পানি সরবরাহ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজন বিপুল বিনিয়োগ। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিনিয়োগ চাহিদার প্রাথমিক প্রাক্কলন অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত স্বাভাবিক বিদ্যমান সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ কার্যক্রমের অতিরিক্ত প্রায় ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে।

> *২০১৪ সাল নাগাদ ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে ক্রমপুঞ্জীভূত সম্পদ ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।*

৫৬। এই বিপুল পুঁজি সরকারের একার পক্ষে যোগান দেয়া অসম্ভব। সরকারের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে এই বিপুল বিনিয়োগ-ব্যয় সংকুলান করতে গেলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কাছ থেকে সহজ শর্তে এই পরিমাণ সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয়। অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সম্পৃক্ততা প্রতিযোগিতামূলক বাজার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্ধারিত না হওয়ার কারণে সরকারি অর্থের সাশ্রয়ী ব্যবহার ও সেবামান নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। একইসাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের সরাসরি সম্পৃক্ততা সরকারের মূল কাজ অর্থাৎ সামাজিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

> *অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বিপুল বিনিয়োগ-ব্যয় সংকুলান অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার অনুকূল নয়।*

৫৭। অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও তহবিল যোগান একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া হওয়ার কারণে বিনিয়োগ-ঝুঁকি অধিক এবং একইসাথে বিনিয়োগ অনেক ক্ষেত্রে

বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক নয়। এ কারণে এ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা কঠিন।

৫৮। এ প্রেক্ষাপটে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সম্ভাব্য বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে আমরা সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি Public Private Partnership (PPP)-এর আওতায় **ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করার বিশেষ উদ্যোগ** নিতে যাচ্ছি। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি, PPP পদ্ধতির সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করা গেলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বার উন্মোচিত হবে। প্রবৃদ্ধি হবে ত্বরান্বিত। এই কার্যক্রমটি বস্তুতপক্ষে ১৯৯৬ সালে IPP নীতিমালা গ্রহণের পর শুরু হয়।

বিনিয়োগ ঘাটতি পূরণে ব্যক্তি খাতকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৫৯। টেলিকম, স্থলবন্দর ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো খাতে ইতোমধ্যে ৫০টির মতো উদ্যোগ সফল হয়েছে। দেশে PPP খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে। সে বছর বাংলাদেশে প্রথম ব্যক্তি উদ্যোগে হরিপুর এবং মেঘনাঘাট দু'টি বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়। সেগুলো পরবর্তীকালে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়ে বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে অবদান রাখে। আমি উল্লেখ করতে চাই, PPP খাতের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য দেশের বিদ্যমান PPP কাঠামো এবং PPP-র সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ আরও স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। একইসাথে PPP প্রকল্পে সরকারি অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করাও জরুরি।

*সাফল্য নিশ্চিত করতে বিদ্যমান **PPP** কাঠামোকে আরও স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন।*

৬০। বর্তমান সরকার দেশে PPP খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে PPP-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে আমি নতুন ৩টি খাত সৃষ্টির প্রস্তাব করছি।

***PPP** সংক্রান্ত তিনটি নতুন খাত খোলার প্রস্তাব করছি।*

৬১। এর প্রথমটি হবে, PPP প্রকল্পগুলোর বেসরকারি খাতকে আহ্বান করার পূর্বে প্রাক-সমীক্ষাসহ বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা ব্যয়নির্বাহের জন্য **PPP কারিগরি সহায়তা খাত**। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী এজেন্সিগুলো PPP প্রকল্প প্রণয়ন এবং PPP পরামর্শক নিয়োগের জন্য দ্রুত এ খাত হতে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রহণ করতে পারবে। এ খাতে আমি আগামী অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

***PPP** কারিগরি সহায়তা খাতে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।*

৬২। একইসাথে বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক কিন্তু জনগণের সেবার জন্য প্রয়োজনীয় যেমন বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হাসপাতাল, স্কুল এবং রাস্তাঘাট নির্মাণে বেসরকারি

***Viability Gap Funding** খাতে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।*

উদ্যোগ আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ভর্তুকি অথবা বীজ-অর্থ স্বরূপ **Viability Gap Funding** খাতে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬৩। এছাড়া, PPP-র মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে পিপিপি বাজেটে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করছি। এই বরাদ্দ দিয়ে **অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল** গঠন করা যাবে যেখান থেকে সরকারের তরফ থেকে প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী বেসরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি সরকারের পক্ষ হতে সমমূলধন (equity) অথবা ঋণ (loan) সহায়তা হিসেবে সরকারের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হবে। এ তহবিল থেকে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হবে।

অবকাঠামো বিনিয়োগ তহবিল গঠন ও এ খাতে ২ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৬৪। আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে PPP বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যা বেসরকারি খাতের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনী শক্তি, স্বাধীন কর্মপদ্ধতি ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে। আমরা চাই এই প্রতিষ্ঠান বা ইউনিটটি বিভিন্ন খাতে PPP-র উদ্যোগে প্রণোদনা দিতে সক্ষম হবে এবং দ্রুতগতিতে প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবে। আমরা মনে করি, প্রতিষ্ঠানটি সরকারি এবং বেসরকারি খাতের ব্যবস্থাপনা দর্শনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করবে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা আশা করছি যে, আগামী সেপ্টেম্বরে PPP বাজেট ব্যবস্থাপনাটি পাকাপাকি করা যাবে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নব-উদ্যম সৃষ্টির প্রয়াসে আমরা PPP সংক্রান্ত একটি অবস্থানপত্র প্রথমবারের মতন এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যা ব্যবস্থাপনার সর্বোত্তম দৃষ্টান্তগুলো অনুসরণ করবে।

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

৬৫। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মোট সরকারি ব্যয়ের আকার যথেষ্ট কম। একইসাথে এও প্রণিধানযোগ্য যে, এই ব্যয়ের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয় না। কেননা, অধিকাংশ সরকারি ব্যয়ই সরকারের জাতীয় ও খাতভিত্তিক নীতির সাথে যথাযথ সম্পর্কযুক্ত থাকে না। থাকে না এ সম্পদ ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত কী ফলাফল (expected outcome) পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণাও। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাজেট বাস্তবায়ন যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা হয় না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে,

সরকারি ব্যয়ের আয়তন যথেষ্ট কম। এর সদ্ব্যবহার প্রয়োজন।

সরকারের এই সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত এবং দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রমকে বেগবান করতে পারে।

৬৬। এ কারণেই জাতীয় বাজেটকে সরকারের নীতির সাথে সংযুক্ত, সম্পদ বন্টনকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের কর্মকৃতির (performance indicator) সাথে সম্পর্কিত এবং বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছর থেকে ২০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ২০টি মন্ত্রণালয় মোট বাজেটের প্রায় ৫৩ শতাংশ এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৮৬ শতাংশ ব্যবহার করে থাকে। একই সাথে স্বল্পতম সময়ে অবশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এই পদ্ধতিতে আনার লক্ষ্যে আরো ১২টি মন্ত্রণালয়কে এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

সরকারি নীতিকে বাজেট বরাদ্দের সাথে এবং বাজেট বরাদ্দের সাথে কর্মকৃতির সম্পর্ক নিবিড় ও বিস্তৃত করা

৬৭। আমরা চাই, আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এই কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে। নিশ্চিত করতে চাই, বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সরকারের ঘোষিত কৌশলগত নীতিমালার নিবিড় সংযোগ।

৬৮। জাতীয় বাজেট শুধু সরকারি আয়-ব্যয়ের হিসাব নয়। এটি একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার যার মাধ্যমে আমরা প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সামষ্টিক অর্থনীতি সংক্রান্ত আমাদের দিনবদলের অঙ্গীকারসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখব এবং জনগণের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করব।

বাজেট হবে সরকারের দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের হাতিয়ার।

৬৯। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রবর্তনের অভিজ্ঞতার আলোকে এর আওতাভুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সামগ্রিক বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা বা অনুবিভাগ সৃষ্টির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সুদৃঢ় হবে।

প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে বাজেট ও পরিকল্পনা অধিশাখা/ অনুবিভাগ সৃজন আবশ্যক

৭০। উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা ও জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে সমগ্র প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আগামী বছরেই নতুন ব্যবস্থাকে কার্যকর করা

প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুততর ও পরিবীক্ষণ জোরদার করা হবে।

হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে সৃষ্ট নতুন অনুবিভাগ যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

একীভূত বাজেট

মাননীয় স্পীকার

৭১। আগামী অর্থবছর থেকেই আমরা বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কিছু সংস্কার কার্যক্রম শুরু করতে চাই। বাজেটকে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটে বিভক্তকরণ মূলত কৃত্রিম। অভীষ্ট অর্জনের দৃষ্টিতে দেখলে বিভাজনের এই কৃত্রিমতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদ্যালয় নির্মাণ উন্নয়ন বাজেটভুক্ত ধরা হয়, কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ বাবদ ব্যয় অনুন্নয়ন বাজেটভুক্ত। কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন।

বাজেটকে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেটে বিভক্তিকরণ মূলতঃ কৃত্রিম।

৭২। এছাড়া, আমরা যদি এখন সরকারের মোট সম্পদ বরাদ্দের কাঠামোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো মোট বাজেটের প্রায় ৭৬ শতাংশই ব্যয় হচ্ছে অনুন্নয়ন বাজেটের মাধ্যমে। অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় অনেক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ বাবদ চলতি অর্থবছরের মোট বাজেটের আনুমানিক ২৮.৮ শতাংশ সম্পদ বরাদ্দ রয়েছে। অথচ একই সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ২৪ শতাংশ।

অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় অনেক উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

৭৩। দেখা যায় যে, পূর্বে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের নিমিত্তে গৃহীত ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় বর্তমানে মোট বাজেটের ১৪ শতাংশ, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য বাজেটের ২.৭ শতাংশ এবং সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য মোট বাজেটের আরো ৩.৬ শতাংশ ব্যয় হয়।

পূর্বে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির কারণেও অনুন্নয়ন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭৪। কাজেই, জাতীয় বাজেট হতে হবে একীভূত যা স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে, দূর করবে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সমন্বয়হীনতা ও দ্বৈততা। তবে, ব্যয়ের প্রকৃতি বুঝতে বাজেট ব্যয়কে বিভাজিত পর্যায়ে (disaggregated level)-এ মূলধন ব্যয় (capital expenditure) এবং আবর্তক ব্যয় (recurrent expenditure)-এ দু'ভাগে দেখানো প্রয়োজন হবে । এই

সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে একীভূত বাজেট প্রণয়নে উদ্যোগী হতে হবে।

লক্ষ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে একটি ফলপ্রসূ উপায় অচিরেই নির্ধারণ করা হবে।

জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট (Gender Responsive Budget)

মাননীয় স্পীকার

৭৫। সমগ্র অর্থনীতিতে জেন্ডার সমতা বিধানের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নারীসমাজকে সম্পৃক্ত করতে চাই। মধ্যমেয়াদি বাজেট পদ্ধতির আওতায় দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি বাজেটে পৃথকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে যাচ্ছি।

বাজেটে নারীদের হিস্যা নিশ্চিত করতে হবে।

৭৬। আমি অতি আনন্দের সাথে এই মহান সংসদকে জানাতে চাই, ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে আমরা নারীর যথাযথ হিস্যা যতদূর সম্ভব নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি। প্রথমবারের মত এই মহান সংসদে আমি শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী পরিমাণ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি পৃথক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছি। এ থেকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশীদারিত্ব কতটুকু, তাঁরা সরকারি কার্যক্রম থেকে কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। একইসাথে নির্ধারণ করা যাবে জাতীয় সম্পদে নারীদের যথাযথ হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ (affirmative action) গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে কিনা। আগামীতে ক্রমান্বয়ে এর কলেবর বৃদ্ধির আশা রাখি।

নারীদের উন্নয়নে কি পরিমাণ বরাদ্দ করা হয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছি।

জেলাওয়ারি বাজেট

৭৭। আমরা জাতীয় বাজেট কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণয়ন করি। এতে জেলা অথবা মাঠ পর্যায়ের জনগণের ইচ্ছার বা তাঁদের চাহিদার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে না। একইসাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অনিশ্চিত থেকে যায়। আমরা বলতে পারি না কী পরিমাণ সরকারি অর্থ একটি নির্দিষ্ট জেলায় ব্যয় হচ্ছে। বিদ্যমান শ্রেণীবিন্যাস কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং উন্নয়ন প্রকল্প ছকে কিছু পরিবর্তন এনে আমরা প্রাথমিকভাবে প্রতিটি বিভাগের একটি জেলায় জেলা বাজেট প্রণয়ন করতে চাই। এটা সম্ভব হলে কেন্দ্রীয় বাজেটের জেলাওয়ারি বিভাজন দেখানো সম্ভব হবে যা একইসাথে সরকারি অর্থ ব্যয়ের

জেলাওয়ারি বাজেট সরকারি ব্যয়ের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

স্বচ্ছতা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করবে। আমি আশা করি, আগামী **২০১০-১১** অর্থবছরের বাজেটের সাথে **জেলা বাজেট** এ মহান সংসদে উপস্থাপন করতে সক্ষম হব।

৭৮। এই প্রক্রিয়া শুরু হলে জেলা স্তর থেকে বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মালমশলা ও উপাদান অদূর ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। উন্নয়ন উদ্যোগের এ রকম প্রতিসংক্রম এই পদক্ষেপের সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জেলাওয়ারি বাজেট বিভাজন এবং এর ফলে বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জেলা পর্যায়ে কার্যকরী হলে উন্নয়ন উদ্যোগে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করবে।

এই প্রক্রিয়া শুরু হলে জেলা স্তর থেকে বাজেট ও পরিকল্পনার উপাদান পাওয়া যাবে।

বাজেট ও হিসাব প্রণয়নে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার

৭৯। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, সরকারি বাজেট ও হিসাব সংক্রান্ত আর্থিক তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও সঙ্কলনে ব্যাপকভাবে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০৭-০৮ সালে আইবিএএস (iBAS, Integrated Budgeting and Accounting System) পদ্ধতি চালু করা হয়। এর ফলে বর্তমানে আমরা সময়োচিত ও নির্ভুল প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে পারছি। বর্তমান ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ৫৮টি জেলাসহ বিভাগীয় সদর দফতরের হিসাব অফিসসমূহের সাথে Wide Area Network এর মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এতে রাজধানীর বাইরে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সরাসরি আর্থিক তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণ করা হচ্ছে। আগামীতে এ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করে দেশের সকল উপজেলাকে তথ্য-প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক-এর আওতায় আনা সম্ভব হবে। এই প্রক্রিয়া সরকারি অর্থ ও সম্পদ ব্যবহারকে করবে স্বচ্ছ, নিশ্চিত করবে দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা।

*বাজেট বাস্তবায়ন ইতোমধ্যে **WAN** এর মাধ্যমে জেলা পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।*

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

৮০। এ পর্যায়ে আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের সামগ্রিক বাজেট কাঠামো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে অন্তর্নিহিত কতিপয় অনুমানের ভিত্তিতে আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কাঠামোতে অনুমান করা হয়েছে যে, বিশ্বমন্দার প্রেক্ষাপটে আগামী অর্থবছরে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৫.৫ শতাংশ, তবে পরবর্তী দুই অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধি আবার ঊর্ধ্বমুখিতা লাভ করবে। বার্ষিক মূল্যস্ফীতি গত বছরের ৭ শতাংশ থেকে ৬.৫ শতাংশে নেমে আসবে। বিশ্বমন্দার অভিঘাত আগামী অর্থবছরে আমাদের রফতানি খাতে নেতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে। রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি কমলেও মোট রেমিট্যান্স ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের ভিত্তি আরও সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

> *২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অনুমান করা হচ্ছে ৫.৫ শতাংশ এবং মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশ।*

৮১। সাম্প্রতিক বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপটে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণের জন্য কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যকে উপজীব্য করে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। সমৃদ্ধির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা বেগবান করার অংশ হিসেবে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, কৃষি উন্নয়নে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ, শিল্পায়ন বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের উপযোগী অবকাঠামো উন্নয়নকে আমরা অগ্রাধিকার প্রদান করেছি।

> *অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।*

৮২। আগামী অর্থবছরে মোট প্রাক্কলিত রাজস্ব আয় ৭৯ হাজার ৪৬১ কোটি টাকা – যা জিডিপি-র ১১.৬ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে ৬১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি-র ৮.৯ শতাংশ)। কর বহির্ভূত ও এনবিআর বহির্ভূত সূত্র থেকে যথাক্রমে ১৫ হাজার ৫০৬ কোটি টাকা এবং ২ হাজার ৯৫৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হবে (জিডিপি-র ২.৭ শতাংশ)।

> *রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি-র ১১.৬ শতাংশ।*

৮৩। ব্যয় খাতে আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার হবে ৩০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (জিডিপি-র ৪.৪ শতাংশ) এবং মোট ব্যয় দাঁড়াবে ১১৩ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা - যা জিডিপি-র ১৬.৫ শতাংশ।

৮৪। বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশে দাঁড়াবে। বৈদেশিক সূত্র হতে বাজেট ঘাটতির ২ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে বাজেট ঘাটতির ৩ শতাংশ অর্থায়ন করা হবে। তবে উদ্যোগ থাকবে বৈদেশিক সূত্রে অধিকতর আদায়। এটা কিছুটা সম্প্রসারণমুখী বাজেট। তবে, বিরাজমান বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় অন্যান্য দেশ যে ধরনের সম্প্রসারণমুখী বাজেট গ্রহণ করেছে আমরা তাদের চেয়ে যথেষ্ট নমনীয় অবস্থান নিয়েছি। দেশি ও বিদেশি অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের এই অবস্থা যথাযথ বলে আমি মনে করি।

বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে জিডিপি-র ৫ শতাংশ।

৮৫। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং গুণগত ব্যয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রাক্কলনে সার্বিক কৃষি খাতে (কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ) ৭.৮ শতাংশ, স্থানীয় সরকার খাতে ২২.১ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৪ শতাংশ, যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু, নৌ, বিমান ও টেলিযোগাযোগ) খাতে ১৫.৭ শতাংশ এবং মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) খাতে ২৩.৫ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এডিপি-তে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়নে ২৯.৯ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার

৮৬। আমাদের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার আশাব্যঞ্জক নয়। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রায়িত হলেও এখনও তা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি। এ কারণে আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের বাজেট ও পরিকল্পনা অনুবিভাগ জোরদারকরণ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। কেবল দশটি মন্ত্রণালয় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭৮ শতাংশ বাস্তবায়ন করছে। আমি নিশ্চিত যে, পরিবীক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হলে বাস্তবায়ন হার আরও বৃদ্ধি পেত। প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যথেষ্ট উচ্চাভিলাষী হলেও আমরা মনে করি যথাযথ পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করতে পারলে তা বাস্তবায়ন করতে পারব। আমাদের মনে রাখতে হবে, বিশ্বমন্দার এ পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ চাহিদা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি। রফতানির ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আমাদের পণ্য ও সেবার অভ্যন্তরীণ ও আঞ্চলিক বাজার সম্প্রসারণ করতে হবে।

১০টি মন্ত্রণালয় এডিপি-র ৭৮ শতাংশ ব্যবহার করে। এদের পরিবীক্ষণ জোরদার করতে হবে।

৮৭। আমি ইতঃপূর্বে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ কাঠামো উপস্থাপন করেছি। এখন আমি প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই যাতে সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী আমরা এগুলোকে ৩টি বৃহত্তর ভাগে ভাগ করতে পারি - সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ৩২.৭ শতাংশ যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে ১৮.৮ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে মোট বরাদ্দের ২৭.৭ শতাংশ – এর মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৫.৫ শতাংশ, বৃহত্তর যোগাযোগ খাতে ৬.৫ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৩.৮ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে ২২.৬ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে – এর মধ্যে ৯.৩ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে নতুন প্রস্তাবিত PPP, মন্দা মোকাবেলা এবং সম্প্রতি ঘোষিত পে-কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নজনিত ব্যয় বাবদ। এই ৩টি বৃহত্তর খাতের বাইরে সুদ পরিশোধ ও নীট ঋণদান (net lending) বাবদ ব্যয়িত হবে অবশিষ্টাংশ ১৭.০ শতাংশ – যার মধ্যে সুদ পরিশোধের হিস্যা হ'ল ১৪ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী নতুন নতুন কার্যক্রম, কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণ করলেও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয় এমন কোন পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়নি।

মূল বাজেটের ৩২.৭ শতাংশ সামাজিক অবকাঠামো খাতে, ২৭.৭ শতাংশ ভৌত অবকাঠামো খাতে এবং ২২.৬ শতাংশ সাধারণ সেবা খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

৮৮। আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন সব সময়েই দুর্বল; এবারের বিশেষ ভয় হলো যে এইটি এতই উচ্চাভিলাষী যে ব্যর্থতার আশঙ্কা ব্যাপক। তাই শুরু থেকেই পরীবিক্ষণ, দেখাশোনা ও মূল্যায়নে জোর দিতে হবে। এক, প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়া বর্তমানে প্রলম্বিত এবং জটিল। এই পদ্ধতির সংস্কার বিবেচনায় আছে। দুই, PPA (Public Procurement Act, 2006) ও PPR (Public Procurement Rules, 2008) এর বিধি-নিষেধ মেনে ক্রয় প্রক্রিয়া প্রায়ই প্রলম্বিত হয়। আগাম পরিকল্পনা এই প্রক্রিয়াটিকে কিছুটা সাহায্য করবে। তবে এই বিষয়ে আমরা ক্রয় প্রক্রিয়ার কিছু সংশোধন বিবেচনা করছি। তিন, প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকের দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইদিকে সবিশেষ নজর দেয়া আমাদের লক্ষ্য। চার, ১০ মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিকে বিশেষ নজরদারির আওতায় আনলে এডিপি

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন হার বাড়াতে পরিবীক্ষণ, দেখাশোনা ও মূল্যায়নে জোর দিতে হবে।

বাস্তবায়ন অনেকটা শক্তিশালী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সর্বশেষে কতিপয় প্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে সিপিএম (CPM, Critical Path Method) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ করার চিন্তা আমরা করছি। এই বিষয়ে বাজেট পাস হওয়ার পরই একটি টাস্কফোর্স গঠন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় খাত

মাননীয় স্পীকার

৮৯। কয়েকটি খাত সম্বন্ধে আমি সংক্ষিপ্ত কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তব্য একটু লম্বা হতে পারে। সে জন্য, মাননীয় স্পীকার, আপনার কাছে এবং আপনার মাধ্যমে মাননীয় সাংসদদের কাছে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

কৃষি

৯০। কৃষিনির্ভর আমাদের অর্থনীতি। তাই আমরা প্রস্তাবিত বাজেটে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে আলাদা করে বিবেচনার কোন সুযোগ নেই; এই খাতে একসঙ্গে কৃষি ও গ্রামীণ অকৃষি খাতকে হিসাবে নিতে হবে। এই খাতে বিবেচনা করতে হবে পানিসম্পদের উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো ও পল্লী পূর্তকর্মের উন্নয়ন, গ্রামীণ বিদুৎ খাত, গ্রামীণ স্যানিটেশন ও আবাসন, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং গ্রামেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে কৃষকের দুঃখ মোচন যথার্থ প্রাধান্য পেয়েছে একই সংগে অকৃষি খাতে গতিশীলতা ও আয়বৃদ্ধিও নজর কেড়েছে।। আমরা বিশ্বাস করি, কৃষির উন্নতি হলে কৃষক বাঁচবে, কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। এ কারণে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ধান ও গম উৎপাদনের জন্য উপকরণ সরবরাহের দিকে দ্রুত মনোযোগ দেয় এবং এর সুফল সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি।

সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

৯১। আমাদের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের বর্তমান অবদান মোট দেশজ উৎপাদ-এর ২২ শতাংশ। আমাদের শ্রমশক্তির ৪৮ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। দেশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত

২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই।

করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কৃষি খাতের উন্নয়ন। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আগামী ২০১২ সালের মধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে চাই।

৯২। দেশজ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। এগুলো হ'ল- দক্ষিণাঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে জমির জলাবদ্ধতা নিরসন, হাওর এলাকায় পানি নিষ্কাশন করে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করা। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। বলে রাখি যে, হাওর এলাকা নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা আমরা আগামী বছরে আপনাদের সামনে হাজির করব।

কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই।

৯৩। কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মূল বাজেটে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের জন্য ভর্তুকি বাবদ ৪ হাজার ২৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সারের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষক পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে সার পৌঁছানোর জন্য সংশোধিত বাজেটে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ ১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৫ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের মূল্য গড়ে প্রায় ৩ ভাগের ১ ভাগে এসে দাড়িয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে ভর্তুকি বাবদ ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

কৃষিখাতে প্রয়োজন মোতাবেক ভর্তুকি অব্যাহত থাকবে।

৯৪। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি কর্মসূচি ও ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। এছাড়া, সারাদেশে বীজ মজুদ ভাণ্ডারসমূহের বীজ ধারণ ক্ষমতা বর্তমান পর্যায়ের ৪০ হাজার মেট্রিক টন হতে ১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার কাজও আমরা হাতে নিয়েছি।

বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়ানো হবে, বীজ সংরক্ষণ ও মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৯৫। পাশাপাশি কৃষি গবেষণার মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবন করে তা সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কৃষি গবেষণা এবং কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা খাতে আমি আগামী অর্থবছরের বাজেটে ১৮৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য যে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের

কৃষি গবেষণা ও কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দের ওপর জোর দেয়া হবে।

বাজেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা এনডাউমেন্ট ফান্ড বাবদ বরাদ্দকৃত অর্জিত আয় দ্বারা কৃষি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য ৫ হাজার ৯৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯৬। চলতি অর্থবছরে সরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের মাধ্যমে কৃষিঋণ বিতরণের মোট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল প্রায় ৯ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা। মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মোট ৬ হাজার ৯০৭ কোটি টাকা কৃষিঋণ বিতরণ করা হয়েছে – যা লক্ষ্যমাত্রার ৭৩.৬ শতাংশ।

৯৭। আগামী অর্থবছরে আমরা কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান ৯ হাজার ৩৭৯ কোটি টাকা থেকে প্রায় ৬২১ কোটি টাকা বাড়িয়ে ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করব এবং পার্বত্য জেলাসমূহে বিশেষ রেয়াতি হারে ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখব।

কৃষি ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১০ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করব।

মৎস্য ও পশুসম্পদ

মাননীয় স্পীকার

৯৮। দেশীয় প্রোটিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাছ, দুধ, মুরগি, গবাদিপশু উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন বর্তমান সরকারের একটি ঘোষিত অঙ্গীকার। মৎস্য খাতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য আমরা জাটকা নিধন প্রতিরোধ এবং দেশীয় প্রজাতির বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছি। পাশাপাশি আমরা জলমহাল ও প্লাবন ভূমিসমূহ সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসছি। মৎস্যজীবীদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানেরও আমরা ব্যবস্থা করছি।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণে আত্মনির্ভরতা অর্জন করতে চাই।

৯৯। পশুসম্পদ উন্নয়নের জন্যও আমরা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টীকা উৎপাদন ও সরবরাহ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছি। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের কারণে দৈনিক মাথাপিছু মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের প্রাপ্যতা বাড়বে। পোল্ট্রি খাতকে প্রাধান্য দেবার প্রক্রিয়া আমরা ইতোমধ্যে শুরু করেছি।

প্রোটিনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে মাথাপিছু মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের সরবরাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হবে।

১০০। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা বিল নার্সারী কর্মসূচির আওতায় মুক্ত জলাশয়ে ব্যাপক পোনা অবমুক্তির কাজ হাতে নিয়েছি। একইসাথে জোরদার করছি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত

মুক্ত জলাশয়ে ব্যাপক পোনা অবমুক্তির কাজ হাতে নিয়েছি।

সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা।

১০১। পশুসম্পদ খাতে মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২ হাজার খামারিকে প্রণোদনা সহায়তা প্রদান এবং ভেড়া ও মহিষের খামার স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসব কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আগামী অর্থবছরে মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৭১৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অপেক্ষা ১৯ শতাংশ বেশি।

পশু খামারিদের প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা হবে।

পানি সম্পদ

মাননীয় স্পীকার

১০২। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। এজন্য প্রয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে নদী শাসন, নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। সামগ্রিকভাবে পানি সম্পদের সুষম, টেকসই এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। এ জন্যে **পানি ব্যবহার আইন** প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ সংশোধন করা হচ্ছে।

পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও কাঙ্ক্ষিত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

১০৩। আমরা আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরেও ৪০ হাজার হেক্টর এলাকা বন্যামুক্ত করে ১৫ হাজার হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করব। পাশাপাশি ৪০ কিলোমিটার সেচ খাল খনন, ৬৫০ কিলোমিটার পুনঃখনন, ১৫টি সেচ কাঠামো নির্মাণ এবং ৫০টি মেরামতের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করছি, কৃষকসমাজ অচিরেই এসব উদ্যোগের সুফল ভোগ করতে শুরু করবে।

ব্যাপক এলাকা বন্যামুক্ত করে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।

১০৪। আমরা নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে দেশের ভূখণ্ড, ছোট বড় শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থাপনা রক্ষায় বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছি। বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় করার উদ্যোগও গ্রহণ করেছি। এছাড়া, উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার পূর্বাভাস ও বেসিন উন্নয়নের ব্যবস্থাও আমরা নেব।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, নদী ভাঙ্গন রোধ ও লবণাক্ততা ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

১০৫। পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নৌ-পরিবহন উন্নয়ন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ নাব্য-জলপথ নির্দিষ্ট

নৌপথের উন্নয়ন ও পানি সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের জন্য ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং-এর একটি মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম আগামী বছরেই প্রণয়ন করব।

করে নদীপথকে নিরাপদ রাখতে চায়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত করতে চায় যে, পানি নিষ্কাশন বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং জলপথের দু'পাড়ে অনবরত ভাঙ্গন রোধ করা যায়। তাই নৌ-পরিবহন ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে যৌথভাবে প্রধান নদীপথে পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখা, জলপথ খনন, লুপকাটিং, নদীর দু'পাড়ে বাঁধ নির্মাণ, নদী শাসন, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ করা – এইসব কার্যক্রম পরিকল্পনা করতে হবে। এই বিষয়ে ড্রেজিং কার্যক্রমকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। সারাদেশে নিয়মিতভাবে নদীপথের উন্নয়ন ও পানি সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের জন্য ক্যাপিটাল এবং মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং-এর একটি মধ্যমেয়াদি কার্যক্রম আগামী বছরেই প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন আমাদের লক্ষ্য। এই কর্মযজ্ঞে বেসরকারি সংস্থাকেও অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য।

১০৬। লবণাক্ততার ঝুঁকিসম্পন্ন বর্তমান ২৬ লক্ষ ৩৭ হাজার হেক্টর এলাকার মধ্যে ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার হেক্টর এলাকার লবণাক্ততা প্রতিরোধের কাজ শেষ হয়েছে। এভাবে প্রতিবছর আমরা আরও ১৭ হাজার হেক্টর এলাকা জলাবদ্ধতামুক্ত করার কর্মসূচি নিয়েছি। উপকূলীয় এলাকায় বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করে আমরা ২০ হাজার হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা নেব এবং ১১ হাজার ৫৫ হেক্টর এলাকায় ১৬ হাজার দরিদ্র পরিবার পুনর্বাসন করব।

লবণাক্ততা প্রতিরোধ, জলবদ্ধতা দূর, জমি পুনরুদ্ধার ও দরিদ্র পুনর্বাসনের কাজ এগিয়ে নেব।

১০৭। ফারাক্কা থেকে গঙ্গার প্রবাহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পানি প্রত্যাহারের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের সমীক্ষা চলছে। সমীক্ষা শেষ হলে দ্রুত ব্যারেজ নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হবে। এর ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ২৩টি নদী পুনরুজ্জীবিত হবে এবং এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরে আসবে।

সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরে আনতে গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের সমীক্ষা চলছে।

১০৮। কুষ্টিয়া জেলার **গড়াই নদী পুনঃখনন** এবং এ নদীর ওপর **শহররক্ষা বাঁধ নির্মাণের** জন্য আগামী অর্থবছরে আমরা দু'টো প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা নিয়েছি। প্রস্তাবিত প্রকল্প দু'টো বাস্তবায়িত হলে গড়াই নদীর নাব্যতা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তেমনি বর্ষাকালে নদী তীরবর্তী শহরাঞ্চলের স্থাপনাসমূহও ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে। আমরা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা অববাহিকার বিস্তীর্ণ জলরাশি নিষ্কাশনের জন্য উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ করব। একইসাথে আমরা সমগ্র দেশের জন্য ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকার বিস্তীর্ণ জলরাশি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা নেব।

ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বড় বড় নদীগুলোর নাব্যতা ও টেকসই পুনরুদ্ধারসহ নদী খননের কার্যক্রম হাতে নিতে একটি মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনাও প্রণয়ন করব।

১০৯। আমি আগামী অর্থবছরে পানি সম্পদ খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে **১** হাজার ৪৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১১০। পল্লী উন্নয়ন পল্লী-প্রধান এদেশের উন্নয়নের সমার্থক। এ কারণে পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের সার্বিক উন্নয়ন এবং তাঁদের অসাধারণ সৃজনশীলতার পরিপোষক নীতি গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা বর্তমান সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে আমরা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জোরদার করে, পল্লী অঞ্চলে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ সংরক্ষণ, গ্রামীণ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ, গ্রামীণ মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান করব। একইসাথে আমরা পল্লী ও কৃষিখাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে শিল্প ও জনশক্তি রফতানি খাতে শ্রমবাজারের নিষ্ক্রিয়তার অবসানও ঘটাতে চাই।

কৃষি ও পল্লী খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করব।

১১১। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা প্রায় **১** হাজার ২৪৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯ থেকে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য **একটি বাড়ি একটি খামার** শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ হাতে নিয়েছি। প্রকল্পটির আওতায় আমরা গ্রামাঞ্চলের ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪০০টি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট প্রায় ২৯ লক্ষ লোককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করব।

'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় ২৯ লক্ষ লোককে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দারিদ্র্য বিমোচনমূলক সেবা প্রদান করা হবে।

১১২। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল একটি বাড়িকে একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলা, গ্রাম সংগঠন সৃষ্টি করে তার মাধ্যমে সামগ্রিক গ্রাম উন্নয়ন নিশ্চিত করা, স্থানীয় সরকার ও জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহের সাথে গ্রাম সংগঠনগুলোর যোগসূত্র স্থাপন করা, উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের সেবা-সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় সম্পদের আহরণ ও তার কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ননিশ্চিত করব।

১১৩। এছাড়া, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন-এর মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কার্যকর ঋণদান কর্মসূচি, দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি **বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)** দেশে কৃষি প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য নিরসন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে কাজ করছে। দেশের ৪৭৬টি উপজেলায় বিআরডিবি-র সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫০ লক্ষের ওপর। বিআরডিবি এদেরকে ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ঋণদান ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন করব।

মাননীয় স্পীকার

১১৪। গ্রামীণ অবকাঠামো সম্প্রসারণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সর্বাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আগামী বছর গ্রামীণ জনপদে **১৩** হাজার ৭০০ কিলোমিটার রাস্তা এবং ৫৪ হাজার ২৬০ মিটার ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ করা হবে। এ বাবদ এলজিইডি'র অনুকূলে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ থাকছে **৩** হাজার ৫৭৫ কোটি **৩** লক্ষ টাকা।

২০১১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হবে।

১১৫। গ্রামীণ স্যানিটেশন ও সুপেয় পানি সরবরাহে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট সবিশেষ অবদান রাখে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারি উদ্যোগে ৬ হাজার ১১৪টি আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস নির্মিত হবে। আরও ২০ হাজার উৎসের গুণগত মান পরীক্ষা করা হবে। বর্তমানে দেশে প্রায় ৮৮ শতাংশ পরিবার স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে। এ হার আগামী বছরের মধ্যে ১০০ শতাংশের কাছাকাছি উন্নীত করার চেষ্টা থাকবে।

আর্সেনিকমুক্ত পানির উৎস নির্মিত হবে। স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবহার আগামী বছর ১০০ শতাংশের কাছাকাছি উন্নীত করা হবে।

১১৬। আগামী অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকারের জন্য অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৮ হাজার **৩২১** কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ গত অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের চেয়ে ২৪ শতাংশ বেশি। এই বরাদ্দের সিংহভাগই পল্লী উন্নয়ন খাতে ব্যবহৃত হয়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন

মাননীয় স্পীকার

১১৭। পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত ৪৮ হাজার ৭৪৫টি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭৬ লাখেরও বেশি এবং মোট বিতরণ লাইন হচ্ছে ২ লাখ ১৮ হাজার ৩৫০ কিলোমিটার। আমরা এ মুহূর্তে পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি। এ কারণে পল্লী এলাকার উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মসূচিগুলোর মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়নকে একটি অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করেছি। গ্রীড লাইন হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় এমন প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে আবাসিক সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আমরা পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে আমাদের সামষ্টিক রূপকল্প অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার মনে করি এবং এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে চাই।

পল্লী বিদ্যুতায়ন সামষ্টিক রূপকল্প অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার।

খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পীকার

১১৮। খাদ্য মানুষের প্রধানতম মৌলিক অধিকার। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তম্মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ হতদরিদ্র। দেশের এ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে, যুগোপযোগী খাদ্যনীতি প্রণয়ন, খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা ৭৩ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে **ন্যাশনাল ফুড পলিসি ক্যাপাসিটি স্ট্রেংদেনিং প্রোগ্রাম** হাতে নিয়েছি। এই প্রোগ্রামের আওতায় ইতোমধ্যে খাদ্য নীতিমালা প্রণয়ন করে কর্মপরিকল্পনা তৈরির কাজ সম্পন্ন করেছি। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট ১১টি মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে এ কর্মপরিকল্পনা পরিবীক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

১১৯। সরকারের খাদ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা মজুদের ব্যবস্থা করা। দুস্থ জনগোষ্ঠীর কাছে সহনীয় মূল্যে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেয়া এবং কৃষকের খাদ্যশস্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে আমরা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাসায়নিক সারে পর্যাপ্ত ভর্তুকি দিয়েছি। উৎপাদনে কৃষককে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ন্যায্যমূল্যে বোরো সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ২০০৯-১০ অর্থবছরে আমরা

খাদ্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে।

অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন – যা বিগত ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। বিগত দুই দশকের বেশি সময় ধরে খাদ্যগুদামের রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণের কার্যক্রমে অবহেলার ফলে মজুদের ধারণক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে আমরা মনে করি। সেই উদ্দেশ্যে আমরা খাদ্য মজুদ, খাদ্য সংগ্রহ ও খাদ্য বিতরণ নিয়ে একটি সমন্বিত কার্যক্রম প্রণয়ন এবং খাদ্যগুদামের সম্প্রসারণে হাত দিতে চাই।

১২০। মজুদের পাশাপাশি বিতরণ কার্যক্রমেও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে দরিদ্র মানুষের ক্ষুধা নিবারণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য **টেস্ট রিলিফ (টিআর)** খাতে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন, **ভিজিএফ খাতে** ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন, **কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) খাতে** ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন এবং ভিজিডি খাতে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। **দুর্যোগকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার** জন্য ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য মজুদ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা থাকবে।

খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর কলেবর বৃদ্ধি করা হবে।

১২১। দেশের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন কৌশলগত স্থানে অতিরিক্ত ১ লক্ষ ১০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ১৩৭টি এবং সারাদেশে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার ৩৩৩টি নতুন খাদ্যগুদাম নির্মাণ করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত গুদামগুলোর মেরামতও একইসাথে অব্যাহত থাকবে। খাদ্যশস্যের মানসম্পন্ন ও নিরাপদ মজুদ নিশ্চিত করতে মজুদ ধারণক্ষমতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

মাননীয় স্পীকার

১২২। আমাদের উন্নয়ন প্রয়াস বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির দ্বারা দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত। আমরা জানতাম উভয় খাতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে একটি বড় ফারাক ছিল। কিন্তু তখনও জানতাম না যে, এক্ষেত্রে সমস্যা কেবল গ্যাস সরবরাহ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্যাস ও বিদ্যুৎ সঞ্চালনেও একই অবস্থা বিরাজমান ছিল। কেবল নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধানেই আমরা পিছিয়ে ছিলাম না, বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ছিল সীমাহীন অবহেলা। এ কারণে আমরা এখন গ্যাস ও ডিজেল দ্বারা চালিত অনেক ব্যয়বহুল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনে বাধ্য হচ্ছি। সুতরাং বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে সচল ও

বিরাজমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় একটি সঠিক পরিকল্পনা একান্ত জরুরি।

সুবিন্যস্ত করা, গ্যাস ও অন্যান্য উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি করা, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ সুবিধা জোরদার করা, চাহিদার নিরিখে গ্যাস সরবরাহ সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, কয়লানীতি এবং এক্ষেত্রে একটি দীর্ঘমেয়াদি সেক্টরাল মাস্টার প্লান চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে একটি সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত জরুরি।

১২৩। সকলেই একমত যে, আমাদের শিল্পায়নসহ সার্বিক উন্নয়নে প্রধানতম অন্তরায় বিদ্যুৎ ঘাটতি। আমরা এ অন্তরায় দূর করতে বদ্ধপরিকর। দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৫ শতাংশ বর্তমানে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় রয়েছে। বর্তমানে আমাদের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ হচ্ছে ১৭২ কিলোওয়াট ঘন্টা – যা শ্রীলংকায় ৩২৫, পাকিস্তানে ৪০৮ এবং ভারতে ৬৬৫ কিলোওয়াট ঘন্টা।

সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের হার অনেক কম।

১২৪। বর্তমানে আমাদের গড় বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে বিদ্যমান বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ হতে প্রায় ৩৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ২০০০০ মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করতে চাই। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে যে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ আবশ্যক তা সরকারের একার পক্ষে যোগান দেয়া সম্ভব নয়। তাই, আমরা বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততাসহ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছি। ২০১১ সাল নাগাদ বিদ্যুতের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে সক্ষম এমন একটি অবস্থানে পৌঁছাতে চাই আমরা।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করতে চাই।

১২৫। ২০০৮-এর কয়েক মাসে ৩০৭ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন বেসরকারি খাতে শুরু হয়েছে। ২০০৯ সালে সরকারি খাতে ৪টি প্রকল্পে ৫০০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ১১টি প্রকল্পে ৪৪০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। ৪৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিবিয়ানা বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মাণে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। আমরা আশা করি যে, পরিকল্পনা মোতাবেক এগুতে পারলে সরকারি খাতে ১৩টি প্রকল্পে ২০১৩ সালের মধ্যে আরও ২ হাজার ৮১০ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে বিবিয়ানাসহ ৩টি প্রকল্পে ১ হাজার ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। তাছাড়া, স্বল্পমেয়াদে সঙ্কট নিরসনকল্পে প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানির লক্ষ্যে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।

২০১৩ নাগাদ প্রায় ৫ হাজার মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে।

১২৬। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি এর ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত বিদ্যুতের

সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারের মাধ্যমে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা হবে।

সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বেশকিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত কৃষি ও সেচ মৌসুমে লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রায় ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হয়। সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচ পাম্পসমূহে সরবরাহের কারণে এ বছর ধানের বাম্পার ফলন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারের লক্ষ্যে ১০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে প্রায় ৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

১২৭। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরের উৎপাদিত বর্ধিত বিদ্যুৎ চাহিদা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ জন্য ৮৩৭ কিলোমিটার নতুন সঞ্চালন লাইন, ১৭টি উপকেন্দ্র এবং ১৫ হাজার কিলোমিটার-এরও বেশি বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হবে।

উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য অতিরিক্ত সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন স্থাপন করা হবে।

১২৮। পল্লীবিদ্যুৎ সম্বন্ধে ইতোমধ্যেই আমি আমার বক্তব্য প্রদান করেছি। আমাদের বিবেচনায় পল্লীবিদ্যুতের উন্নয়ন বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সবচেয়ে বিনিশ্চায়ক ভূমিকা পালন করে।

১২৯। আণবিক দুর্ঘটনা নিয়ে ভয় থাকলেও পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদন একেবারে পরিহার করা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। এই বিষয়ে আমরা প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু করেছি। তবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কবে নাগাদ শুরু হবে তা এখনও নিশ্চিতভাবে বলা অসমীচীন হবে। জাতীয় গ্রীডে ১ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সরকারি অর্থায়নে **রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ** প্রকল্প বর্তমানে বিবেচনা করা হচ্ছে।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়েও বিবেচনা করা হচ্ছে।

১৩০। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনার মাধ্যমে আমরা সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন কার্যক্রমকে উৎসাহিত করছি। এছাড়া, ক্ষুদ্র পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগও আমরা নিয়েছি। সোলার বিদ্যুৎ ও জৈব বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ প্রকল্প এতদিন মোটামুটিভাবে গ্রামীণ অর্থনীতির জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। এই কার্যক্রম বহাল রেখে ঘন বসতিপূর্ণ শহর, নগর ও মহানগর এলাকায় এইসব প্রযুক্তিকে ব্যবহারের জন্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সম্ভাব্য সকল উৎসই ব্যবহার করা হবে।

১৩১। গ্যাসের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহারকে গুরুত্বের সাথে ভাবতে হবে। পরিবেশসম্মত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। প্রয়োজনে কয়লা আমদানি করেও তা বাস্তবায়ন

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করব।

করা হবে।

১৩২। গ্যাসের বর্তমান উৎপাদন ২০০৯ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দৈনিক ১ হাজার ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফ) ছিল। মার্চ পর্যন্ত আরও ১১৫ এমএমসিএফ তাতে যোগ দেয়া সম্ভব হয়েছে। মোট উৎপাদনের মধ্যে ৯৭০ এমএমসিএফ আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি উৎপাদন করে। আগামী ৯ মাসে আরও ১০০ এমএমসিএফ উৎপাদন করা সম্ভব। ২০০৯-১১ সময়ে ৫টি উন্নয়ন কূপ, ৪টি ওয়ার্কওভার কূপ এবং ৪টি উৎপাদন কূপ খননের পরিকল্পনা আছে এবং তাতে ২০১০-১১ সময়ে প্রায় ২০৮ এমএফসিএফ উৎপাদন করা যাবে। অতি সত্বর সমুদ্র উপকূলে গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করা হবে। গ্যাসের অভাব পূরণের জন্য এখন যেসব বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নেয়া হবে সেগুলো গ্যাস ও ডিজেলচালিত প্লান্ট হবে। বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে গ্যাস সরবরাহের জন্য জরুরি ভিত্তিতে পাইপ লাইন স্থাপন করতে হবে।

অতি সত্বর সমুদ্র উপকূলে গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

১৩৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নে জ্বালানির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সাথে জ্বালানির চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের বাণিজ্যিক জ্বালানি চাহিদার প্রায় ৭৩ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মেটানো হচ্ছে। শিল্প, বিদ্যুৎ, বাণিজ্য ও রান্নার জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা সর্বাধিক। তাছাড়া, সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবেও এই গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে উৎপাদিত গ্যাসের ৪২ শতাংশ বিদ্যুৎ ও ১৫ শতাংশ সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশের প্রায় ৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

দেশের ৮৫ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।

১৩৪। দেশে গ্যাসের মজুদ ক্রমান্বয়ে কমে আসছে। বর্তমানে গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ ৭.৩ টিসিএফ এবং সম্ভাব্য মজুদ ৫.৫ টিসিএফ। নতুন আর কোন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হলে ২০১১ সাল হতে চাহিদার অনুপাতে গ্যাসের সরবরাহ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে শুরু করবে। তাই গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনশোর এবং অফশোর গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু করতে হবে। আবিষ্কৃত ক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের প্রকৃত মজুদ নিরূপণ ও সম্ভাব্য মজুদকে প্রমাণিত মজুদে রূপান্তরের লক্ষ্যে আমরা কয়েকটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই, ভোলার শাহবাজপুর গ্যাস ক্ষেত্রে দু'টি উৎপাদন কূপ খননের মাধ্যমে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ গ্যাস ভোলায় নির্মিতব্য ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্লান্টে সরবরাহ করা

বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন বিবেচনায় রয়েছে।

হবে। তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে বাপেক্স-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে **গ্যাস উন্নয়ন তহবিল** গঠন সরকারের বিবেচনায় আছে।

১৩৫। অধিক গভীরতায় প্রাপ্ত কয়লার সফল ব্যবহার নিশ্চিত করতে গবেষণা জোরদার করা হয়েছে। নতুন করে যুগোপযোগী জ্বালানি ও কয়লা নীতি প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত হয়ে এসেছে।

যুগোপযোগী জ্বালানি ও কয়লা নীতি চূড়ান্ত হয়ে এসেছে।

১৩৬। সময়ের প্রয়োজনে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি প্রযুক্তির আমদানির বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তঃদেশীয় পাইপ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে আমরা গ্যাস আমদানির উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশের একমাত্র তৈল শোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি পরিশোধন ক্ষমতা তিনগুণ বৃদ্ধির প্রাথমিক কাজ শুরু করেছি।

প্রয়োজনে গ্যাস ও কয়লা আমদানি করে জ্বালানি চাহিদা মেটানো হবে।

১৩৭। যানবাহনে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি হিসেবে সিএনজি'র ব্যবহার ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। পেট্রোল ও অকটেনচালিত ছোট যানবাহনের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ডিজেল চালিত বাস ও ট্রাক এখন সিএনজি'তে পরিচালিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে পূর্বে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা অব্যাহত থাকবে। রান্নার জ্বালানি হিসেবে এলপি গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি ও এর মূল্য সাধারণের ক্রয়সীমার মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্যে আমরা এর মূল্য ১৫ শতাংশ হ্রাস করেছি।

সিএজি ও এলপি গ্যাসের ওপর প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা অব্যাহত থাকবে।

১৩৮। আমি আগামী অর্থবছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে ৪ হাজার ৩১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ৪৮ শতাংশ বেশি।

শিল্পায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৩৯। শিল্প খাত নিয়ে আলোচনার শুরুতেই আমি উল্লেখ করতে চাই যে, জাতীয় আয়ে শিল্পের বর্তমান অবদান ২৮ শতাংশ। ২০২১ সালের মধ্যে সেটাকে আমরা ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। এখাতে শ্রমশক্তি নিয়োজনকে ১৬ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, কেবল শিল্পখাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমেই দেশের বিপুল বেকার জনশক্তির কর্মসংস্থান সম্ভব। এ কারণে আমরা আমাদের বিদ্যমান শিল্পনীতি পর্যালোচনা করে নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছি। এ শিল্পনীতিতে

নতুন শিল্পনীতিতে আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রতিফলিত হবে।

আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার প্রতিফলিত হবে। আমাদের শিল্প প্রবৃদ্ধিতে জনগণের উদ্ভাবনী শক্তি মুখ্য অবদান রাখবে।

১৪০। শিল্পায়নের কৌশল হিসেবে কৃষি ও শ্রমঘন শিল্পের উৎপাদনশীল বিকাশকে আমরা অগ্রাধিকার দেব। এক্ষেত্রে যেসব শিল্প প্রাধান্য পাবে তা হ'ল – কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, পোশাক ও নীটওয়্যার এবং এর সাথে সম্পর্কিত শিল্প, চামড়া পণ্য, খেলনা, আসবাবপত্র, ভোক্তার ব্যবহার্য সামগ্রী, ওষুধ, জাহাজ নির্মাণ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে টেকসই প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং তথ্য-প্রযুক্তিকেন্দ্রিক শিল্প বিকাশের নীতি ও পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করব। আমরা আশা করি, এভাবে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে শিল্পায়নের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা সম্ভব হবে।

কৃষি ও শ্রমঘন শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৪১। এ জন্য দেশে অধিকতর দেশি-বিদেশি ও প্রবাসী বাঙালিদের বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। পর্যটন খাতের বিকাশ, জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের রেমিট্যান্স-এর উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে। ব্যক্তিখাতে সুস্থ প্রতিযোগিতা-মূলক এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগই হবে অর্থনীতির প্রাণশক্তি। শ্রম-উদ্বৃত্ত দেশে সামগ্রিক উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম ভিত্তি হবে ক্ষুদ্র-মাঝারি উদ্যোগ, কুটির শিল্প, স্ব-কর্মসংস্থান ও স্বপ্রণোদিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এসব কর্মকাণ্ড বিকাশে সবরকম রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা-সহায়তা দেয়া হবে।

ব্যক্তিখাতের সুস্থ বিকাশই হবে অর্থনীতির প্রাণশক্তি।

১৪২। শিল্প স্থাপন ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও পদ্ধতি সহজ, সরল ও দীর্ঘসূত্রিতামুক্ত করা হবে। বিনিয়োগ বোর্ডসহ সকল ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা আনা হবে। ওয়ান স্টপ (one stop) সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়া হবে। বাংলাদেশে cost of doing business এখনও অত্যন্ত বেশি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠিত বাংলাদেশ বিজনেস ফোরাম এই বিষয়টির দিকে বিশেষভাবে নজর দিচেছ। এই ফোরামের পুনর্গঠন অতি দ্রুত সম্পন্ন করে একে কার্যকরী করা হবে। আমরা মনে করি ব্যক্তিমালিকানা খাতের সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ দেশের উন্নয়নে অত্যন্ত বিনিশ্চায়ক ভূমিকা রাখে। তবে আমাদের ব্যক্তিমালিকানা খাত অনেক সময় অতিরিক্তভাবে সরকার মুখাপেক্ষী। আমাদের রুগ্নশিল্পের বহর বৃহৎ এবং শিল্পে বহুমুখিতা ও বিভিন্নতা সব সময় যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা পায় না। গতিশীল শিল্পখাতে দেউলিয়াপনা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই প্রক্রিয়া আমাদের দেশে অনুপস্থিত। ব্যক্তিমালিকানা খাতের

বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন-কানুন সহজ-সরল করা হবে।

আমাদের ব্যক্তিমালিকানা খাত অনেক সময় অতিরিক্তভাবে সরকার মুখাপেক্ষী। এটার পরিবর্তন দাবি করব।

প্রসারের জন্য সব রকম সুযোগ সুবিধার বিবরণ আমি পেশ করব। কিন্তু, শিল্পায়নের সনাতনী সরকার-নির্ভরশীল কালচারের পরিবর্তন আমরা দাবি করব।

১৪৩। বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি প্রমাণ করে যে, সচেতন সরকারি হস্তক্ষেপহীন মুক্তবাজার অর্থনীতি টেকসই নয়। তাই শিল্প-বাণিজ্যে সরকার নিবিড় পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করবে এবং প্রয়োজনে সংকট মোকাবেলায় ভূমিকা রাখবে। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান যাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে, সেই লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কেইস-টু-কেইস ভিত্তিতে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করেছে। বেসরকারি খাতের উন্নয়ন ও প্রসার আমরা চাই। তবে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কর্মসংস্থান সৃজনে বর্তমান সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে এবং আগামী বছরের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার আবহ বিবেচনায় রেখে আগামী বছর কোন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে বিরাষ্ট্রীয়করণ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমি এও উল্লেখ করতে চাই যে, সম্ভাব্য কর্মচ্যুত শ্রমিকদের জন্য বিকল্প কোন ব্যবস্থা না করে আমরা কোন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ ঘোষণা করব না।

> *শ্রমিকদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করে আমরা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করব না।*

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

মাননীয় স্পীকার

১৪৪। আমরা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন চাই। কারণ, দেশীয় মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ রফতানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। পল্লী অর্থনীতির খামার-বহির্ভূত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অনেকাংশে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয়ভিত্তিক হলেও বর্তমানে ব্যাংক ও ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। আমরা পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করব।

> *পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ করব।*

১৪৫। এ উদ্যোগকে আরো গতিশীল ও উৎসাহিত করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের জন্য ১ হাজার কোটি টাকার ৩টি তহবিল গঠন করেছে। ইতোমধ্যে ১৯টি ব্যাংক ও ২৩টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে অংশগ্রহণ চুক্তির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করছে। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং শিল্পঋণ

> *এসএমই খাতকে তিনটি তহবিলের মাধ্যমে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা দেয়া অব্যাহত থাকবে।*

সংস্থা এই দু'টি প্রতিষ্ঠানকে একত্র করে শিল্পোন্নয়নের জন্য নিবেদিত একটি বিনিয়োগ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আগামী বছরেই বাস্তবায়িত হবে।

১৪৬। এ খাতকে আরো গতিশীল ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই সার্ভিস সেন্টার খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ সংক্রান্ত একটি নীতিমালা ঘোষণা করেছে। মহিলা উদ্যোক্তাগণ এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন। এ খাতে মোট বরাদ্দের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে রাখা হবে এবং তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুদের হার হলো ১০ শতাংশ।

ঋণ প্রদানে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

যোগাযোগ খাত

সড়ক ও সেতু

মাননীয় স্পীকার

১৪৭। আমাদের দেশে ভৌত অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও যুগের চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়নি। সড়ক, রেলপথ, জলপথ ও আকাশপথের সমন্বয়ে আমাদের দেশে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তা যেমন সমন্বিত নয়, তেমনি তা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সড়কপথ যেভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে সেভাবে রেলপথ কিংবা নৌপথের কোন উন্নয়ন হয়নি। এ অসামঞ্জস্য দূর করার লক্ষ্যে সরকার একটি Integrated Multi Modal Transport Policy (IMTP) প্রণয়ন করছে। এ নীতি বাস্তবায়িত হলে বিদ্যমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় সবক'টি মাধ্যম সুসমন্বিতভাবে গড়ে উঠবে।

সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

১৪৮। যোগাযোগ খাতের উন্নয়নের জন্য সম্পদ সমাবেশ ও বাস্তবায়নে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। আমি ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) ধারণার আওতায় পরিবহন, সড়ক নির্মাণ, গৃহায়ণ, বন্দর উন্নয়ন ও নির্মাণে বেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার নীতি এবং কৌশল ব্যাখ্যা করেছি।

যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ওপর জোর দেয়া হবে।

১৪৯। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাওয়ায় পদ্মা সেতু এবং কর্ণফুলীতে ঝুলন্ত সেতু নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেনবিশিষ্ট এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজও দ্রুত এগিয়ে চলছে।

পদ্মা সেতুর নির্মাণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।

১৫০। দেশের সকল ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রোথ সেন্টার, হাট-বাজার, স্কুল-কলেজ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ঘিরে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রতিটি ইউনিয়নকে উপজেলা সদরের সঙ্গে এবং উপজেলা গুলোকে জেলা সদরের সঙ্গে পাকা সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করতে চাই।

প্রতিটি গ্রোথ সেন্টারকে জেলা সদরের সাথে সংযুক্ত করতে চাই।

১৫১। সরকার Strategic Transport Plan (STP) অনুমোদন করেছে। রাজধানী ঢাকাকে যানজটমুক্ত করতে elevated expressway ও তেজগাঁও হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত টানেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প বিবেচনাধীন রয়েছে। ঢাকা ইস্টার্ন বাইপাস সড়ক নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

রাজধানীতে পরিবেশবান্ধব নগর পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই।

১৫২। আমরা ঢাকাসহ বাংলাদেশের সবক'টি মহানগরীর ক্রমবর্ধমান পরিবহন যানজট, পানি, পয়ঃনালা ও পরিবেশ সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে চাই।

ঢাকাসহ সবক'টি মহানগরীর সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে চাই।

রেলপথ

মাননীয় স্পীকার

১৫৩। গণপরিবহন হিসেবে রেলওয়ে সাশ্রয়ী ও নিরাপদ। কিন্তু দীর্ঘকাল রেলপরিবহন খাতকে গুরুত্ব কম দেয়ায় এ খাতটি ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে প্রায় ৩ হাজার ৬০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গুরুত্ব কম দেয়ায় রেলওয়ে খাত ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

১৫৪। ২০১৪ সনে সমাপ্য এ প্রকল্পের মাধ্যমে সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি সরকারি মালিকানাধীন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে। পাতাল রেল নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

বিরাজমান সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ রেলওয়েকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে।

১৫৫। রেলপরিবহন খাতের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য ২০ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি **রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান** প্রণয়ন করা হচ্ছে।

১৫৬। রেল পরিবহন ব্যবস্থাকে বৈদ্যুতিকীকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথ দু'লাইনে উন্নীতকরণ, রেলস্টেশনের সংখ্যা কমিয়ে দূরপাল্লার যাতায়াতের জন্য রেলপথকে ঢেলে সাজানো, যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেলপথ সম্প্রসারণ এবং রাজধানীর ওপর জনসংখ্যার চাপ কমাতে ঢাকার চারপাশে সার্কুলার রেল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ বিবেচনাধীন রয়েছে।

দূরপাল্লার যাতায়াতের জন্য রেলপথকে ঢেলে সাজানো হবে।

১৫৭। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের রেলপথকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও পরিবহনের জন্য উন্মুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। রেলওয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইত্যবসরে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়েতে যুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আমাদের নতুন নীতি অনুযায়ী যে কোন রেলপথের উন্নয়ন বা পরিবর্তন কার্যক্রমে এখন থেকে দু'টি গ্যাজে ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে ট্রান্স-এশিয়ান রেলওয়ের সাথে যুক্ত হবে।

১৫৮। আগামী অর্থবছরে সড়ক ও রেলপথ এবং সেতু বিভাগের অনুকূলে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে মোট ৬ হাজার ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৩৪ শতাংশ বেশি।

নৌ পরিবহন

মাননীয় স্পীকার

১৫৯। বাংলাদেশের মত নদীমাতৃক দেশে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথের গুরুত্ব অপরিসীম। নৌ-দুর্ঘটনা হ্রাস ও নৌপথে অধিকতর নিয়ন্ত্রণে **নৌ-নিরাপত্তা ব্যবস্থা** জোরদার করা হচ্ছে। বিভিন্ন নদী চ্যানেলে নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ড্রেজিং কার্যক্রমে অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। নৌপথের নাব্যতা বৃদ্ধি, নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন এবং নদীপথকে নিরাপদ করতে সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্বন্ধে সমন্বিত কার্যক্রমের কথা বলতে গিয়ে আমি ইতোমধ্যে আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছি।

নৌপথকে নিরাপদ ও নাব্য রাখার ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

১৬০। রাজধানী ঢাকার জনপরিবহন সমস্যার সমাধান ও যানজটমুক্ত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত ঢাকা শহরের চারদিকে বৃত্তাকার নদীপথ চালুকরণ প্রকল্পকে শক্তিশালী ও কার্যকরী করার ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব।

১৬১। চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য Supply, Operate and Transfer (SOT) ভিত্তিতে নিউমুরিং কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজ দ্রুততর করা হচ্ছে।

গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজ দ্রুততর করা হচ্ছে।

১৬২। মংলা বন্দরের জন্য কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ক্যাপিটাল ড্রেজিং-এর প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মংলা বন্দরের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে আমরা অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ মাল্টিপারপাস জেটি নির্মাণ ও পশুর নদী এবং পোতাশ্রয় এলাকায় খনন কাজের পরিকল্পনা নিয়েছি। মংলা বন্দরের ২টি অসম্পূর্ণ জেটি দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

মংলা বন্দরকে অধিকতর কার্যকর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৬৩। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে ১৩টি স্থলবন্দরের মধ্যে বেনাপোল স্থলবন্দর সরকারের ব্যবস্থাপনায় রেখে বাকি ১২টি স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে উন্নয়ন ও পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

স্থলবন্দরগুলোকে BOT এর আওতায় উন্নয়ন করা হবে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ

মাননীয় স্পীকার

১৬৪। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সুবিধাদি গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে ইন্টারনেট সংযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ জনগণের জন্য নিশ্চিত করতে হবে। টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতা বাড়িয়ে এবং সেবার মূল্য কমিয়ে তা কম সুবিধাভোগী জনগণের আওতার মধ্যে আনা হবে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে আমরা সব উপজেলাকে ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি।

ক্রমান্বয়ে ইন্টারনেটের সুবিধা গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হবে।

১৬৫। ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে বাংলাদেশের সংযোগ নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে দ্বিতীয় সাব-মেরিন ক্যাবলের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি।

১৬৬। উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টারে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ অনেকাংশে সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজ আগামী এক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। দেশব্যাপী ইন্টারনেট সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য ফাইবার সংযোগ

দেশব্যাপী ফাইবার সংযোগ স্থাপনের কাজ আগামী বছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে।

স্থাপনের কাজ আগামী এক বছরের মধ্যে সমাপ্ত হবে। একইসাথে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরসহ অন্যান্য ২৩টি জেলা শহরকে অন্তর্ভুক্ত করে Access Network তৈরি হবে।

১৬৭। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, দেশের টেলিডেনসিটি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে গত বছরের প্রতি ১০০ জনে ২৮ জন হতে বর্তমান বছরে ৩২ জনে উন্নীত হয়েছে এবং দেশের বর্তমান ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ডেনসিটি গত বছরের প্রতি ১০০ জনে ৩ জন হতে এ বছরে ৪ জনে দাঁড়িয়েছে।

১৬৮। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (BTTB)-কে বিলুপ্ত ঘোষণা করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (BTCL) নামে শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি-তে রূপান্তর করা হয়েছে। গঠন করা হয়েছে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (BSCCL)। এতে টেলিযোগাযোগ খাতের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

তার ও টেলিযোগাযোগ কাঠামোকে দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন

মাননীয় স্পীকার

১৬৯। বাংলাদেশ বিমানকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ বিমান ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট ১০টি নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য মার্কিন বোয়িং কোম্পানির সাথে ইতোমধ্যে ২০০৮ সালে চুক্তি করেছে। উড়োজাহাজ ক্রয় ও লীজ গ্রহণ সুবিধাজনক করা ও এসবের ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কেপটাউন কনভেনশন স্বাক্ষর করেছে, যা এপ্রিল, ২০০৯ হতে কার্যকর হয়েছে। অন্তর্বর্তী সময়ে বিমান এর সার্ভিস পরিচালনার জন্য ৭৭৭ ও ৭৩৭ মডেলের উড়োজাহাজ লীজ ভিত্তিতে সংগ্রহ করে বিমান বহরে সংযোজন করেছে।

উড়োজাহাজ সংগ্রহের ব্যয় ও সময়সীমা কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৭০। বিমানের মানবসম্পদকে যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা, তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নীত করা এবং তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার প্রতি আমরা সবিশেষ নজর দেব। বিমানে বিশৃঙ্খলা ও দায়হীনতার একটি কালচার আমাদের ভাবমূর্তির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে বিমান পরিচালনাকে আকর্ষণীয় ও লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বিমানের সঙ্গে বিদেশি কোন দক্ষ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা বা যৌথ উদ্যোগ গ্রহণও আমাদের বিবেচনায় আছে।

বিমানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে আমরা সবিশেষ নজর দিব।

১৭১। বাংলাদেশ বিমান International Air Transport Association (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) সনদ, ২০০৮ অর্জন করেছে। গ্রাহকসেবা উন্নীত করার লক্ষ্যে বিমানের হ্যান্ডলিং বিভাগকে সাবসিডিয়ারিতে রূপান্তর করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে বিমানে ভ্রমণ এবং বিমানে মাল পরিবহনকে ই-বাণিজ্যের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

আবাসন

মাননীয় স্পীকার

১৭২। আমরা আমাদের রূপকল্পে ২০২১ সাল নাগাদ সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করার সংকল্প ব্যক্ত করেছি। আমরা বলেছি প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলায় **গ্রোথ সেন্টার**কেন্দ্রিক পল্লীনিবাস ও শহরাঞ্চলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ আবাসন গড়ে তোলা হবে। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আগামী তিন অর্থবছরে ২২ হাজার ৮০০টি প্লট উন্নয়ন ও ২৬ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

১৭৩। বাংলাদেশের জনবসতির ঘনত্ব বিবেচনা করে সারাদেশে জমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। আবাসনের লক্ষ্য হবে অন্যান্য ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত জমি ছেড়ে দেবার লক্ষ্যে ইউনিয়ন সেন্টার, গ্রোথ সেন্টার, বর্ধিষ্ণু গ্রাম, মফস্বল শহর এবং মহানগরের শহরতলীতে জনবসতি কেন্দ্র বা টাউনশীপ গড়ে তোলা । এইসব জনবসতি কেন্দ্র বা টাউনশীপের জন্য শুধু এলাকা নির্ধারণ করে সেইসব এলাকায় ব্যক্তি উদ্যোগকে আকর্ষণের জন্যই বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য প্রণোদনা প্রদানের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।

সীমিত জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য পরিকল্পিত জনবসতি কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে।

১৭৪। জাতীয় গৃহায়ণ নীতি, ১৯৯৯ সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের গৃহায়ণ ও নির্মাণ কার্যক্রমকে নিরাপদ, টেকসই ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সালে প্রণীত Bangladesh National Building Code (BNBC)-এর সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

Building Code-এর সংস্কারের কাজে হাত দেয়া হয়েছে।

১৭৫। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন সংস্থান এবং শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য **সেল্টার হোম** নির্মাণের

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন সংস্থান করা হবে।

পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাবে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১৭৬। মানবসম্পদ উন্নয়ন আমাদের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেদিকে লক্ষ্য রেখে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্যকে প্রধান খাত হিসেবে চিহ্নিত করে এ দু'টো খাতকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। এ প্রেক্ষিতে আমি আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে শিক্ষা ও প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য খাতে ২১ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি – যা মোট বাজেটের প্রায় ১৯ শতাংশ এবং চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বরাদ্দ অপেক্ষা ১৪ শতাংশ বেশি।

মানবসম্পদ খাতকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা

১৭৭। শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের মৌলিক অধিকার, তেমনি অন্যদিকে তা এক সামাজিক পুঁজি। মানুষের চয়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে দেয়। এ মানব পুঁজির যথাযথ বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্তি দেশের সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে গতি সঞ্চার করবে। এ জন্য শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

একক খাত হিসেবে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

১৭৮। শিক্ষাব্যবস্থাকে কর্মমুখী এবং আধুনিকীকরণে ইতোমধ্যে ডঃ কুদরত-ই-খুদা কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য একটি **বিশেষজ্ঞ কমিটি** গঠন করা হয়েছে। শিগগিরই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে নতুন শিক্ষানীতি চালু করা হবে।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৭৯। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন পদক্ষেপগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে- পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা, ছাত্রী উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা, ছাত্র উপবৃত্তি চালু করা, সেশনজট কমানো, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি।

বিজ্ঞান ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

১৮০। শিক্ষার সকল স্তরে সকলের সমান প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি, গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য দূরীকরণ এবং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য। বিগত বছরগুলোতে দেশে শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হলেও শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে তেমন কোন ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ সত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ অর্জনের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি।

শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ অর্জনে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হবে।

১৮১। চলতি অর্থবছর হতে প্রায় ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত করে নির্বাচিত ৩০৬টি উপজেলায় একটি করে মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। আমরা প্রতিটি এলাকার প্রাপ্যতা অনুযায়ী মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে চাই। করতে চাই আঞ্চলিক সমতা বিধান।

এলাকার প্রাপ্যতা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

১৮২। আমরা ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে চাই। রোধ করতে চাই, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া। ২০১৭ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে আমরা আগামী ২০১১-১২ অর্থবছরের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ৫০ থেকে ১ঃ৪০-এ কমিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। আগামী বছর থেকে আমাদের লক্ষ্য হবে স্বল্পতম সময়ে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ৫ জন শিক্ষককে নিযুক্ত করা।

২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ১০০ ভাগ ভর্তি নিশ্চিত করতে চাই।

১৮৩। সনাতনী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তিন ধরনের বিদ্যালয় রয়েছে – সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে গতি সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যথাযথ যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের সমপরিমাণ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের ১০০ শতাংশ অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

১৮৪। প্রাথমিক স্তরে ২০০৯ সালে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। আগামীতে ১০০ ভাগ নতুন পাঠ্যপুস্তক দেয়া হবে। বন্যা ও নদীগর্ভে বিলীন ৩৭০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১

বিনামূল্যে বই বিতরণ, বিদ্যালয় নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও উপবৃত্তি প্রদান - এসব কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বর্তমানে বছরে ৪৮.২৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। আগামীতে আমরা এ সংখ্যা ৭৯ লক্ষে উন্নীত করব।

১৮৫। মঙ্গা ও বস্তি এলাকা এবং নদীভাঙ্গন ও ঘূর্ণিঝড়প্রবল এলাকায় উপবৃত্তির সুবিধাভোগীর হার মোট ছাত্রসংখ্যার ৪০ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ১০০ শতাংশে উন্নীত করব। চালু করব বাছাইকৃত অতি দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পাঠ্যক্রমে বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্রম পরিমার্জিত ও যুগোপযোগী করব।

দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করা হবে।

১৮৬। ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি আগামী অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়েও বিনামূল্যে বই বিতরণের জন্য ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। আমি আশা করব, বিত্তশালী এবং নগরবাসী সুবিধাভোগী অভিভাবকবৃন্দ বিনামূল্যে পুস্তক নেবার প্রবৃত্তি হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরত থাকবেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি সহায়তাকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সাফল্যের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। আমরা বিজ্ঞান শিক্ষা বিকাশের জন্য শিক্ষক নিয়োগ এবং ল্যাবরেটরীর সুযোগ মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি বিদ্যালয়ে কার্যকরী করার জন্য একটি মধ্যমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

মাধ্যমিক পর্যায়েও বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হবে।

১৮৭। যোগ্যতাসম্পন্ন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে শিক্ষক নিয়োগ কাঠামো কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকদের এমপিও বাবদ আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছর ৩ হাজার ৯০৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ বরাদ্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব বাজেটের ৬২ শতাংশ। এছাড়া আমি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন এমপিও বাবদ আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছর ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করছি যে, সমগ্র এমপিওভুক্তি ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করে অনেক অলীক বিদ্যালয়ে (শিক্ষকবিহীন অথবা ছাত্রবিহীন বিদ্যালয়) এবং বিত্তশালী এলাকার বিদ্যালয়ে এই সুযোগটি পুনর্বিবেচনা করা হবে এবং নতুন এমপিওভুক্তি বিবেচনা করতে নির্দিষ্ট মাপকাঠি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে।

নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হবে।

১৮৮। বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ৩-৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় অধ্যয়ন করে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে যুবশক্তিকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ সমাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স

কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর জোর দেয়া হবে।

চালুর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে কারিগরি শিক্ষাখাতে বরাদ্দ ৫৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধি করে আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরে ৩২২ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

১৮৯। আমরা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। Private Public Partnership-এর আওতায় এগুলো প্রতিষ্ঠার সুযোগ পরীক্ষা করে দেখা হবে। তরুণ-তরুণীদের জন্য দেশি-বিদেশি চাকরি বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারিগরি ট্রেড কোর্স চালুর ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

প্রতিটি উপজেলায় কারিগরি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১৯০। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন ও প্রসারে বর্তমান সরকার অত্যন্ত সচেতন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়নে চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন ৯টি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে। উচ্চশিক্ষায় আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে যশোর, পাবনা ও রংপুরে ৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে।

১৯১। এছাড়া, আমরা বরিশাল, রাঙ্গামাটি ও গোপালগঞ্জে ১টি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করছি। দেশের উচ্চশিক্ষার মান উন্নীতকরণ ও ক্রমবর্ধমান বহুমুখী চাহিদা পূরণে বেসরকারি পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৯** প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি : ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১৯২। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল রেখে সামনের দিকে এগুতে চাইলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা হবে। এজন্য আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার ও কারিগরি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে চাই।

কম্পিউটার শিক্ষাকে পর্যায় ক্রমে বাধ্যতামূলক করা হবে।

১৯৩। আমরা এখন সরকারের তথ্য-প্রযুক্তি নীতির ভিত্তিতে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি। আগামী ২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ণ্যান্স-এ উত্তরণ এবং ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স-এর সূচনা করতে চাই। এখানে একটি সময়নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য আমরা বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি এবং

২০১৪ সালের মধ্যে ই-গভর্ণ্যান্স ও ২০১২ সালের মধ্যে ই-কমার্স-এর সূচনা করতে চাই।

বেসিসকে সম্পৃক্ত করেছি। আমরা আমাদের সরকারের কর্মমেয়াদে সকল সরকারি দফতরে কম্পিউটার প্রবর্তন সম্পন্ন করতে চাই। আমাদের সরকারের কর্মমেয়াদের শেষ বছরে আমরা প্রতি বছরে ৪ হাজার কম্পিউটার প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানী তৈরি করতে চাই।

১৯৪। জনগণকে উন্নততর ও দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য ফাইলভিত্তিক প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ই-গভর্ণমেন্ট বা ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করা হবে। এ লক্ষ্যে National ICT Road Map প্রণীত হচ্ছে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ও সেবা খাতের রফতানিসহ কম্পিউটারে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। আমরা সফ্টওয়্যার শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনা দেব এবং দেশীয় সফ্টওয়্যারকে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ব্যবহারের বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তুলব। আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারাদেশে ইন্টারনেটের প্রসার ও ইন্টারনেট সেবার মূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি।

ফাইলভিত্তিক প্রশাসনকে ডিজিটাল প্রশাসনে রূপান্তর করা হবে।

১৯৫। এছাড়া, বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি হবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কৃতি গবেষকরা যাতে স্বদেশেই তাঁদের গবেষণাকর্ম ও বিজ্ঞানচর্চা চালিয়ে যেতে পারেন সে লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত, গাণিতিক ও জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ইতঃপূর্বে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল তা দ্বিগুণ করা হয়েছে এবং এ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি করা হবে।

বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করতে চাই।

১৯৬। আইটি খাত সম্পর্কিত বিভিন্ন জরুরি কর্মসূচি অর্থায়নে আমি ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একইসাথে আইটি খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য বিদ্যমান সমমূলধন তহবিলের পরিমাণ ১০০ কোটি থেকে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১৯৭। সকলের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা আমাদের অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি। সময়ের চাহিদাকে সামনে রেখে আমরা স্বাস্থ্যনীতি নবায়নের কাজ শুরু করেছি। বিগত জোট সরকার আমাদের গড়া কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা আবার এটা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। ৬ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ১টি হিসেবে মোট ১৩ হাজার ৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকের

কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।

মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সেবা ইত্যাদি প্রদানের পাশাপাশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, সুষম খাদ্যাভাস, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পুষ্টি ও যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে প্রচারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

১৯৮। মাতৃমৃত্যু রোধসহ মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দরিদ্র ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচিকে আরো ৪৫টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৫২ থেকে ১৫-তে এবং মাতৃমৃত্যুর হার ২.৯ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশে কমিয়ে আনা। ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ু ৭০-এর কোঠায় উন্নীত হবে ইন্‌শাআল্লাহ্‌।

মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত করা হবে।

১৯৯। জনসংখ্যা আমাদের দেশে এক ভয়াবহ সমস্যা। এর সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের বর্তমান দুর্বলতা হচ্ছে পর্যাপ্ত কর্মীর অভাব এবং জনগণের চাহিদা মেটাতে সরকারের ব্যর্থতা। আমরা এই দু'টি দুর্বলতা মোকাবেলা করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা এবং পদক্ষেপ হিসেবে এ সংক্রান্ত প্রজনন নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ক্রয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ৪৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে।

২০০। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে চাই। অপুষ্টি সমস্যা সমাধানে আগামী অর্থবছর জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম কর্মসূচিকে ১২৩টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলাকে এর আওতায় আনা হবে।

সকল নাগরিকের পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে চাই।

২০১। হাসপাতালভিত্তিক অধিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ এবং সকল জেলা হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে। আগামী বছরই ৫টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও ৬টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি নির্মিত হবে। ৬টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হবে। নতুন করে ১২টি নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজে হাত দেয়া হবে। সৃষ্ট সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য এবং সেবা প্রদানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

স্বাস্থ্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ করা হবে।

বহু পুরনো জরাজীর্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন হবে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যক্রম।

২০২। ২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলের লক্ষ্যে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণায় চট্টগ্রামে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট 'ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস ইন্সটিটিউট' স্থাপন করা হবে।

২০৩। মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনসহ রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে ওষুধ সেক্টরকে উল্লেখযোগ্য রফতানি আয়ের সেক্টরে পরিণত করা হবে। এ লক্ষ্যে জাতীয় ওষুধনীতি, ২০০৫-কে আমরা যুগোপযোগী করব। ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরের আধুনিকায়ন হবে।

ওষুধ শিল্প বিকাশে ওষুধনীতি ২০০৫-কে যুগোপযোগী করা হবে।

২০৪। রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ডিজিটাল পাস কার্ড পদ্ধতি পরিচালনা, ইউজার ফি আহরণ ও বন্টন এবং ইউজার ফি নির্ধারণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্যারামেডিক, নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নেয়া হবে।

প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সহযোগী সেবায় দক্ষতা বাড়ানো হবে।

দারিদ্র্য নিরসন ও কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

২০৫। এতক্ষণ ধরে বিভিন্ন খাত সম্বন্ধে যে কথা আমি বলেছি তার আসল লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য নিরসন। দারিদ্র্য নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান দু'টি অপরিহার্য উপাদান। এবারে কয়েকটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কার্যক্রম সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য পেশ করছি।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার অভিঘাত থেকে সুরক্ষা করতে চাই।

সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন

২০৬। আগেই বলেছি, আমাদের রূপকল্পের অন্যতম ভিত হবে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী – যা দরিদ্র জনগাষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। আর সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে হ্রাস পাবে দারিদ্র্য। **২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের** হার ১৫ শতাংশ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে আমরা কাজ শুরু করেছি। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর সামগ্রিক কাঠামো চারটি খাতে বিন্যস্ত-

- জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন বঞ্চিত অংশের জন্য বিশেষ বিশেষ ভাতা প্রদান যাতে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষ দারিদ্র্যের কষাঘাত মোকাবেলায় কিছুটা হলেও সক্ষমতা লাভ করে;
- দারিদ্র্য নিরসনে ক্ষুদ্রঋণ ও বিভিন্ন তহবিলে ব্যবস্থাপনা ও কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মসৃজন;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় খাদ্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম;
- দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য দানের জন্য নতুন প্রজন্মকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

২০৭। প্রথমে আমি বিভিন্ন ভাতার ব্যাপারে সামান্য ধারণা দিতে চেষ্টা করব। **বয়স্ক ভাতার** বিদ্যমান হার মাসিক মাথাপিছু ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২২ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ জন্য আগামী অর্থবছরে বরাদ্দ বর্তমান অর্থবছরের ৬০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৮১০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে।

বয়স্ক ভাতা বাবদ ব্যয় ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

২০৮। একইভাবে **দুস্থ মহিলা ভাতার** হারও হবে ৩০০ টাকা। এ জন্য বরাদ্দ ৬১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বেড়ে গিয়ে ৩৩১ কোটি ২০ লক্ষ টাকায় উন্নীত হবে।

২০৯। **অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার** হার মাসিক ৯০০ টাকা হতে ১ হাজার ৫০০ টাকা ও ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ২৫ হাজারে উন্নীত করার সুপারিশ করছি। সে ভিত্তিতে এ খাতে ২২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। তাহলে গত বছরের তুলনায় এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে ১১৭ কোটি টাকা।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতার হার ৬৭ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

২১০। **অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতার** আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৬০ হাজারে বৃদ্ধি করে মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ৩০০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। এ জন্য প্রয়োজন হবে ৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতার হার ও আওতা বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

২১১। **দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকাল ভাতা** মাসিক ৫০ টাকা বাড়িয়ে এখন থেকে তা ৩৫০ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এ বাবদ প্রয়োজন হবে ৩৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা - যা গত বছর থেকে ১১ কোটি ১ লক্ষ টাকা বেশি। একইসাথে **শহরে নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মহিলাদের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা** নামে নবরূপে সৃজিত একটি কর্মসূচির আওতায় ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মায়ের ভাতার হার ও পরিধি বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

২১২। বিভিন্ন সরকারি এতিমখানায় ১৬ হাজার **এতিম শিশুর খোরাকি ভাতা** বাবদ ব্যয় ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি তাতে এ বাবদ মোট ব্যয় দাঁড়াবে ২৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা আর বেসরকারি এতিমখানার ৪৫ হাজার এতিম শিশুর স্থলে ৪৮ হাজার এতিম শিশুকে **ক্যাপিটেশন গ্রান্ট** প্রদান করা হবে। সে জন্য বরাদ্দ বাড়বে ২ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং মোট বরাদ্দ দাঁড়াবে ৪০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। পথশিশুদের কল্যাণে ব্যয় হবে আরও প্রায় ৫ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।

এতিম ও পথশিশুদের কল্যাণে ব্যয় বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে।

২১৩। দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য অনুদান বাবদ বিভিন্ন খাতে নগদ বরাদ্দ থাকছে ১৩৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা।

মাননীয় স্পীকার

২১৪। দারিদ্র্য নিরসনে সরকারি খাতের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ কাজে সম্পৃক্ত। আগামীতে এ সকল তহবিল পরিচালনার সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যাগ নেয়া হবে। এ ব্যাপারে পূর্ব থেকে বিদ্যমান বিভিন্ন তহবিলকে সক্রিয় করে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ।

বিদ্যমান বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ তহবিলকে সক্রিয় করে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।

২১৫। এ বছর **মহিলাদের ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকর্মসংস্থান** তহবিলে ১০ কোটি করে মোট ২০ কোটি টাকা; **এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন** তহবিলে ২ কোটি টাকা এবং **পোল্ট্রি খামারিদের সহায়তা** তহবিল ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২১৬। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা এবং তাঁদের সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। এ প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা ও সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করার জন্য **ওয়ান স্টপ সার্ভিস** প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় **প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র** শীর্ষক একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রতিবন্ধীদের সকল ধরনের সেবা প্রদানের জন্য প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২১৭। এছাড়াও আগামী অর্থবছরে **পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন** বৈদেশিক সূত্র হতে প্রাপ্ত ২০০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করবে।

২১৮। দারিদ্র্য বিমাচনে ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক কাজে আগামী অর্থবছরে আমরা বিদ্যমান কর্মসূচিগুলোর সাথে আরও কিছু নতুন মাত্রা যোগ করব।

২১৯। **ঘরে ফেরা** কর্মসূচির মাধ্যমে শহরে বসবাসরত দরিদ্র মানুষকে তাঁর আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে নেয়ার কাজ শুরু হবে। সেখানে তাঁদেরকে বসবাসের জন্য বাসস্থান এবং আয়ের জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সম্ভব হলে তাঁদের জন্য খাসজমিও দেয়া হবে। এ জন্য **খাস জমি বিতরণ, গৃহায়ণ, কর্মসংস্থান সুবিধা, আদর্শ গ্রাম ও আশ্রয়ণ** প্রকল্পকে সমন্বিতভাবে দাঁড় করানোর উদ্যোগ নেয়া হবে। **একটি বাড়ি একটি খামার** কর্মসূচির বাস্তবায়ন শুরুর জন্য বরাদ্দ প্রস্তাব করছি **৯২** কোটি টাকা।

ঘরে ফেরা ও একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচি পুনরায় শুরু করা হচ্ছে।

২২০। **অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান** শীর্ষক একটি বড় আকারের কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচির আওতায় আমি **১** হাজার **১৭৬** কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আমরা আশা করি দক্ষ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার অধীনে এ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালিত হলে সাময়িক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি উজ্জীবিত হবে। অন্যদিকে, মঙ্গার মত মৌসুমী ও স্থানিক দারিদ্র্য মোকাবেলায়ও আমরা সফল হতে পারব।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান সৃজন করা হবে।

২২১। ভিক্ষাবৃত্তির অবসান আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। এই উদ্দেশ্যে আগামী বছরেই ভিক্ষুকদের জরিপের কাজ শুরু হবে। আপাতত আমরা মনে করি যে, গ্রামীণ ভিক্ষাবৃত্তির অবসান সহজেই করা যেতে পারে। নগরজীবনে ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য আমরা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা কামনা করি। ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন, তাদের স্বাবলম্বী করে প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই হবে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদের প্রধান উপাদান।

ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ আমাদের অঙ্গীকার।

২২২। আগামী অর্থবছর আমি উচ্চ মাধ্যমিক বা এর সমপর্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক ও যুব মহিলাদের পেশাগত দক্ষতা সৃজনমূলক প্রশিক্ষণের জন্য ২০ কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। বরগুনা ও কুড়িগ্রাম জেলায় পাইলট ভিত্তিতে কাজ শুরু হবে। পরবর্তী সময়ে তা পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণ করা হবে। যাতে তারা দেশ-বিদেশে সহজে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায়। আমি এ কর্মসূচির নাম দিতে চাই **ন্যাশনাল সার্ভিস**। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় **১২৫**টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের

বেকার যুবকদের জন্য ন্যাশনাল সার্ভিস প্রবর্তন করা হবে।

ব্যবস্থা করা হবে। তিন মাস প্রশিক্ষণের পর দু'বছরের জন্য তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা হবে।

২২৩। একইসাথে আগামী অর্থবছরে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানমূলক গ্রামীণ রাস্তাঘাট মেরামত প্রকল্পে ১৭০ কোটি টাকা, সরকারি সম্পদ সংরক্ষণ গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুবিধা প্রকল্পে ৭৬ কোটি টাকা, মঙ্গা এলাকার জন্য উত্তরাঞ্চলে হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্পে ১২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা, চরাঞ্চল মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে ১৮১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এসব প্রকল্পে বেশির ভাগ নিয়োজিত হবে নারী শ্রমিক।

গ্রামীণ দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিভিন্ন চলমান কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

মাননীয় স্পীকার

২২৪। অন্যবিধ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ১ হাজার ১৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও তাদের স্কুলের জন্য ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২৫। **মেটারনাল হেলথ ভাউচার স্কিম** এবং **ন্যাশনাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম**-এর জন্য আগামী অর্থবছরে যথাক্রমে ৭০ কোটি ও ১৭৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে বিভিন্ন অনুদান বিতরণের জন্য ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

২২৬। খোলাবাজারে কমমূল্যে খাদ্য বিক্রয়সহ কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিএফ, ভিজিডি, টিআর (খাদ্য), জিআর (খাদ্য) এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য সহায়তার আকার খাদ্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় আগামী অর্থবছরে ৫ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২২৭। জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত প্রযুক্তির সুবিধা নিয়ে আমরা যাঁরা বঞ্চিত ও হতদরিদ্র, বৃদ্ধ, অক্ষম এবং মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের তালিকা প্রণয়ন করে অধিকতর সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করব। এক্ষেত্রে বঞ্চিত মহিলাদের কথা আমাদের বিবেচনায় থাকবে।

জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

২২৮। এ পর্যায়ে শেষে যে কথা বলতে চাই, তা হ'ল আমরা আমাদের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৫.২ শতাংশ সম্পদ সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন খাতে রবাদ্দ প্রস্তাব করছি – যা জিডিপি'র প্রায় ২.৫ শতাংশ।

কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পীকার

২২৯। কর্মসংস্থানের জন্য একটি নীতিমালার প্রধান উপাদানগুলো আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারে নির্দিষ্ট করা আছে। আমরা কৃষি ও গ্রামীণ খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করব। শ্রমঘন অবকাঠামো নির্মাণে প্রাধান্য দেব। ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মনিয়োজনের ব্যবস্থা জোরদার করব। প্রবাসে শ্রমিক প্রেরণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা প্রদান করব এবং বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে এইসব শিল্পের সাব-কন্ট্রাক্টিং সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেবো। আমরা প্রযুক্তিনির্ভর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সহায়তা ও প্রণোদনা দেব। বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সবক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট থাকবো। পরিশেষে লক্ষ্যনির্দিষ্ট খাতে শিল্পায়নের বিকাশ করে বেতনভোগী শ্রমিক সৃষ্টিতে অগ্রাধিকার দেবো। আমরা চাকরিরত শ্রমিকের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না করে কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করব না। আমরা বিশ্বাস করি যে, কর্মসংস্থান ছাড়া দারিদ্র্য দূর হবে না এবং উন্নত-শির জাতি বিনির্মাণ করা যাবে না।

কর্মসংস্থান সৃজন ছাড়া দারিদ্র্য দূর করা যাবে না, বিনির্মাণ করা যাবে না উন্নত-শির জাতি।

২৩০। বর্তমান সরকার ২০১৪ সাল নাগাদ প্রতিটি পরিবারে অন্তত ১ জন সদস্যের কর্মসংস্থান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিবিএসের হিসাবে আমাদের দেশে মোট শ্রমশক্তি প্রায় ৫ কোটি। এর মধ্যে সরকারি খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি মাত্র ২০ লাখ। প্রতিবছর একইসংখ্যক শ্রমশক্তি আমাদের শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। সুতরাং কর্মসংস্থান আমাদের উন্নয়ন এজেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রস্তাবিত বাজেটে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে আমরা প্রকট দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় হতদরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসৃজনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি।

হতদরিদ্র মানুষের জন্য কর্মসৃজনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

২৩১। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে গ্রামীণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্রurjaা বৃদ্ধি এবং তাঁদের জীবনমানের অবনতি রোধকল্পে ১০০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল এবং এর আংশিক বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা এবং নীতি সংক্রান্ত দুর্বলতাসমূহ পর্যালোচনা করে আমি ইতোমধ্যে আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরে **অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান** কর্মসূচি নামে পরিবর্তিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেছি। এই কর্মসূচির আওতায় ৪৯ লক্ষ জনমাসের সমপরিমাণ কাজ সৃষ্টি হবে।

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ৪৯ লক্ষ জনমাসের সমপরিমাণ কাজ সৃষ্টি হবে।

২৩২। টিআর, কাজের বিনিময়ে খাদ্য এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচিতেও ২ কোটি ৮৭ লক্ষ জনমাসের কাজ সৃষ্টি হবে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১০ শতাংশ (২৭.৩ লক্ষ জনমাস) বেশি।

২৩৩। এদিকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে ২৬৪.৮০ লক্ষ জনমাসের কাজ সৃষ্টি হবে যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির তুলনায় ২৩.২ শতাংশ (৪৯.৭৬ লক্ষ জনমাস) বেশি।

২৩৪। ২০০৯-১০ অর্থবছরের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন মিলিয়ে বাজেটে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৭৭ লক্ষ জনমাসের (সারা বছরের জন্য ৬.৪ লক্ষ) অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। বিবিএস-এর পরিসংখ্যান (২০০৫-০৬ সালে সম্পাদিত) অনুযায়ী ১৫ বছরের উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ২১ লক্ষ বেকার রয়েছে। আগামী অর্থবছরে এই বেকার জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩২.৫৭ শতাংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় অতিরিক্ত প্রায় ৬.৪ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

২৩৫। বর্তমান সরকার সংবিধানের ১০ ও ২৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নে জাতিসংঘ ঘোষণা ও বেইজিং বিশ্ব নারী মহাসমাবেশের ঘোষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত **নারী উন্নয়ন নীতি** আমরা পুনর্বহাল করব। জাতীয় উন্নয়ন, নীতি-নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ আমরা অবারিত করতে চাই।

সব ধরনের কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করতে চাই।

২৩৬। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ১০০তে উন্নীত করা হবে এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচন হবে। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, সেনাবাহিনী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে যোগ্য নারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং পরিচালনা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা কাজ শুরু করেছি।

উচ্চপদে নারীদের পদায়নে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে।

২৩৭। নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে তাঁদের জন্য আলাদা ব্যাংকিং সুবিধা, ঋণ সুবিধা ও কারিগরি সুবিধা নিশ্চিত করব। নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকাকে আপৎকালীন না করে স্থায়ীভাবে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আমরা উদ্যোগী হয়েছি। সমাজের অন্যান্য স্তরে উচ্চতর বিনিয়োগে সক্ষম সম্ভাব্য নারী উদ্যোক্তাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের ব্যবস্থা আমরা ইতোমধ্যে শুরু করেছি।

স্থায়ীভাবে নারীর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি।

মাননীয় স্পীকার

২৩৮। নারী নির্যাতন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ, এসিড সন্ত্রাস, নারী ও শিশু পাচার এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি সহায়তা দেয়া হবে। নারী শিক্ষা প্রসারে পদ্ধতিগত সুযোগসহ কর্মক্ষেত্রে নারী নিরাপত্তা, মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা ও দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার বাড়ানো হবে। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য বিভিন্ন জেলা সদরে প্রয়োজনীয়সংখ্যক হোস্টেল নির্মাণ করা হবে।

নারী ও শিশুর প্রতি সকল বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৩৯। শিশুশ্রম বন্ধে আমরা প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেব। ১৯৭৪ সালের শিশু আইন নবায়ন করে শিশু অধিকার ও কল্যাণে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। পথশিশুদের নিরাপদ আবাসনসহ কর্মক্ষম সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রাথমিক পর্যায়ে বড় বড় শহরে ৬টি **শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন** করা হবে। এতে **১** হাজার ৫০০ জন পথশিশুর আশ্রয় নিশ্চিত হবে।

শিশুর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ

মাননীয় স্পীকার

২৪০। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয় সাম্প্রতিককালে বহুল আলোচিত একটি বিষয়। পরিবেশ বিপর্যয়জনিত কারণে ২০০৭ সালে সুপার সাইক্লোন **সিডর ও উপর্যুপরি ২টি বন্যা** আমাদের জনজীবনকে বিপন্ন করেছে। গত মাসে সাইক্লোন আইলা আবার আমাদের ঝুঁকিপূর্ণ দিকটিকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। হিমালয় পর্বত ও উত্তর মেরুর বরফ গলতে শুরু করায় সমুদ্রপৃষ্ঠে পানির উচ্চতা

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কৃষি, মৎস্য ও জীব-বৈচিত্র্যের ওপর পড়ছে।

বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার নদীসমূহে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের এই বিরূপ প্রভাব সরাসরি কৃষি, মৎস্য ও জীব-বৈচিত্র্যের ওপর পড়ছে।

২৪১। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘটমান বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে, এই দুর্যোগ প্রশমন এবং এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার সক্ষমতা অর্জন হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এরই প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিপর্যয় রোধে যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে তার পর্যালোচনা খুব দ্রুত সম্পন্ন করব। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব এলাকার মানুষ স্থানচ্যুত হবেন তাঁদের পুনর্বাসন আমাদের কাছে অত্যন্ত জরুরি। কেননা, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২ কোটি লোক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানচ্যুত হবেন। আমরা একটি মৌলিক কৌশল হিসেবে বিশ্ব নাগরিকের প্রবাসনে যাবার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি করি।

> *জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ও কৌশলের পর্যালোচনা দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।*

২৪২। দাতা সংস্থাসমূহের যৌথ অর্থায়নে Multi Donor Trust Fund (MDTF) গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে MDTF গঠনের জন্য যুক্তরাজ্য এবং ডেনমার্ক সরকারের কাছ থেকে ৯৭.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানের আশ্বাস পাওয়া গেছে। পরিবেশ সংক্রান্ত বিপর্যয় মোকাবেলায় বিভিন্ন কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য Japan International Cooperation Agency (JICA) আগামী তিন বছরে ৪৯০ কোটি টাকা বাজেট সহায়তার প্রস্তাব করেছে। একইসাথে জাপান Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) ঋণের সুদ হিসেবে অর্জিত ৭০০ কোটি টাকা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে।

> *জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজন নিজস্ব উদ্যোগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা।*

২৪৩। নিজস্ব অর্থায়নে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলটি ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদের নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবেলায় প্রকৃতপক্ষে আমাদের আরও বড় আকারের তহবিল প্রয়োজন। এজন্য আগামী ২০০৯-১০ অর্থবছরে এ তহবিলে আরও ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

> *বিপর্যয় মোকাবেলায় বড় আকারের তহবিল প্রয়োজন।*

২৪৪। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের একটি বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের অঙ্গীকার রয়েছে। সুতরাং এ বিপর্যয় রোধে নদী এবং খাল নিয়মিত ড্রেজিং, উপকূলীয় এলাকায় বেড়িবাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, যানবাহন ও জ্বালানি খাতে বায়ু দূষণের মাত্রা হ্রাস, শিল্পায়নে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বনায়নের প্রসার এবং বাংলাদেশের সীমিত বনভূমির সংরক্ষণ এবং

> *সব ধরনের পরিবেশ দূষণ হ্রাস, বনায়ন ও বিশেষজ্ঞ তৈরি হবে আমাদের প্রধান কাজ।*

পর্যাপ্তসংখ্যক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ তৈরি করা হবে আমাদের প্রধান কাজ। বুড়িগঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে সত্বর বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে। বিভিন্ন শিল্প এলাকায় পরিবেশ দূষণ পরিহারের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। আমরা চাই যে, শিল্প-কারখানা এবং শিল্প এলাকা তাদের দূষিত বর্জ্য পরিশোধনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আমরা সে জন্য সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে তাদের সহায়তা করব। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। এবং নতুন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা না করে স্থাপিত হতে পারবে না। একইভাবে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বর্জ্য পরিশোধনে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৪৫। বনজ সম্পদে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়ন করার জোরালো পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরে ৪ হাজার ৩১৪ হেক্টর এলাকা বনায়ন, প্রায় ২ হাজার ৩৫৫ কিলোমিটার এলাকায় স্ট্রীপ বাগান সৃজন এবং ২৩ লক্ষ চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সামাজিক বনায়নের আওতায় বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প ও সবুজ বলয় কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষায় ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

২০১৫ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ভূমি বনায়ন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধা

মাননীয় স্পীকার

২৪৬। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সমুন্নত রাখা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের বিষয়টি সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে। ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ দেয়া হবে। ইতোমধ্যে সরকার প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা হালনাগাদ করে গেজেট আকারে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁদের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

২৪৭। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে শ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বাবদ বরাদ্দ প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে এজন্য ৫৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা প্রাপ্ত যুদ্ধাহত

সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত ভাতার আওতায় আনা আমাদের লক্ষ্য।

মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা বাবদ আরও ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। তাঁদেরকে রেশন প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা যথাশিগ্‌গির সম্ভব প্রণয়ন করা হবে। ২০০৯-১০ সালে ভাতাপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ১ লাখ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার হবে। জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা অনবরতই কমছে। আমাদের লক্ষ্য হল যে, আগামী বছরে সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত ভাতার আওতায় নিয়ে আসা।

২৪৮। আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতার প্রচলন করে। আমি ইতোমধ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি।

অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ভাতা ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছি।

২৪৯। আমাদের সরকার বিদ্যমান আইনের অধীনে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা চালু করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের ক্ষোভ নিরসনে এইটি একটি উত্তম উদ্যোগ। একইসঙ্গে আমরা চাই যে দেশের হাজার হাজার গণকবর যেগুলো সব জায়গায় চিহ্নিত নয় সেগুলোকে আমরা চিহ্নিত করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শহীদের সম্মান প্রদর্শন করব।

চিহ্নিত নয় এমন গণকবরগুলো আমরা চিহ্নিত করব।

যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

মাননীয় স্পীকার

২৫০। বিগত কয়েক দশক শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খাতে অত্যধিক দৃষ্টি দেবার ফলে সংস্কৃতি অথবা খেলাধুলার ক্ষেত্রে উন্নয়নের দিকে মোটেই নজর দেয়া হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব, জাদুঘর, শিল্পকলা, সৃজনশীল সাহিত্য - এককথায় নন্দনতত্ত্বের সেবা ও চর্চা তেমন গুরুত্ব পায়নি। বিভিন্ন খেলাধুলার দেশব্যাপী বিকাশের ক্ষেত্রে সরকার তেমন অবদান রাখতে পারেনি। যে সময় আমাদের দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বৈদেশিক সাহায্য-নির্ভর ছিল, তখন এইসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণেরও অভাব ছিল। এই অবহেলার অবসানকল্পে এইসব খাতে আমরা একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা আগামী বছরে প্রণয়ন করব। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ অনুসন্ধানের এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। আমাদের একসময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবলের চর্চা খুবই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই অবহেলার বৃত্ত থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

নন্দনতত্ত্বের সেবা ও চর্চা এবং বিভিন্ন খেলাধুলার বিকাশে আমরা একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করব।

২৫১। যুবসমাজ দেশের সবচেয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনক্ষম অংশ। আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির অনেকটাই নির্ভর করে যুবসমাজকে সঠিক ব্যবহারের ওপর। দেশে বেকার যুবকদের মানবসম্পদে পরিণত করে তাঁদেরকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করা আমাদের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার। যুবসমাজকে নিয়ে **ন্যাশনাল সার্ভিস** গঠনের বিষয়ে আমি আগেই উল্লেখ করেছি এবং সেই সাথে এ বাবদ আগামী অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করেছি। এছাড়াও যুবসমাজের উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান অন্যান্য কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলোকে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের সব রকম পদক্ষেপ আমরা নেব।

যুবসমাজকে সঠিকভাবে ব্যবহারের ওপর অনেকটা নির্ভর করে আমাদের উন্নয়ন।

২৫২। আমাদের ক্রীড়াঙ্গনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় সব কিছু করব। আমরা ক্রীড়াঙ্গন ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে চাই। ক্রীড়াঙ্গনের অবকাঠামো সুবিধাদি ও প্রশিক্ষণ সুবিধার সম্প্রসারণে আমরা পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করব।

ক্রীড়াঙ্গনের অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।

২৫৩। যুব উন্নয়ন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে উৎকর্ষ আনয়নের জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে আগামী অর্থবছরে এ খাতে আমি **২১৭** কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা রবাদ্দের প্রস্তাব করছি।

২৫৪। দেশব্যাপী সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চার ব্যাপক বিকাশের লক্ষ্যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও পরিবেশ সৃষ্টি করা আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার। যাঁরা দুস্থ ও অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবী তাঁদের সহায়তা দেয়ার জন্য আমরা প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করব। তরুণ প্রজন্মকে পঠনমনস্ক করে তোলার জন্য আমরা দেশের সর্বত্র গণগ্রন্থাগার গড়ে তুলব এবং এসব গ্রন্থাগারে সৃজনশীল বই সরবরাহের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করব।

দুস্থ ও অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা আমরা করব।

২৫৫। এ লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে সংস্কৃতি খাতে **১৪৮** কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সংখ্যালঘু, অনগ্রসর অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়

মাননীয় স্পীকার,

২৫৬। আমরা ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র নির্বিশেষে সবার মধ্যে সম্প্রীতিতে বিশ্বাস করি। এ কারণে আমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং

আমরা সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের ওপর সকল বৈষম্যের অবসান চাই।

নির্যাতনের চির অবসান চাই। এ লক্ষ্যে আমরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনগত এবং সামাজিক নিশ্চয়তা বিধান করব। আমরা সাম্প্রদায়িক সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করে শাস্তির বিধান করব। আদিবাসীদের বন এলাকায় সনাতনী অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা নেব। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করব।

২৫৭। আমরা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করব। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করব এবং সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করব।

ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ করা হবে।

প্রতিরক্ষা

মাননীয় স্পীকার

২৫৮। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং জাতিসংঘ শান্তিবাহিনীতে অসামান্য ভূমিকা পালনের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অতুলনীয় সম্মান, মর্যাদা ও আস্থা অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতে চায়। দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চাই। অব্যাহতভাবে বাড়াতে চাই দেশের প্রতিরক্ষা-সামর্থ্য। এইসঙ্গে বাড়াতে হবে নিরাপত্তার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ। এ লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণ, আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হবে। যাতে এ বাহিনী একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাড়াতে চাই জাতির প্রতিরক্ষা সামর্থ্য।

২৫৯। বর্তমানে আমাদের কোন সূত্রবদ্ধ প্রতিরক্ষা নীতি নেই। সরকার জনগণের অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি **জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি** প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

২৬০। ১৯৯৬-০১ পর্যন্ত সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনকালে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার জন্য সামরিক ইন্সটিটিউট এবং সশস্ত্র বাহিনী মেডি-

সশস্ত্র বাহিনী আধুনিকায়নের ধারা অব্যাহত থাকবে।

কল কলেজ স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমান সরকারও আধুনিকায়নের এ ধারা অব্যাহত রাখবে। প্রতিরক্ষা ও আন্তঃবাহিনীসমূহের সামগ্রিক ভূমিকা বিবেচনা করে আমি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের মূল বরাদ্দ ৭ হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে সংশোধিত বাজেটে ৮ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা এবং ২০০৯-১০ অর্থবছরের জন্য মোট ৮ হাজার ৩৮২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পররাষ্ট্র নীতি

মাননীয় স্পীকার

২৬১। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তি হচ্ছে **দেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ, সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়।** এ নীতির আলোকে আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। নেয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক কূটনীতি হবে এ সকল উদ্যোগের কেন্দ্রীয় কৌশল।

দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রয়াস ইতোমধ্যে ফলপ্রসূ হয়েছে।

২৬২। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ভারত ও নেপালের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গৃহীত প্রয়াসসমূহের ফলপ্রসূ অগ্রগতি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দীর্ঘ দু'দশকেরও অধিক সময় পর ভারত ও মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত কারিগরি পর্যায়ে আলোচনা পুনরায় শুরু হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা, কৃষি ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ জরুরি অবকাঠামো খাতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে চীন আশ্বাস প্রদান করেছে। ইতোমধ্যে সার্ক, বিমসটেক ও ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের সাথে টেকসই উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ইস্যুভিত্তিক উদ্যোগ জোরদার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।

২৬৩। বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র জোরদার করার জন্য সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরব সফর করেছেন। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সমন্বয়ক হিসেবে বাংলাদেশ G-20, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে সম্প্রতি শ্রীলংকার কলম্বোতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে SAARC Ministerial Declaration on Cooperation in Combating

Terrorism গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, বিদেশে পাচার করা অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য ইতোমধ্যে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও নেপালের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

২৬৪। প্রথমেই পুনরাবৃত্তি করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অংগীকার – প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা সত্বর বাস্তবায়িত হবে। দ্বিতীয় বক্তব্য হবে – প্রবাসীরা দেশভ্রমণে আসলে তাদের যে হয়রানির শিকার হতে হয় সেটি নিরসনের জন্য তাদের সংগে আলোচনা করে একটি কার্যকরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

২৬৫। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ বর্তমান সরকার প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আমি এসব কার্যক্রমের কয়েকটি এখানে উল্লেখ করতে চাই। বিমানবন্দরে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনমত প্রবাসীদের আইনি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। রেমিট্যান্স প্রেরণকারীদের মধ্য হতে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচন করা হচ্ছে। মৃত প্রবাসী কর্মীদের ক্ষতিপূরণের অর্থ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মৃত প্রবাসীদের লাশ দাফনের এবং বিদেশে দুর্ঘটনায় মৃত বা আহতদের অনুদান দেয়া হচ্ছে।

> *বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য কল্যাণ ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।*

২৬৬। এসব কার্যক্রম ছাড়াও ভবিষ্যতে সরকার প্রবাসীদের জন্য বেশ কয়েকটি কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ যাতে প্রাপকদের হাতে দ্রুত পৌঁছে সে লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। প্রবাসীদের সেবা ও স্বার্থে নিবেদিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করা হবে। সরকার এ ব্যাংক গঠনের মাধ্যমে প্রবাসী কর্মীদের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান এবং কল্যাণ সমিতি গঠনের মাধ্যমে প্রবাসীদের বিভিন্ন সমস্যাদি নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হবে। শ্রমবাজার সম্প্রসারণ করে আরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বাস্তবমুখী উদ্যোগ নেয়া হবে। জনশক্তি রফতানি সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সংস্কার করা হবে।

> *প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করা হবে।*

২৬৭। বৈশ্বিক মন্দার প্রভাবে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা যাতে ছাঁটাই-এর শিকার না হয় সেজন্য আমরা কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেছি। নতুন নতুন শ্রমবাজারও আমরা অনুসন্ধান করছি।

২৬৮। বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন বাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনে ইচ্ছুক শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন এবং এ তহবিলে ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আমি মনে করি, এই তহবিলের আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্রম সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (Public Private Partnership) ভিত্তিতে হতে পারে।

দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি।

কতিপয় মৌলিক বিষয়

বিনিয়োগ

মাননীয় স্পীকার

২৬৯। আমি বার বার বলছি যে, আমাদের দেশে বিনিয়োগের ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন। আমরা বেশি রাজস্ব আদায় করতে চাই যাতে বিনিয়োগের জন্য কিছু সম্পদ হাতে থাকে। এই বিষয়ে আরও বক্তব্য রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম উপস্থাপনকালে প্রদান করব। আর্থিক খাত বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারে, সে জন্য এই খাতের সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করে সেখান থেকে বিনিয়োগের জন্য মূলধন আহরণ করতে চাই। আমরা একইসঙ্গে বেসরকারি দেশি এবং বিদেশি বিনিয়োগকে আকর্ষণ করতে চাই। PPP বাজেটের সূচনা আমরা করছি এই দেশি-বিদেশি বেসরকারি বিনিয়োগ এবং প্রণোদনা দেবার উদ্দেশ্যে। বিনিয়োগকে আকর্ষণের জন্য আমরা cost of doing business হ্রাস করতে প্রচেষ্টা নিয়েছি। আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্যই বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নকে আমরা শক্তিশালী করতে চাচ্ছি।

আর্থিক খাতের সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, এ খাত বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে মূল্যবান ভূমিকা রাখে।

আর্থিক খাত সংস্কার

২৭০। একটি দক্ষ আর্থিক খাত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের অন্যতম পূর্বশর্ত। এটি বিবেচনায় রেখে এ খাতে সংস্কারমুখী বেশকিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২৭১। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম পূর্বের বছরগুলোর চেয়ে আরও জোরদার করা হয়েছে। ঋণপ্রবাহ যাতে একক কোন

বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি আরও জোরদার করা হয়েছে।

ব্যক্তি বা গ্রুপের নিকট কেন্দ্রীভূত না হয় সে জন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/গ্রুপকে ব্যাংকের মূলধনের শতকরা ৩৫ ভাগের বেশি ঋণ প্রদানের ওপর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হয়েছে।

২৭২। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের ক্ষমতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোর জন্য পাঁচ বছরমেয়াদি কৌশলগত ব্যবসা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এসব পরিবর্তনের সুবাদে দ্রুত ব্যাংকিং সেবার মান ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সরকারি মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহ পাঁচসালা ব্যবসা পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত হবে।

২৭৩। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক (বিএসবি) ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা (বিএসআরএস)-কে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান দু'টিকে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে একীভূতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সিন্ডিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃহদাঙ্কের ঋণ প্রদান উৎসাহিত করায় বড় অঙ্কের ঋণের ঝুঁকি কমানো সম্ভব হয়েছে এবং তা নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

২৭৪। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দেশের কৃষি ও ক্ষুদ্রঋণ প্রবাহ সচল ও গতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এবং কর্মসংস্থান ব্যাংকের পুনঃপুঁজিকরণ করা হয়েছে। এতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগ বাড়বে।

বিকেবি, রাকাব ও কর্মসংস্থান ব্যাংকের পুনঃপুঁজিকরণ করা হয়েছে।

২৭৫। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে **মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯** জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মানি চেঞ্জার ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে।

অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়েছে।

২৭৬। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজার হতে পুঁজি সংগ্রহে Sovereign Credit Rating সহায়ক ভূমিকা পালন করে। Sovereign Credit Rating থাকলে তুলনামূলকভাবে সহজতর ও শ্রেয়তর শর্তে পুঁজি সংগ্রহ সম্ভব। আমি আনন্দের সাথে জানাতে চাই, বাংলাদেশের Sovereign Credit Rating নির্ধারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দু'টি আন্তর্জাতিক রেটিং এজেন্সির সাথে চুক্তি সম্পাদনের পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হবে। উন্মুক্ত হবে পুঁজি আহরণে বিকল্প পথ।

***Sovereign Credit Rating** নির্ধারণের উদ্যোগ নেয়া হবে।*

পুঁজিবাজার সংস্কার

মাননীয় স্পীকার

২৭৭। দক্ষ ও স্বচ্ছ পুঁজিবাজার শিল্পায়নে ব্যাংকিং খাতের পরিপূরক শক্তি। ২০০৬ এর পূর্বে বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়নের গতি ছিল মন্থর। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিশেষ করে সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানির শেয়ার অফলোডিং, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নির্ভরযোগ্য বাজার মধ্যস্থতাকারীদের পুঁজিবাজারে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার মূল্যসূচক, দৈনিক লেনদেনের পরিমাণ এবং জিডিপি-র অনুপাতে বাজার মূলধনের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

যে কোন সূচকের ভিত্তিতে পুঁজিবাজার তুলনামূলকভাবে চাঙ্গা রয়েছে।

২৭৮। পুঁজিবাজারের উন্নয়নে সম্প্রতি আরও কিছু বাজার সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন মার্চেন্ট ব্যাংকের নিবন্ধন করা হয়েছে, বিনিয়োগকারী ও বাজার সংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষিত করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির।

পুঁজিবাজারের গভীরতা বাড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৭৯। আমার বিশ্বাস, পুঁজিবাজার উন্নয়নে সরকারের এসব পদক্ষেপ দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে অধিকতর উৎসাহিত করবে এবং পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদি অর্থ সংগ্রহের উৎস হিসেবে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সিন্ডিকেশন-এর পরিবর্তে পুঁজিবাজার থেকে মূলধন আকর্ষণের ওপর জোর দিচ্ছি।

পুঁজিবাজার থেকে মূলধন সংগ্রহের ওপর জোর দিচ্ছি।

দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগ

২৮০। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের ঘোষণা অনুযায়ী আমরা দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে চাই। এক্ষেত্রে আমরা প্রশাসনিক সংস্কার ও উপযোগ সেবার সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে ব্যবসায়িক খরচ হ্রাসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছি। সরকারের সাথে বেসরকারি খাতের সুসম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে গঠিত বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরাম-এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশ বেটার বিজনেস ফোরামের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

২৮১। আমরা বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আরও বাণিজ্য উদারীকরণের পথে এগুতে চাই। আমরা জেনে খুশি হয়েছি যে, বর্তমান অনিশ্চয়তার মধ্যেও অনেক বিদেশি বিনিয়োগকারী আমাদের দেশে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

২৮২। আমরা আগামীতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশকিছু এলাকা নিয়ে অর্থনৈতিক জোন গড়ে তুলতে চাই। আর কোন ইপিজেড বা বিসিক শিল্প এস্টেট খোলা হবে না। অর্থনৈতিক জোন একদিকে পশ্চাৎপদ এলাকা অন্যদিকে শিল্প-সম্ভাবনাময় এলাকাকে শিল্পে বা কৃষিতে বিকশিত করবে। সে জন্য অর্থনৈতিক জোনে ভৌত অবকাঠামো উন্নীত করা হবে; বিশেষ করে যোগাযোগ এবং জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। বর্তমান ইপিজেড বা বিসিক শিল্প এস্টেট বহাল থাকবে, তবে প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেখানে সব প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনে যেতে হবে। অর্থনৈতিক জোনের রূপরেখা এখন চূড়ান্তকরণ হচ্ছে এবং তৎসঙ্গে ইপিজেড সম্বন্ধেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

আমরা বেশকিছু এলাকা নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক জোন গড়ে তুলতে চাই।

বাণিজ্য

মাননীয় স্পীকার

২৮৩। বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি বর্তমানে অবাধ এবং অনেকাংশে উন্মুক্ত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষার জন্য বাংলাদেশী পণ্য এবং শ্রমশক্তি যাতে অধিকতর বাজার সুবিধা পায় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশের ফলে বিশ্ববাণিজ্যে সূচিত ব্যাপক পরিবর্তন ও পণ্যের অবাধ চলাচলের কারণে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা চলছে তা মোকাবেলায় আমরা নতুন মেয়াদের জন্য (২০০৯-১২) আমদানি ও রফতানি নীতি সময়োপযোগী করছি। আমরা জানি যে, নির্দিষ্ট কোন সময়ে পণ্যবাণিজ্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সেদিকেও কিছু পদক্ষেপ আমরা এই সঙ্কটময় অর্থবছরেও গ্রহণ করেছি।

আমদানি-রফতানি নীতি সময়োপযোগী করা হবে।

২৮৪। আমাদের সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশকে (টিসিবি) শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী অর্থবছরের শুরুতে টিসিবি'র মাধ্যমে ভোজ্যতেল, ডাল, চিনি, পেঁয়াজ এবং ছোলা সাশ্রয়ী মূল্যে খোলাবাজারে বিক্রির ব্যবস্থা নেয়া হবে। ভোক্তা সাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং সুলভমূল্যে মানসম্পন্ন পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা ও ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণে সরকার বদ্ধপরিকর।

সংসদের প্রথম অধিবেশনেই **ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯** অনুমোদন করেছি।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ

মাননীয় স্পীকার

২৮৫। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিতরণে বৈষম্যমূলক নীতি ও দলীয়করণ পরিহার এবং সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান করা বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।

তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমরা বিশ্বাস করি, তথ্য প্রাপ্তি চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণের জানার জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯** এই মহান সংসদ অনুমোদন করেছে।

২৮৬। আমরা বিশ্বাস করি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্যপ্রবাহের অবাধ চলাচল নিশ্চিত হলে সর্বত্র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

২৮৭। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, প্রেস কাউন্সিল এবং প্রেস ইন্সটিটিউট এর মত সংস্থাগুলোকে দক্ষ ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব।

জনপ্রশাসন সংস্কার

২৮৮। আমাদের দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন একটি আধুনিক, দক্ষ, দুর্নীতিমুক্ত ও সেবাপরায়ণ জনপ্রশাসন। এর জন্য জনপ্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার

জনপ্রশাসনে ব্যাপক সংস্কার অপরিহার্য।

অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কারের ধারা সূচিত হলেও তা ব্যাপক নয়। আমাদের এমন জনপ্রশাসন গড়তে হবে যা পরিবর্তনকে স্বাগত জানাবে। সেবাগ্রহীতাদের কাছে দায়বদ্ধ থেকে অধিকতর দক্ষতা ও কার্যকারিতার সাথে সেবা প্রদান করবে। আমরা সিভিল সার্ভিসে নিয়মিত নিয়োগ নিশ্চিত করব।

পেনশন পুনঃসহজীকরণ

২৮৯। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেনশন প্রাপ্তির বিড়ম্বনা লাঘবের জন্য সরকার সম্প্রতি পেনশন মঞ্জুরি ও পরিশোধ সংক্রান্ত বিধি অধিকতর সহজীকরণের লক্ষ্যে নির্দেশমালা জারি করেছে। এ নির্দেশমালা অনুসরণ করা হলে পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও নিষ্পত্তিকরণ পূর্বের তুলনায় অনেক দ্রুততর হবে।

পেনশন প্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে।

বেতন কমিশন

২৯০। আমরা চাই, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উন্নত কর্মপরিবেশ এবং সৎ ও সম্মানজনক জীবনধারণের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদ্যমান বেতন কাঠামো তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে বেতন কমিশন গঠন করেছিল সে কমিশন সম্প্রতি তাঁদের সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ সুপারিশমালা বিদ্যমান সম্পদ পরিস্থিতির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে আগামী জুলাই, ২০০৯ থেকে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে। ১লা জুলাই, ২০০৮ থেকে যেসব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটিতে গেছেন, তাঁরাও এ বেতন কমিশনের সুপারিশের আলোকে নির্ধারিত বেতন-ভাতাদির সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

বেতন কমিশনের সুপারিশ জুলাই, ২০০৯ থেকে পর্যায় ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।

ভূমি ব্যবস্থাপনা সংস্কার

মাননীয় স্পীকার

২৯১। সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার বিরাজমান সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সীমিত জমিতে পরিবেশ অক্ষুণ্ন রেখে আবাসন, যোগাযোগ, আবাদ এবং শিল্পায়নের সার্বিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা নিঃসন্দেহে দুরূহ। পরিকল্পিত এবং সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা এ কঠিন পরিস্থিতি কার্যকরভাবে মোকাবেলা করব।

২৯২। বাংলাদেশে ভূমি রেজিস্ট্রেশন ও এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধার্যকৃত কর ও ফি বাবদ ব্যয়িত অর্থ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় যেমন বেশি, তেমন বেশি এসব ক্ষেত্রে ব্যয়িত সময়। আমরা জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রেশন বাবদ সর্বমোট ব্যয় প্রায় অর্ধেক কমিয়ে মফস্বলের ক্ষেত্রে জমির মূল্যের ৬ শতাংশে এবং শহরের ক্ষেত্রে

ভূমি রেজিস্ট্রেশনে জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৮ শতাংশে নামিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছি।

২৯৩। আমরা রেজিস্ট্রিকৃত মূল দলিল প্রদানের সময়সীমা কিছু এলাকা বাদে ১৫ দিনে নামিয়ে আনব এবং আগামীতে তা ২-৭ দিনের ভেতর নিয়ে আসতে পারব বলে আমি আশা করি।

২৯৪। ভূমি জরিপ, ভূমি রেকর্ড ও ভূমি ব্যবস্থাপনা সমন্বিত করতে চাই এবং দেশব্যাপী ভূমি প্রশাসনকে আমরা ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় আনতে চাই। এ উদ্যোগ সফল হলে ভূমিকে কেন্দ্র করে বহুবিধ জটিলতার অবসান হবে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যপূরণে সহায়ক হবে।

ভূমি জরিপ, রেকর্ড ও ব্যবস্থাপনা ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় আনা হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা

সংসদীয় ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

মাননীয় স্পীকার

২৯৫। আমরা অত্যন্ত গর্বিত যে, জাতীয় সংসদকে সর্বতোভাবে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানোর প্রয়াস শুরু থেকেই অব্যাহত রেখেছি। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা সংসদের সবক'টি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছি। ইতোমধ্যে স্থায়ী কমিটিসমূহ তাঁদের কার্যক্রম শুরু করেছেন এবং সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখছেন। আমরা গুরুত্বপূর্ণ নীতি-নির্ধারণী বিষয়গুলোকে সংসদ অধিবেশনের আলোচনায় নিয়ে আসতে চাই।

সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সবক'টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং কাজ শুরু করে।

২৯৬। সংসদের প্রথম অধিবেশনের ৩৯ কর্মদিবসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে ৩২টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করা হয়েছে। আমরা সংসদে উত্থাপিত তথ্য অধিকার বিল, সন্ত্রাস দমন বিল, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিল সংসদে আইনে পরিণত করেছি – যা দুর্নীতি এবং সন্ত্রাস দমনে আমাদের অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ। গত সংসদ অধিবেশনে বিরোধী বেঞ্চকে সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য সর্বোচ্চ সময় বরাদ্দ করা হয়েছে।

সংসদের প্রথম অধিবেশনেই ৩২টি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করা হয়।

আইন-শৃঙ্খলা

মাননীয় স্পীকার

২৯৭। সুশাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধান করতে চাই। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণতন্ত্র চর্চা নিরঙ্কুশ করতে চাই, জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দলের উর্ধ্বে উঠে জনহিতে একটি জবাবদিহিমূলক, সুস্থ, পেশাদারী ও দক্ষ জনপ্রশাসন গড়ে তুলতে চাই।

২৯৮। আমরা ইতোমধ্যে সব ধরনের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দখল, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। জনগণকে উগ্র-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর তৎপরতা এবং জঙ্গীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন জঙ্গী কর্মীকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতার করেছে। জঙ্গীবাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং প্রকৃত মদদদাতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

উগ্র-সাম্প্রদায়িক ও জঙ্গীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

২৯৯। বহু প্রত্যাশিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালের ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট-এর আওতায় প্রসিকিউটর দফতর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশবাসীর সমর্থন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে দ্রুত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা হবে।

৩০০। আমরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জেলখানায় জাতীয় চারনেতার হত্যার বিচার কার্য সম্পন্ন করার বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করব। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সমাধা করা একান্ত জরুরি। সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর ওপর সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমরা পর্যালোচনা করছি এবং তার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেয়ার পরিকল্পনা করছি।

বঙ্গবন্ধু হত্যা ও জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

৩০১। আমরা কোনভাবেই বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বরদাস্ত করব না। এধরনের কোন ঘটনা ঘটলে তার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে।

৩০২। আইনের শাসন কায়েম করতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাঁদের অভাব-অভিযোগ এবং নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক। আমরা ইতোমধ্যে পুলিশ, আনসার ও ভিডিপি, কারা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রাইফেলস্, ফায়ার

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে সকল সাহায্য ও সহযোগিতা দেয়া হবে।

সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের সর্বমোট **১** লক্ষ **৯১** হাজার **৭৮০** জন জনবলের জন্য রেশন সুবিধা সম্প্রসারণ করেছি। এতে সরকারের বার্ষিক অতিরিক্ত আর্থিক সংশ্লেষ দাঁড়াবে প্রায় **১২৪** কোটি টাকা। এছাড়া, বিভিন্ন সংস্থায় ও প্রকল্পে নিয়োজিত পুরুষ ও মহিলা অঙ্গীভূত আনসার, অস্থায়ী ব্যাটালিয়ন আনসারদের ন্যূনতম দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৩০৩। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত পেশানিষ্ঠ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তুলতে বাস্তবসম্মত সংস্কার আবশ্যক। পুলিশবাহিনীর বিকেন্দ্রীকরণ ও তাঁদের তদারকিতে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বোর্ড গঠনের বিষয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।

সংস্কারের মাধ্যমে পেশানিষ্ঠ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গড়ে তুলতে চাই।

৩০৪। আইন-শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণ অধিকতর জোরদার করার জন্য আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী অর্থবছরে **৫** হাজার **৮০১** কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

মাননীয় স্পীকার

৩০৫। অর্থনৈতিক উন্নতির অন্যতম প্রতিবন্ধক হ'ল দুর্নীতি। দুর্নীতি দূর না হলে সুশাসন নিশ্চিত হবে না। আমরা দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীন ভূমিকা নিশ্চিত করে নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব।

দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রম জোরদার

৩০৬। আমাদের সরকার দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না। আমরা ইতোমধ্যে দুর্নীতি দমন আইনে কতিপয় সংশোধন আনয়নের প্রস্তাব করেছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই প্রস্তাবিত সংশোধন সম্বলিত আইনের বিল সংসদে উপস্থাপিত হবে। প্রস্তাবিত আইন দ্বারা বিদ্যমান আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হবে। দুর্নীতি দমন আইন প্রয়োগের কারণে যাতে কোন ক্ষেত্রে মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন না হয় সে বিষয়েও আমরা সজাগ রয়েছি।

মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে না।

৩০৭। দুর্নীতি, অনিয়ম ও অদক্ষতা দূর করতে সরকারি ক্রয়, প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণ, টেন্ডার এবং সমাপ্ত প্রকল্পের মান যাচাইয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করা হবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত সংস্কার আনয়ন করে এসব ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারও নিশ্চিত করা হবে। এছাড়া, খেলাপি সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। বেসরকারি খাতে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ প্রক্রিয়ায় যাতে কোনভাবেই মূলধন

সরকারি ক্রয়সহ সকল কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

রেয়াত না দেয়া হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হবে। একইসাথে প্রকল্প মূল্যায়ন ও ঋণ পর্যবেক্ষণকে আরো বস্তুনিষ্ঠ ও উন্নত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আশা করি, এসব কার্যক্রম বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

৩০৮। আমরা বিশ্বাস করি, সরকারি কর্মকান্ডে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার আরো সম্প্রসারিত হলে তা দুর্নীতির মাত্রাকে অনেকাংশে কমিয়ে আনবে। বিশেষ করে পুলিশ বিভাগ, ভূমি প্রশাসন এবং কর প্রশাসনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার দুর্নীতিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে।

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা

মাননীয় স্পীকার

৩০৯। আমরা বিচার বিভাগ এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতায় গভীরভাবে বিশ্বাস করি। আমরা এও বিশ্বাস করি, এ প্রতিষ্ঠানগুলো সকল প্রকার ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করলে দেশে আইনের শাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

বিচার বিভাগ ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী।

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ

মাননীয় স্পীকার

৩১০। দেশে উন্নয়নমুখী একটি সংহত শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ। বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোই থাকবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে। রাষ্ট্র পরিচালনায় তৃণমূল পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জনগণের ক্ষমতায়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রতিসংক্রম তথা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের কাছে অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে সকল স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন পরিকল্পিত পল্লী জনপদ রূপে গড়ে তোলা হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোই থাকবে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে।

৩১১। সকল উপজেলা সদর এবং বর্ধিষ্ণু বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রগুলোকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত পৌরসভায় রূপান্তর করে এবং পরিকল্পিত শহর অথবা উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সরকারের এ ভিশন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো ইতোমধ্যেই প্রণয়ন

পরিকল্পিত শহর অথবা উপশহর গড়ে তোলা হবে।

করা হয়েছে।

৩১২। আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে চাই। বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের সুশাসন নিশ্চিতকল্পে **স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯** মন্ত্রিসভা নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। উপজেলা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে **উপজেলা পরিষদ (রহিত আইন পুনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ২০০৯** সংসদের অনুমোদন লাভ করেছে। **স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯** এখন জাতীয় সংসদের অনুমোদনের অপেক্ষায়। দেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশনকে আরও গতিশীল, কার্যকরী ও সময়োপযোগী করার জন্য **স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯** বিল আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে চাই।

৩১৩। আমরা মাননীয় সংসদ সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যানগণের কর্তব্য ও ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করব। প্রশাসনকে স্থানীয় পর্যায়ে বিকেন্দ্রিত করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট আইনে বর্ণিত কার্যাবলীকে উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করব এবং বাজেটে এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখব।

স্থানান্তরিত বিষয়সমূহ উপজেলা পর্যায়ে স্থানান্তর করা হবে।

কর-রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

মাননীয় স্পীকার

৩১৪। আমি ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে উল্লেখিত বৈশ্বিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থান এবং সরকারের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য ও নীতিমালা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে বক্তব্য রাখছি। এছাড়াও, ২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়াবলী এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পেশ করছিলাম। বাজেটে প্রস্তাবিত খাতওয়ারি সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যয়ের পরিকল্পনাও উপস্থাপন করেছি। প্রস্তাবিত কার্যক্রম আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণ, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে সম্ভাব্য কি সুফল বয়ে আনবে তাও উল্লেখ করেছি। এখন আমি প্রস্তাবিত ব্যয় সংকুলানের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেটে কর-রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

৩১৫। কর রাজস্ব অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের প্রধানতম উৎস। নানা কারণে আগামী দিনগুলোতে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আহরিত সম্পদই হবে আমাদের মূল ভরসা। সেক্ষেত্রে কর-রাজস্ব আহরণের গুরুত্ব বলাই বাহুল্য। এ জন্য চাই একটি লাগসই রাজস্বনীতি। তবে আমাদের মতো উন্নয়নকামী দেশে কর রাজস্ব নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন একটি দুরূহ কাজ। কারণ এক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বহু স্বার্থের সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন হয় – বিবেচনায় নিতে হয় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিরাজিত বহু উপাদান। সম্ভাব্য সকল আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি পর্যালোচনা এবং বর্তমান সরকারের দিনবদলের সনদ ও জনগণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আলোকে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেটে রাজস্ব কার্যক্রমের কতিপয় মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হ'লঃ

রাজস্ব কার্যক্রমের মৌলিক লক্ষ্য

(১) সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা;
(২) দেশীয় শিল্পকে ন্যায্য প্রতিরক্ষণ প্রদান;
(৩) কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ সাধন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করা;
(৪) অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা;
(৫) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন সাধন করা;
(৬) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয় (automated) কর-রাজস্ব আহরণ ব্যবস্থা প্রবর্তন; এবং
(৭) কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর আহরণ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক পরিমাণে রাজস্ব আহরণ।

৩১৬। উন্নত দেশগুলো তাদের মোট রাজস্বের অধিকাংশ আহরণ করে স্থানীয় পর্যায় থেকে। কিন্তু আমাদের মোট কর রাজস্বের সিংহভাগ আহরিত হয়ে থাকে আমদানি পর্যায়ে। অভ্যন্তরীণ শিল্পের বিকাশের স্বার্থে আমাদেরকে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং শিল্পের কাঁচামালের শুল্কহার হ্রাস করতে হবে। অন্যদিকে বিশ্ব-বাণিজ্যের উদারীকরণ নীতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমাদেরকে ভোগ্য পণ্যের শুল্কও ধীরে ধীরে হ্রাস করতে হবে। আমরা স্থানীয় শিল্পের স্বার্থ ও বাণিজ্য উদারীকরণের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে চলতে চাই। শুল্কহারের এ হ্রাসজনিত কারণে যে পরিমাণ রাজস্ব ঘাটতি হবে তা পূরণ করতে হবে স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ প্রক্রিয়া জোরদার করে। সহজ কথায়, আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর

স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি

আহরণ বাড়াতে হবে। এজন্য আয়কর ও মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির আওতায় আনতে হবে।

৩১৭। আমাদের কর ব্যবস্থা অত্যন্ত অব্যাহতি বহুল (exemption-ridden)। এমনিতেই আমাদের অর্থনীতির একটি বিরাট অংশ রাজস্বের আওতা বহির্ভূত । তদুপরি, করযোগ্য বহুক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ অব্যাহতি। যেমন, আয়করের ক্ষেত্রে ট্যাক্স হলিডে, আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে শূন্য শুল্কহার ও বিশেষ অব্যাহতি এবং মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে সংকুচিত মূল্যভিত্তি ইত্যাদি। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে প্রদত্ত এসব অব্যাহতি কর ব্যবস্থার বিকৃতি (distortion) সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে ফেলেছে। আমাদেরকে এই অব্যাহত চক্র থেকে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

অযৌক্তিক অব্যাহতি প্রত্যাহার

৩১৮। জাতি হিসাবে আমাদেরকে মর্যাদাবান ও আত্মনির্ভরশীল হতে হলে নিজস্ব সম্পদ নির্ভর উন্নয়ন প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে। এ জন্য অধিক হারে অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ করা প্রয়োজন। বর্তমানে আমাদের কর/জিডিপি অনুপাত প্রায় ৮.৫ শতাংশ, যা এমনকি প্রতিবেশী সকল দেশের চেয়ে বেশ কম। পনের কোটি জন অধ্যুষিত এই দেশে এই ব্যর্থতা অপ্রত্যাশিত। দুর্বল কর আহরণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যাশিত কর প্রদান সংস্কৃতি গড়ে না উঠা এর প্রধান কারণ। কর/জিডিপি হার উন্নীতকরণের লক্ষ্যে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

কর/জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি

৩১৯। আত্মনির্ভরশীলতা ও উন্নয়নের জন্য আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রয়োজন। কর-রাজস্ব এ সম্পদের প্রধান উৎস। আমাদেরকে অধিকহারে কর-রাজস্ব আহরণ করতে হবে। এজন্য আমাদের হাতে দুইটি বিকল্প রয়েছে। প্রথমতঃ নুতন কর আরোপ বা বিদ্যমান করহার বৃদ্ধি; দ্বিতীয়তঃ কর আহরণ পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও সার্বিক উন্নয়ন সাধন। আমরা আমাদের মধ্যম ও স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীকে করভারে জর্জরিত করে অধিক রাজস্ব আহরণের পক্ষপাতি নই। বরং আমরা তাঁদেরকে ভবিষ্যতে কর প্রদানে সক্ষম করে তুলতে আগ্রহী। তাই আমরা করের ক্ষেত্র অনুসন্ধান এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনার অর্থবহ সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে আপাততঃ কর/জিডিপি অনুপাত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করতে চাই।

করহার নয় করের আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ

৩২০। আমরা স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বঘোষিত কর প্রদানকে জনপ্রিয় করতে চাই। কর ফাঁকির ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। কর আরোপে স্ববিবেচনার প্রয়োগ দারুণভাবে সঙ্কুচিত করতে চাই। বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় করতে চাই। রাজস্ব প্রদানে পদ্ধতিগত জটিলতা এবং বিড়ম্বনা থেকে জনগণকে মুক্তি দিতে চাই। সর্বোপরি,

রাজস্ব ব্যবস্থায় এবং রাজস্ব আদায়ে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবস্থা সম্ভব করে তুলতে চাই। এলক্ষ্যে আমি আপনার মাধ্যমে সকলকে একটি আদর্শ কর প্রদান সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ২০০৯-১০ অর্থবছরের রাজস্ব কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করছি।

প্রত্যক্ষ কর

আয়কর

মাননীয় স্পীকার

আয়কর সংক্রান্ত বাজেটের দর্শন

৩২১। আমি উল্লেখ করেছি যে, নানা কারণে আমদানি শুল্ক খাত হতে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আয়কর রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। আয়কর বিভাগের অটোমেশন, সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস ও সম্প্রসারণ করার পাশাপাশি বিদ্যমান আয়কর আইন সহজীকরণের মাধ্যমে করদাতা-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং করভিত্তি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে আয়কর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা হবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ যা আমরা গ্রহণ করছি তা হ'ল-

(১) সিনিয়র বাংলাদেশী করদাতাদের ব্যক্তিগত করের বোঝা লাঘব করার লক্ষ্যে তাঁদের বিদ্যমান বয়সসীমা ৭০ থেকে হ্রাস করে ৬৫ বছর করার প্রস্তাব করছি।

মোবাইল কোম্পানির প্রি-আইপিও ৫ শতাংশ ও আইপিও ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব

(২) কোন মোবাইল কোম্পানি তার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ১০ শতাংশ শেয়ার (যার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫ শতাংশ এর বেশি থাকতে পারবে না) স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করতঃ Publicly traded company-তে রূপান্তরিত হলে সেক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ হারে কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

(৩) করদাতাদের ওপর নতুন কর আরোপ না করে করের ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর নেট বৃদ্ধি এবং Taxpayers Identification Number (TIN) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে অধিকতর কর আদায়ের প্রস্তাব করছি।

(৪) সরকার কর্তৃক জমির মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত মূলধনী মুনাফার ওপর বিদ্যমান উৎসে কর কর্তনের হার ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ হতে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার জন্য ৫ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য যে সকল অ-কৃষি জমির মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক তাঁদের ক্ষেত্রে করের হার ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার হ্রাস

(৫) Pensioners' Savings Certificate হতে উদ্ভূত আয়কে আয়কর অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

(৬) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন-লাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সুযোগ প্রদান, কম্পিউটার ও ল্যাপটপের ব্যবহার সহজলভ্য করা এবং সফ্‌টওয়ার খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কতিপয় প্রস্তাব করছি।

(৭) আয়কর বিভাগের বর্তমান অবকাঠামো এবং বিদ্যমান জনবল দ্বারা ক্রমবর্ধমান রাজস্ব চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে সর্বশেষ আয়কর বিভাগের কাঠামো ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তবে ইতোমধ্যে আয়করের আদায় ৭ গুণ বেড়েছে। সে জন্য আয়কর অনুবিভাগের জনবল বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি, তাতে সদস্য পদ, টেরিটোরিয়াল জোন এবং আপীল জোন বাড়বে এবং Tax Information Management and Research Centre গঠন করা হবে।

উপজেলা পর্যন্ত কর নেট সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আয়কর বিভাগের কাঠামো পুনর্গঠন

মাননীয় স্পীকার

৩২২। আমরা সাধারণ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগকে যেমন অবারিত করতে চাই তেমনি ব্যাপক জনগণের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও অর্জন করতে চাই। এমন অনেক সম্ভাবনাময় খাত রয়েছে – যা আমাদের দিনবদলের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিতে পারে। এ লক্ষ্যে আমি ১ জুলাই, ২০০৯ হতে ৩০ জুন, ২০১২ মেয়াদে (১) কতিপয় নতুন শিল্প অথবা এই শিল্পের মেরামত, আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে এবং ভৌত অবকাঠামো খাতে (যার বিবরণ **পরিশিষ্ট**-ক-তে সন্নিবেশিত) বিনিয়োগকৃত অপ্রদর্শিত অর্থের ওপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার প্রস্তাব করছি। (২) পুঁজিবাজারে

পুঁজিবাজারে অপ্রদর্শিত আয় বিনিয়োগের সুবিধা

নিবন্ধিত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হলে বিনিয়োগকৃত অর্থের ওপর ১০ শতাংশ হারে কর প্রদান সাপেক্ষে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার প্রস্তাব করছি।

ফ্ল্যাট/বাড়ির নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান।

৩২৩। বাসস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার। মানুষের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করাকে বর্তমান সরকার তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মনে করে। মানুষ দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অর্থ ফ্ল্যাট ক্রয়ে/নিজের বাড়ি তৈরিতে বিনিয়োগ করে কিন্তু পরবর্তীতে আয়কর বিভাগের নিকট উক্ত বিনিয়োগের ব্যাখ্যা প্রদান কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে মানুষের আবাসিক সমস্যা সহজে সমাধানের লক্ষ্যে ফ্ল্যাট ক্রয়ে/নিজের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফ্ল্যাট/বাড়ির পরিমাপের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান সাপেক্ষে আয়কর বিভাগ কর্তৃক বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়ার প্রস্তাব করছি।

হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের আওতাভুক্ত বিভিন্ন শিল্প ও সেবাখাতের নাম

৩২৪। দেশের শিল্পায়ন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন খাতের সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুযোগ প্রদানকে যুগোপযোগী মনে করছি। তাছাড়া কর অবকাশ সুবিধা কর প্রদানের সংস্কৃতিকে বাধাগ্রস্ত করে। এ কারণে বিদ্যমান কর অবকাশ ব্যবস্থা যা ২০১২ সাল পর্যন্ত বলবৎ, তা আর প্রলম্বিত হবে না। তার পাশাপাশি হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুযোগ প্রদানকে সমীচীন মনে করছি। এই ব্যবস্থার আওতায় কতিপয় খাতে হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি। এই সুযোগটি নির্দিষ্ট এলাকা বিশেষে ভিন্ন হারে দিতে হবে।

(ক) ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ব্যতীত), প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় বছর ৫ শতাংশ হারে, তৃতীয় ও চতুর্থ বছর ১০ শতাংশ হারে এবং পঞ্চম বছর ১৫ শতাংশ হারে কর পরিশোধের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

(খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম বিভাগের রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছর ৫ শতাংশ হারে, চতুর্থ, পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ বছর ১০ শতাংশ হারে এবং সপ্তম বছর ১৫ শতাংশ হারে কর পরিশোধের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করছি।

ব্যক্তিগত গাড়ির ওপর কর আরোপ

৩২৫। সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর লোকজনই সাধারণতঃ ব্যক্তিগতভাবে গাড়ি ব্যবহার করে থাকেন। গাড়ি ব্যবহার করলেও তাদের অনেকেই কোন আয়কর প্রদান করেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত গাড়ির অশ্বশক্তির ভিত্তিতে গাড়ি প্রতি নির্দিষ্ট হারে কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

৩২৬। বিশ্ব মন্দার প্রেক্ষাপটে রফতানি খাতের উপর বিরূপ প্রভাব বিবেচনা করে এ খাতের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন মনে করছি। এছাড়া কতিপয় রফতানি খাতের বিপরীতে উৎসে কর কর্তনকে চূড়ান্ত করদায় হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি।

রফতানি খাতে প্রণোদনা

৩২৭। আয়কর, মূসক ও শুল্ক সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে করদাতাদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব করছি।

ন্যাশনাল ট্যাক্স ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব

৩২৮। উপজেলা পর্যন্ত আয়করের আওতা সম্প্রসারণ ও নতুন করদাতা শনাক্তকরণ কর্মসূচি হিসেবে প্রথম পর্যায়ে ঢাকা জেলার উত্তরা, নিকুঞ্জ, বনশ্রী, বসুন্ধরা-বারিধারা প্রকল্প এলাকা, সাভার, দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং, চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া, সীতাকুন্ড, সাতকানিয়া, হাটহাজারী, মিরেশ্বরাই এবং সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলায় জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা এবং পর্যায়ক্রমে দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা স্থান ও কেন্দ্রে এই জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তাব রাখছি।

আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ ও নতুন করদাতা শনাক্তকরণ কর্মসূচি

আমদানি শুল্ক

মাননীয় স্পীকার

৩২৯। এখন পর্যন্ত মোট অভ্যন্তরীণ রাজস্বের প্রায় ৪২ শতাংশ আমদানি পর্যায়ের পণ্যসামগ্রীর ওপর আরোপিত শুল্ক কর হতে আদায় হয়ে থাকে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে এই খাতে রাজস্ব আরও কমতে পারে। কিন্তু আমাদের নিজস্ব শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং রফতানি বাজার ধরে রাখার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে শুল্কহার পরিবর্তন করতে হবে। নিম্নোক্ত কতিপয় পদক্ষেপে আমি উল্লেখ করতে চাইঃ

এখনো অভ্যন্তরীণ রাজস্বের ৪২ ভাগ আমদানি পর্যায়ে আদায় হয়ে থাকে।

(ক) ২০০৮-০৯ অর্থবছরে চার স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামোতে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ওপর ৩ শতাংশ, মৌলিক কাঁচামালের ওপর ৭ শতাংশ, অন্তবর্তী কাঁচামালের ওপর শুল্ক হার ১২ শতাংশ এবং তৈরিপণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কহার বিদ্যমান রয়েছে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেটে মৌলিক কাঁচামালের শুল্কহার ৭ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার জন্য প্রস্তাব করছি। মূলধনী যন্ত্রপাতি ও

যন্ত্রাংশের ওপর ৩ শতাংশ, অন্তবর্তী কাঁচামালের ওপর ১২ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ শুল্কহার ২৫ শতাংশ অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

(খ) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার জন্য দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিকল্প নেই। সরকার কৃষিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। কৃষিকাজে ব্যবহার্য সার ও বীজ এবং আমদানিকৃত প্রধান প্রধান খাদ্য শস্যের ওপর ০ শতাংশ আমদানি শুল্কহার অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য, সার, বীজ, ওষুধ এবং কাঁচা তুলার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ০ শতাংশ শুল্কহার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। কৃষকদের নিকট কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক সহজলভ্য করার লক্ষ্যে কীটনাশক তৈরির কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য ও সারের ০ শুল্কহার অব্যাহত থাকবে

(গ) সরকার বিলাসবহুল পণ্য ও জনস্বাস্থ্যহানিকর পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ কারণে শুধুমাত্র ২৫ শতাংশ শুল্কস্তরের পণ্যসামগ্রীর ওপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরি ডিউটি (আরডি) আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

শুধুমাত্র ২৫ শতাংশ স্তরের আওতাভুক্ত বিলাসদ্রব্য ও তৈরি পণ্যের ওপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ

(ঘ) রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং বিলাসবহুল যানবাহন আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে যানবাহনের ক্ষেত্রে বিলাসবহুল মোটরগাড়ির সম্পূরক শুল্কহার বৃদ্ধিসহ শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করার প্রস্তাব করছি।

বিলাসবহুল যানবাহন আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য গাড়ির শুল্ক বৃদ্ধি

(ঙ) অনধিক পাঁচ বছরের পুরাতন, ব্যবহৃত ও রিকন্ডিশন্ড যে কোন মেয়াদের আমদানিকৃত যানবাহনের অবচয়ের হার সর্বসাকুল্যে (Consolidated) ৩০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। উক্ত যানবাহনের মূল্য থেকে ডিলার্স কমিশন হিসেবে ২০ শতাংশ বিয়োজন করার পরিবর্তে ১০ শতাংশ বিয়োজন করা হবে।

(চ) নতুন প্রযুক্তির এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী যানবাহন হিসেবে হাইব্রিড মোটর কারের ওপর হতে সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারের উদ্দেশ্যে এ ধরনের গাড়িকে আলাদাভাবে শ্রেণীবিন্যাসের জন্য একটি নতুন এইচ. এস. কোড সৃষ্টি করার প্রস্তাব করছি।

(ছ) টেকসই এবং মানসম্পন্ন ট্যাক্সিক্যাব আমদানির লক্ষ্যে ন্যূনতম ১ হাজার ৫০০ সিসি ক্যাপাসিটিসম্পন্ন ট্যাক্সিক্যাব আমদানি করার জন্য এবং ট্যাক্সিক্যাব কোম্পানি কর্তৃক একত্রে ন্যূনতম ১০টি ট্যাক্সিক্যাব আমদানির শর্ত আরোপ করার প্রস্তাব করছি। ট্যাক্সিক্যাব আমদানিতে ২০ শতাংশ আমদানি শুল্কের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক, সম্পুরক শুল্ক এবং সমুদয় রেগুলেটরি ডিউটি মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

(জ) মোবাইল ফোনের ওপর গুণগত মান নির্বিশেষে সেট প্রতি ৩০০ টাকা হারে স্পেসিফিক রেট অব্ ডিউটিকে পরিবর্তন করে মোবাইল ফোনের মূল্যভিত্তিক (ad valorem) ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি এবং এর ওপর বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক এবং অগ্রিম আয়কর মওকুফ করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে স্বল্পমূল্যের মোবাইল সেটের ওপর কম শুল্ক এবং দামী মোবাইল সেটের ওপর বেশি শুল্ক প্রযোজ্য হবে।

মোবাইল ফোনের মূল্য ভিত্তির ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ

(ঝ) দেশে বিদ্যমান বিদ্যুৎ চাহিদার ঘাটতি মোকাবেলায় রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান উপকরণ সৌর প্যানেলের ওপর প্রযোজ্য শুল্ক-কর ৩ শতাংশ হতে হ্রাস করে ০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি (energy saving light) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য উৎপাদনে সহায়তা করার জন্য পার্টস অব এনার্জি সেভিং লাইটের বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৭ শতাংশ ও আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

(ঞ) দেশে সমুদ্রগামী জাহাজ রেজিস্ট্রেশনের মন্দাবস্থা কাটিয়ে উঠার উদ্দেশ্যে ৩ হাজার মেট্রিক টন বা তার অধিক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন সমুদ্রগামী জাহাজ আমদানির ওপর বর্তমানে বহাল ৭ শতাংশ আমাদনি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

(ট) দেশীয় কাগজশিল্পকে প্রতিরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র শিল্পে ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত নিউজপ্রিন্টের ওপর মাত্র ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি। তদুপরি এই শিল্পের প্রধান কাঁচামাল পাল্প (Pulp) আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

(ঠ) বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের টেক্সট বইয়ের ওপর সকল ধরনের শুল্ক-কর ০ শতাংশ হার বলবৎ আছে কিন্তু টেক্সট বই ব্যতীত অন্যান্য বইয়ের (যেমন, গল্প, উপন্যাস, কল্পকাহিনী ইত্যাদি) ওপর আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ প্রযোজ্য রয়েছে। সৃজনশীল মনন বিকাশে সহায়ক বিবেচনায় এ জাতীয় বইয়ের আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

(ড) দেশীয় দুগ্ধশিল্পকে প্রতিরক্ষণের জন্য বাল্কে আমদানিকৃত গুড়ো দুধের ওপর বিদ্যমান ১২ শতাংশ আমদানি শুল্কের পাশাপাশি ৫ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

৩৩০। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য ব্যাপক হ্রাস পাওয়ায় দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রতিরক্ষণের জন্য ফুটওয়্যার, সিরামিক টাইলস, টেবিলওয়্যার, স্যানিটারিওয়্যার ও অন্যান্য সিরামিক পণ্যের সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪৫ শতাংশ করার, পার্টিক্যাল বোর্ড, হার্ডবোর্ড, MDF (Medium Density Fibreboard) বোর্ড, প্লাইউড, চামড়াজাত পণ্য যেমন-ব্যাগ, সুট-কেস, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি, মশার কয়েল, ইমিটেশন জুয়েলারি ও করোগেটেড কার্টন এর ওপর ২০ শতাংশ এবং বিদেশী টুথব্রাসের ওপর ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি। একইভাবে দেশীয় বিস্কুট শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য আমদানিকৃত বিস্কুটের ওপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ৬০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। তাছাড়া প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য আমদানি রোধ করার জন্য বিস্কুট ও ড্রাইসেল ব্যাটারির ওপর ন্যূনতম মূল্য (ট্যারিফ ভ্যালু) ধার্য করার প্রস্তাব করছি। একই ভাবে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানের জন্য লিকুইড গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এর ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

জুতা, টাইলস, স্যানিটারি ওয়্যার, পার্টিকেল বোর্ড, বিস্কুট, স্যুটকেস, ইমিটেশন জুয়েলারি ইত্যাদির ওপর শুল্ক বৃদ্ধি

৩৩১। বাংলাদেশে এখনও এয়ারকন্ডিশনার অপেক্ষাকৃত সামর্থ্যবান বা ধনিক শ্রেণীর পণ্য হিসেবে অফিস আদালত ও বাসগৃহে ব্যবহৃত হয়। এ পণ্যের ব্যবহারে বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ বিপুল। এ অবস্থায় এয়ার কন্ডিশনার আমদানির ওপর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৬০ শতাংশ এবং এয়ারকন্ডিশনারের যন্ত্রাংশের ওপর ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এছাড়া রেফ্রিজারেটরের ওপর প্রযোজ্য সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩০

এয়ার কন্ডিশনারের সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি

শতাংশ করার এবং বিভিন্ন ধরনের বিলাসবহুল বৈদ্যুতিক বাতি ও লাইট ফিটিংস এর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৬০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩৩২। বর্তমানে সারের উপর আমদানি শুল্ক ০ শতাংশ প্রযোজ্য রয়েছে। ডাই-অ্যামোনিয়াম ফসফেট (DAP) সারের মূল কাঁচামাল ফসফরিক এসিডের ওপর ১২ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য থাকায় দেশীয় ডিএপি সার কারখানা তাঁদের উৎপাদিত ডিএপি সার কম মূল্যে কৃষকদের নিকট সরবরাহ করতে পারছে না। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ভেজাল ডিএপি সার চোরাচালান হয়ে দেশে প্রবেশ করছে। তাই কৃষকদের নিকট অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ডিএপি সার সরবরাহের লক্ষ্যে সার কারখানা কর্তৃক তাদের নিজস্ব কাঁচামাল হিসেবে আমদানিকৃত ফসফরিক এসিডের আমদানি শুল্ক এবং আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর বিশেষ শর্তাধীনে সম্পূর্ণ মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

সার উৎপাদনে ব্যবহৃত ফসফরিক এসিডের শুল্ককর মওকুফ

৩৩৩। বাল্কে আমদানিকৃত মিল্ক বেইজড্ ফুড প্রিপারেশন-এর ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক প্রযোজ্য রয়েছে। তবে বিদেশে প্যাকেটজাত এ পণ্য এবং বাল্কে আমদানি করে দেশে প্যাকেটজাত পণ্যের মধ্যে শুল্ক-করের কোন পার্থক্য না থাকায় দেশীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ অবস্থায় শুধুমাত্র বাল্কে আমদানিকৃত এ পণ্যের ওপর হতে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

৩৩৪। Dioctyl Orthophthalates (DOP) নামক পণ্যটি শিল্পের কাঁচামাল হলেও এ পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক, ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক এবং ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য রয়েছে। ফার্মাসিউটিক্যালস্ ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহৃত ডিওপি পণ্যটি দেশে উৎপাদিত হয় বিধায় তার জন্য একটি স্বতন্ত্র এইচ এস কোড তৈরি করে এর ওপর হতে সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার এবং একই সাথে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক হার ২৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেড ডিওপি ও কম্পাউন্ড প্লাস্টিসাইজারের শুল্কহার হ্রাস

৩৩৫। মৌলিক কাঁচামাল বিবেচনায় এবং শুল্ক কর হার সামঞ্জস্যকরণের জন্য সালফার, টাইটানিয়াম বেইজড্ পিগমেন্ট এবং প্লাস্টিক ও রাবার শিল্পে ব্যবহার্য কম্পাউন্ড প্লাস্টিসাইজারের আমদানি শুল্ক ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার এবং দেশীয় প্রস্তুতকারক শিল্পকে প্রতিরক্ষণের জন্য এসবেস্টসের তৈরি ব্রেকলাইনিং তৈরির কাঁচামালকে ফিনিশড্ এবং আনফিনিশড্ হিসাবে দুটি এইচ. এস. কোডে বিভাজন করে শুধুমাত্র আনফিনিশড্ এসবেস্টসের তৈরি ব্রেকলাইনিং তৈরির কাঁচামালের আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ১২ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩৩৬। বর্তমানে সকল ধরনের ট্যাপস, ককস, ভাল্ভস এবং এ জাতীয় পণ্য মূলধনী যন্ত্রপাতির সুবিধায় (শুধুমাত্র ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক) আমদানি করা হচ্ছে। শুধুমাত্র শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য উক্ত পণ্যগুলিকে প্রদত্ত মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদান অব্যাহত রেখে বাথরুম/বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত এক ইঞ্চি বা তার কম ব্যাস বিশিষ্ট ট্যাপস, ককস, ভাল্ভস এবং এ জাতীয় পণ্যের জন্য আলাদা এইচ. এস. কোড সৃষ্টি করে আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৩৩৭। দেশী লাগ ক্যাপ (বোয়ামের ঢাকনা) তৈরির শিল্পকে প্রতিরক্ষণের জন্য লাগ ক্যাপের আমদানি শুল্ক ৭ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১২ শতাংশ এবং বিভিন্ন এইচ. এস. কোডের জাইলিনের শুল্ক হার সুষমকরণের জন্য সব ধরনের জাইলিনের ওপর আরোপিত আমদানি শুল্ক হার ৭ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১২ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

*আমদানি পর্যায়ে ম্যাঙ্গানিজ ওর **(ORE)** এর মূসক মওকুফ*

৩৩৮। ফেরো ম্যাঙ্গানিজ এবং সিলিকন ম্যাঙ্গানিজ এবং এ দুটি পণ্য তৈরির কাঁচামাল ম্যাঙ্গানিজ ওর -এর শুল্ক-কর হার একই (আমদানি শুল্ক ৭ শতাংশ, মূল্য সংযোজন কর ১৫ শতাংশ) রয়েছে। এর ফলে দেশীয় ফেরোম্যাঙ্গানিজ এবং সিলিকন ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে ম্যাঙ্গানিজ ওরের আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য মূল্য সংযোজন কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম আমদানি ও রফতানি একীভূত করাসহ চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ বন্ড কমিশনারেট স্থাপনের প্রস্তাব

৩৩৯। বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। চট্টগ্রামে ইপিজেডসহ দেশীয় ও রফতানিমুখী অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু এখানে একটি পুর্ণাঙ্গ বন্ড কমিশনারেট এবং একটি আপীলাত ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ না থাকায় আমদানি-রফতানি বিষয়ক নানা সিদ্ধান্তের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রায়শই ঢাকাগামী হতে হয়। তাই চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রামে একটি পুর্ণাঙ্গ বন্ড কমিশনারেট এবং আপীলাত ট্রাইব্যুনালের একটি বেঞ্চ স্থাপন করার প্রস্তাব করছি। বর্তমানে কাস্টম হাউস (আমদানি), চট্টগ্রাম এবং কাস্টম হাউস (রপ্তানি) চট্টগ্রাম করার ফলে পণ্য আমদানি ও রফতানিকালে সমন্বয়হীনতাসহ নানাধরনের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় এ দুটি কাস্টম হাউসকে একীভূত করে পূর্বের ন্যায় কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম নামে একটি একক কাস্টম হাউসে রূপান্তর করার প্রস্তাব করছি।

৩৪০। দেশজ উৎপাদনকে উৎসাহিত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সুরক্ষা দেয়ার জন্য একটি সার্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিসঙ্গত সংশোধনের জন্য একটি কার্যক্রম আগামী

বছরে গ্রহণ করতে চাই। শুল্ককর ও মূসক-এর প্রয়োগে নানা অসঙ্গতি, ত্রুটি ও বিকৃতির জন্য শুল্ক ব্যবস্থার আশু সংস্কার খুবই প্রয়োজনীয়।

৩৪১। শুল্কায়ন কার্যক্রমকে সহজতর করা, কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা হ্রাসের লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের সুস্পষ্ট বর্ণনা, কতিপয় এইচ. এস. কোডের বিভাজন এবং কতিপয় নতুন এইচ. এস. কোড তৈরি করে তদনুযায়ী The Customs Act, 1969 এর First Schedule সংশোধন করা হয়েছে। শুল্ক প্রশাসনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে The Customs Act, 1969-এর কতিপয় ধারায় প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং কতিপয় নতুন ধারা সংযোজনের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট-খ**-তে দ্রষ্টব্য)।

শুল্ক কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য কতিপয় এইচ. এস. কোড বিভাজন ও সমন্বিতকরণপূর্বক ***Customs Act****-এর* ***First Schedule*** *সংশোধন*

মূল্য সংযোজন কর

মাননীয় স্পীকার

৩৪২। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূল্য সংযোজন কর অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহে ক্রমান্বয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার হিসেবে জনগণের প্রত্যাশা পূরণই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমি মূল্য সংযোজন করের ক্ষেত্রে কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।

৩৪৩। সাধারণ জনগণের জন্য চিকিৎসা সেবা সহজলভ্যকরণের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এর ওপর থেকে মূসক প্রত্যাহার এবং ক্যান্সার রোগীদের সুবিধা বিবেচনায় ক্যান্সার নিরোধক ওষুধের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

চিকিৎসা খাতে মূসক অব্যাহতি প্রদান

৩৪৪। দেশের ডেইরী শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে তরল দুধ থেকে গুড়া দুধ উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ২.৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। একইসাথে মূসক সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত প্রতি কেজি গুড়া দুধের ট্যারিফ মূল্য ১০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এতে প্রতি কেজি গুড়া দুধ উৎপাদনে মাত্র ১৫ টাকা মূসক প্রদান করতে হবে- যা ইতঃপূর্বে ছিল প্রায় ৫০ টাকা। আমদানি শুল্ক বিবেচনাকালে আগেই এই শিল্পের প্রতিরক্ষণের সম্বন্ধে প্রস্তাব রেখেছি। আমি আশা করি এতে দেশের ডেইরী শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে।

গ্রামীণ ক্ষুদ্রশিল্প, কৃষিখাত ও ডেইরী শিল্পের মূসক অব্যাহতি

৩৪৫। সংযোজন শিল্পের পরিবর্তে অধিক মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর ও মোটর সাইকেল-এর পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনকে আগামী এক বছরের জন্য মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে হার্ডবোর্ড-এর স্থানীয় উৎপাদনের ওপর হতে মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনমুখী শিল্পকে কর প্রণোদনা

৩৪৬। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক ডিপোজিটের ওপর বাৎসরিক ১০ হাজার টাকার পরিবর্তে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত আবগারী কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

ব্যাংক ডিপোজিটের ওপর আবগারী কর অব্যাহতির আওতা বৃদ্ধি

মাননীয় স্পীকার

৩৪৭। আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে শিক্ষার্থীদের হাতের নাগালে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস এর উপর হতে মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত ইন্টারনেট সার্ভিস থেকে মূসক প্রত্যাহার

৩৪৮। এছাড়া, দেশে সুস্থধারার চলচ্চিত্রের বিকাশের উদ্দেশ্যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত বাংলাদেশী চলচ্চিত্র এবং সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনকালে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

৩৪৯। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে লক্ষ্য করা যায় যে, একটি আধুনিক কর প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য স্বনির্ধারণী (Self-assessment) পদ্ধতির ব্যাপক প্রসারের মাধ্যমে কর আইনের স্বেচ্ছা-মান্যকরণ (Voluntary Compliance) বৃদ্ধি করে রাজস্ব আদায় করা। করদাতাদের স্বেচ্ছা-মান্যকরণে উদ্বুদ্ধ করার প্রধান উপায় কর পদ্ধতির মান্যকরণের ব্যয় (Cost of Compliance) যথাসম্ভব হ্রাস করা। এ লক্ষ্য অর্জনে আইনের বিধান সহজ করে কর আদায় ব্যবস্থা স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা, কর সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম সরলীকরণ করা এবং সংরক্ষণযোগ্য দলিলপত্রের সংখ্যা ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা একান্ত আবশ্যক। বর্তমান বাজেটে বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার এই লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আমি মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এ কতিপয় সংশোধনীর প্রস্তাব করছি।

মূসক ব্যবস্থার সহজীকরণ এবং স্বেচ্ছা-মান্যকরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মান্যকরণ ব্যয় হ্রাস

৩৫০। বর্তমানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীদের সহায়তার লক্ষ্যে কুটির শিল্পের আওতায় কর অব্যাহতির সুবিধা রয়েছে। কুটির শিল্পের সুবিধা গ্রহণের একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে প্লান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন অনধিক পনের লক্ষ টাকা হওয়া। আমি কুটির শিল্পের সুবিধা গ্রহণের জন্য প্লান্ট, মেশিনারিজ ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধন পনের লক্ষ টাকা থেকে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে অনধিক পঁচিশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। একইসাথে কুটির শিল্পের সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অপর কোন মূসক নিবন্ধিত স্থানীয় উৎপাদকের ব্রান্ড পণ্য সাব-কন্ট্রাক্টিং এর মাধ্যমে উৎপাদন বারিত করা সংক্রান্ত বিদ্যমান শর্ত বিলুপ্তির প্রস্তাব করছি। উপরন্তু, মূসকের বার্ষিক টার্ণওভারের সীমা ২৪ লক্ষ টাকা হতে ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৪০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। আমি আশা করছি এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কাঙ্খিত বিকাশ ঘটবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান

৩৫১। বিদ্যমান আইনে মূল্য সংযোজন কর বা সম্পূরক শুল্ক ফাঁকি দেয়ার অপরাধে সর্বনিম্ন ২৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ অর্থদন্ড আরোপের বিধান রয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন যাবৎ কর ফাঁকি দিয়ে ফাঁকিকৃত অর্থের মুনাফা বা লভ্যাংশ দ্বারা অর্থদন্ড পরিশোধ করাকে লাভজনক বিবেচনা করতে পারেন। সুতরাং অর্থদন্ডের সীমা বৃদ্ধি করে রাজস্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যমান অর্থদন্ডের সীমা **অন্যূন পঁচিশ শতাংশ এবং অনূর্ধ্ব পঁচাত্তর শতাংশ** এর পরিবর্তে **অন্যূন সমপরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব আড়াই গুণ** পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

৩৫২। আমাদের দেশে ২০০০-২০০১ অর্থবছরে মোট কর রাজস্বে মূল্য সংযোজন করের অবদান ছিল ২৭.১১ শতাংশ যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে ৩৩.৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মূল্য সংযোজন কর খাতে উত্তরোত্তর রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য এর আওতা বৃদ্ধি করা একান্ত অপরিহার্য। এ ছাড়াও অধিকতর সমতা সম্পন্ন একটি আদর্শ মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান অব্যাহতি (exemptions) সমূহ যথাসম্ভব কমিয়ে আনা একান্ত আবশ্যক। এ প্রেক্ষাপটে দেশের রাজস্ব স্বার্থে আমি মূল্য সংযোজন করের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজক, মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা, ইন্সপেকশন ও সার্টিফিকেশন সেবা প্রদানকারী এবং আবাসিক কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যতীত বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার্য কোন স্থান (floor/space), স্থাপনা, যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভাড়া প্রদানকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনয়ন এবং ট্রাভেল এজেন্সি, ইন্ডেন্টিং সংস্থা, জনশক্তি রফতানিকারী প্রতিষ্ঠান, এ্যালুমিনিয়াম ও এনামেলের তৈরি কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালীর

মূসকের আওতা বৃদ্ধি

তৈজসপত্র, স্যানিটারিওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও ভেষজ ওষুধসামগ্রী এবং প্লাস্টিকের তৈরি আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

করের আপাতন হ্রাস করার লক্ষ্যে রেঁস্তোরাসহ অন্যান্য কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত মূল্য ভিত্তি নির্ধারণ

৩৫৩। মূল্য সংযোজন কর মূলতঃ একটি রেয়াতভিত্তিক (credit based) কর-ব্যবস্থা। কিন্তু বাংলাদেশে দলিলভিত্তিক পণ্য/সেবা বিনিময়ের (recorded transactions) ব্যাপ্তি অত্যন্ত সীমিত থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকরণ কর রেয়াত নিতে পারেন না। এই অসুবিধা লাঘবের লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আরোপের জন্য সংকুচিত মূল্য ভিত্তির (truncated base) ব্যবস্থা রয়েছে। একই সুবিধা সম্প্রসারণ করে অনুষ্ঠান আয়োজক (৩০ শতাংশ), মানবসম্পদ সরবরাহ বা ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (৩০ শতাংশ) ও জনশক্তি রফতানিকারী প্রতিষ্ঠান (৩০ শতাংশ) এর ওপর মূল্য সংযোজন কর আরোপের জন্য সংকুচিত মূল্যভিত্তির প্রস্তাব করছি। একইসাথে দেশীয় রেস্তোরাঁর ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূসক এর পরিবর্তে মোট বিক্রয়ের ৬০ শতাংশকে ভিত্তি স্থির করে আরও সঙ্কুচিত মূল্যভিত্তির প্রস্তাব করছি।

বিদ্যুৎ খাতে মূসক অব্যাহতি প্রদান

৩৫৪। দেশে বিদ্যুৎ-এর বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনায় বিদ্যুৎ-এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে মূসক অব্যাহতি প্রদানসহ স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত/সংযোজিত পূর্ণাঙ্গ জেনারেটরের ওপর মূসক অব্যাহতি প্রদান এবং বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে প্রণোদনা সৃষ্টির লক্ষ্যে **সোলার প্যানেল**-এর আমদানি এবং স্থানীয় উৎপাদন ও সরবরাহ পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

৩৫৫। স্থানীয় পর্যায়ে রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে মূসক এর অবদান সর্বাধিক। সুতরাং সর্ববৃহৎ খাত হিসেবে ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ রাজস্ব চাহিদা মেটানোর স্বার্থে বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে ATV-এর হার ১.৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২.২৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্য এবং অন্যান্য বিলাস সামগ্রীর স্থানীয় উৎপাদনের ওপর কর বৃদ্ধি

৩৫৬। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ দেশের বিভিন্ন ধূমপান বিরোধী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের অনুরোধ ও জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় সিগারেটের মূল্যস্তর ও বিড়ির স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবসহ জর্দা ও গুলের ওপর ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, কোমল পানীয়, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর, টাইলস ও মোজাইক এবং সিরামিকের বাথটাব ও জ্যাকুজী, সিঙ্ক, বেসিন,

কমোড, বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংস-এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধিসহ গ্লাসশীট-এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

টার্ণওভার নির্বিশেষে মূসকের আওতায় আনয়ন

৩৫৭। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর করদাতাদের মধ্যে অধিকতর সমতা বিধানের লক্ষ্যে লজেন্স, এনার্জি ড্রিংক ও জুস, চানাচুর, কসমেটিক্স, কেশ পরিচর্যা সামগ্রী, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও ভেষজ ওষুধসহ সকল ধরনের ওষুধ ও বিস্কুট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে টার্ণওভার করের সুবিধা প্রত্যাহার করে এ সকল পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে টার্ণওভার নির্বিশেষে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে কতিপয় পণ্যের স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ

৩৫৮। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় বেশ কিছুসংখ্যক পণ্য ও সেবার ট্যারিফ মূল্য বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, দেশীয় শিল্পের যথাযথ প্রতিরক্ষণের স্বার্থে সিআর কয়েল, জিপি সীট ও সিআই সীট, স্টেনলেস স্টীল ও কার্বন স্টীলের স্ট্রিপ হতে প্রস্তুত রেজর ব্লেড এবং ৫-৭৫ কেভিএ বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার-এর ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। একইসাথে, বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মূসক আরোপের জন্য পেপার মিল কর্তৃক উৎপাদিত হোয়াইট পেপার-এর বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

শুল্ক ও মূসক প্রশাসনের সম্প্রসারণ

৩৫৯। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান খাত মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ও আমদানি শুল্ক। বিগত দেড় দশকে দেশে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য আড়াই গুণ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় ২৯ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, সময়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করাসহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের সার্বিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শুল্ক ও মূসক বিভাগের সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় ন্যূনতম একটি মূসক বিভাগীয় দফতর ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক সার্কেল, তামাবিল, শেওলা, টেকনাফ, আখাউড়া, ভোমরা, সোনামসজিদ, হিলি, বুড়িমাড়ি, বাংলাবান্ধায় শুল্ক বিভাগীয় দফতর, বৃহত্তর ঢাকা ও চট্টগ্রামে আরও তিনটি মূসক কমিশনারেট, একটি আপীল কমিশনারেট, ঢাকা ও চট্টগ্রামে দুইটি বন্ড কমিশনারেট, আইসিডি-কে পূর্ণাঙ্গ শুল্ক ভবন এবং মুন্সীগঞ্জের পানগাঁয় এবং রাজশাহীতে একটি করে নতুন শুল্ক ভবন, একটি মূসক জরিপ অধিদপ্তর ও দুইটি আপীলাত বেঞ্চ স্থাপন, বিমানবন্দরসহ অন্যান্য সকল দপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল, লজিস্টিক ও যানবাহন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হচ্ছে। এছাড়াও ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা বিবেচনায় এনে একটি স্বতন্ত্র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

(ICT) উইংসহ একটি ICT কমিশনারেট স্থাপনেরও প্রস্তাব করা হচ্ছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শুল্ক ও মূসক প্রশাসনের সদস্য পদ, কাস্টমস্ হাউস, মূসক কমিশনারেট অর্থাৎ জনবল বিভিন্ন জায়গায় বাড়ানো হচ্ছে। বাধ্যতামূলক পিএসআই ব্যবস্থা তুলে দেয়া হলে আমদানি পণ্যের প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন ইত্যাদি বিষয়ক কাজের প্রতি লক্ষ্য রেখেও এই জনবল বৃদ্ধি হচ্ছে। বাংলাদেশের ১০টি দূতাবাসে কাস্টমস বিষয়ক প্রতিনিধির পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করছি। (মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক প্রস্তাবাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে **পরিশিষ্ট-গ**-তে সন্নিবেশিত হয়েছে)

রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রা

৩৬০। চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতায় রাজস্ব আহরণের মূল লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায়ের গতিধারা বিশ্লেষণ করে সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ৫৩ হাজার কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করছি। চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আদায়ের গতিধারা পর্যালোচনা, জিডিপির প্রবৃদ্ধি বিবেচনা এবং রাজস্ব আহরণের প্রশাসনিক সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা মূল্যায়ন করে ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে ৬১ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৫ শতাংশ বেশি। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে আয়কর ১৬ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা, আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-করাদি ২৩ হাজার ২৩৬ কোটি টাকা, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ২০ হাজার ৭৩৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য কর ও শুল্ক ৪৬৯ কোটি টাকা। বাজেটে প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে এবং প্রভাবক উপাদানসমূহ অপরিবর্তিত থাকলে প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা শুধু অর্জন নয় অতিক্রমও করা সম্ভব হবে।

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

ইতিবাচক কর্মকান্ডের সূচনা

৩৬১। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের নিকট জনগণের প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। বিশেষত বাজেট উপলক্ষে এ প্রত্যাশার পরিধি সুবিস্তৃত হয়েছে। এ বিস্তৃতি অযৌক্তিক কিছু নয়। জনগণের যৌক্তিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত। তবে সরকারকে যৌক্তিক সময়টুকু দেয়া সমীচীন হবে। আমি আপনার মাধ্যমে সকলকে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে বিপুল সম্পদের চাহিদার বিপরীতে সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সৃষ্ট সঙ্কট অনুধাবনের অনুরোধ করব। কোন আবেগ বা উচ্চাভিলাষ নয় বরং বাজেট প্রণয়নে আমরা বিদ্যমান বাস্তবতা,

সময়ের দাবি ও নির্মোহ অর্থনৈতিক সূত্র অনুসরণের চেষ্টা করেছি। আমি এই বলে আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে, এ সরকারের প্রথম বাজেট হবে ইতিবাচক কর্মকান্ডের সূচনা।

৩৬২। জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট জাতির ভাগ্যোন্নয়নের যে সুযোগ সৃষ্টি করেছে, তা কাজে লাগাতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাজেটে আমরা অনুকূল পরিবেশে কর্ম উদ্যোগী হওয়ার সুযোগ প্রসারিত করবার চেষ্টা করেছি। বাজেটে নানাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যে প্রণোদনা দেয়া হয়েছে সেগুলো শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য সহায়ক হবে এবং সদ্ব্যবহার করে সম্মানিত উদ্যোক্তাগণকে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে উদ্দীপ্ত করবে। আমি অন্তরে এ বিশ্বাস লালন করি যে, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে সমবেত প্রয়াস চালাতে পারলে স্বল্প সময়ে আমরা দুর্নীতি ও দারিদ্রমুক্ত একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হব।

দুর্নীতি ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠন

৩৬৩। যে সুখী সমৃদ্ধ উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন নিয়ে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা আটত্রিশ বছর আগে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে হাসিমুখে আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদের সে স্বপ্ন আমাদের সার্বিক ব্যর্থতার কারণে আজও অর্জিত হতে পারেনি। অপশাসন আর সর্বগ্রাসী দুর্নীতির করাল গ্রাসে পড়ে আমরা বার বার হোচট খেয়েছি। অথচ একটি উন্নত ও মর্যাদাবান জাতি হিসাবে বিশ্বে বুক উঁচিয়ে দাঁড়াবার শক্তি ও সকল সম্ভাবনা আমাদের জনগণের আছে। আমাদের সচেতন জনগণ নিকট অতীতের দুঃশাসন ও দুর্নীতিকে বিসর্জন দিয়ে অতলান্ত পতন রোধ করে জাতিকে সুশাসনের পথে ফিরিয়ে এনেছে। এখন সময় এসেছে অতীতের সকল ব্যর্থতা ও গ্লানি মুছে ফেলে দূরন্ত অগ্রযাত্রার।

৩৬৪। আমরা আজ এমন এক বিশ্বব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটছে দ্রুত পরিবর্তনের পালাবদল। অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রেই পরিবর্তনের ঢেউ ভেঙে দিচ্ছে প্রথাগত ধ্যান-ধারণার অচলায়তন। এই পরিবর্তনকে আমরা স্বাগত জানাই। এই কারণেই বর্তমান সরকার রাষ্ট্রপরিচালনায় দিনবদলের অঙ্গীকারকে gj উদ্দীপনা হিসেবে গ্রহণ করেছে। বিশ্বজুড়ে আজ পরিবর্তনের যে ধারা সতত বহমান আমরা তার সাথে শামিল হয়ে এই দেশের গণমানুষের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার পথে এগুতে চাই। এই পথ বন্ধুর, তবে গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব নয়। কারণ, আমাদের সাথে রয়েছে লক্ষ্য অর্জনে অবিচল জনসাধারণ। প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক দৈব-দুর্বিপাকে যাঁরা অকুতোভয়, ঘুরে দাঁড়ানোর ঐকান্তিক সপৃহায় যাঁরা বলীয়ান, প্রত্যয়ী আর সৃজনশীল এই জনসাধারণই আমাদের অন্তহীন প্রেরণার উৎস।

৩৬৫। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জনগণকে সাথে নিয়ে সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আমরা গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম হব, গড়ে তুলতে পারব এমন এক বাংলাদেশ যেখানে থাকবে সম্প্রীতি আর ঐক্যের মেলবন্ধন, হতাশাক্লিষ্ট বঞ্চিতরা লাভ করবে স্বস্তি আর সমৃদ্ধি, উত্তর-প্রজন্ম পাবে আগামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে আরও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নেয়ার অনিঃশেষ অনুপ্রেরণা। আসুন আমরা আমাদের অফুরন্ত কর্মস্পৃহা, গভীর দেশপ্রেম ও অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং সকল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে গড়ে তুলি উন্নত বাংলাদেশ, বিশ্বের দরবারে আসন করে নেই এক গর্বিত জাতি হিসেবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আসন্ন বাজেট দিনবদলের সনদ বাস্তবায়নে এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা ও শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণ

খোদা হাফেজ,
জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-ক

অপ্রদর্শিত আয় (১৯A ধারায়) বিনিয়োগের খাতসমূহঃ

নতুন শিল্পঃ এগ্রো-প্রসেসিং শিল্প (ফল প্রক্রিয়াকরণ, বেবীকর্ণ প্যাকেটজাতকরণ শিল্প, ফলের জুস প্রস্তুতকারী, রাবার শিল্প), টেক্সটাইল, স্পিনিং, টেক্সটাইল মেশিনারিজ, গার্মেন্টস, চামড়াজাত পণ্য, খেলনা, আসবাবপত্র, তথ্য-প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস্, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, মেলামাইন, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি, সিরামিক, স্যানেটারিওয়্যার, আয়রণ আকরিক থেকে স্টীল, এম. এস. রড, সি.আই. সীট, সার, কীটনাশক, পেস্টিসাইড, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, পেট্রো-কেমিক্যালস, কৃষি যন্ত্রপাতি, বয়লারস, ঔষধ শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য ও ফার্মাসিউটিক্যালসের মৌলিক উপাদান, কম্প্রেসার উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, ডায়মন্ড কাটিং শিল্প, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, এ্যাকুমুলেটর ও ব্যাটারি প্রস্তুতকারী শিল্প, ট্যুর অপারেটরস, এনার্জি সেভিংস বাল্ব প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, পরিত্যক্ত বর্জ্য হতে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প, পাটজাত পণ্য, পরিবেশ-বান্ধব হিসেবে রি-সাইক্লিং শিল্প, ভেষজ ঔষধ শিল্প, বেসিক ক্যামিকেলস্ ও রং, কসমেটিকস্ ও টয়লেট্রিজ শিল্প, পর্যটন শিল্প, ফুটওয়্যার, এম. এস. বিলেট উৎপাদন শিল্প অথবা অফিসিয়াল গেজেট দ্বারা প্রকাশিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

ভৌত অবকাঠামোঃ নদী বা সমুদ্র বন্দর, কন্টেইনার টার্মিনাল, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো অথবা কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন, তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন, সিএনজি (CNG) টার্মিনাল ও ট্রান্সমিশন লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, ফ্লাইওভার, এলিভেটেড রোড, মনোরেল, পাতাল রেল, মোবাইল ফোন ব্যতীত টেলিফোন অবকাঠামো, বৃহৎ পানি শোধনাগার প্ল্যান্ট ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ, বর্জ্য পরিশোধনাগার প্ল্যান্ট, সৌরশক্তি প্ল্যান্ট অথবা অফিসিয়াল গেজেট দ্বারা প্রকাশিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ভৌত অবকাঠামো।

Customs Act, 1969 (Act IV of 1969)-এর সংশোধন।

১। **Act IV of 1969 এর section 3 এর সংশোধন।**- Customs Act, 1969 (Act IV of 1969), অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, এর section 3-এর clause (f)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ clause (f) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(f) a Director General (Audit, Intelligence and Investigation, Value Added Tax);"।

২। **Act IV of 1969-এর section 98-এর সংশোধন ।**- উক্ত Act-এর section 98-এর sub-section (2)-এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (2A) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) and (2), goods imported and warehoused by a hundred percent export oriented ship building industry, may remain in such warehouse for a period not exceeding forty eight months from the date of warehousing."।

৩। **Act IV of 1969 এর section 179 এর সংশোধন।**- উক্ত Act-এর section 179-এর sub-section (1)-এর TABLE-এর ক্রমিক নং I-এর column (1)-এর বিপরীতে column (2)-এর ক্রমিক নং (1)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং (1) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"(1) Commissioner of Customs or Commissioner of Customs (Bond) or Director General (Duty Exemption and Drawback)."।

4| **Act IV of 1969 এর FIRST SCHEDULE-এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত Act-এর "FIRST SCHEDULE"-এর পরিবর্তে এই আইনের **তফসিল-১** এ উল্লিখিত "FIRST SCHEDULE" প্রতিস্থাপিত হইবে (আলাদাভাবে মুদ্রিত)|

পরিশিষ্ট-গ

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেট মূল্য সংযোজন কর (স্থানীয় পর্যায়)-এর প্রস্তাবনা

১। **মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর সংশোধন**

[১] ''কর'' এর সংজ্ঞা বিধির পরিবর্তে আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ;

[২] অর্থ আইন, ২০০৪ এর ধারা ২ এর দফা (থথ) ও দফা (থথথথ)-এর সংশোধন;

[৩] মূসক আইনের ধারা ২-এর দফা (ম) এ 'সরবরাহ' শব্দটির সংজ্ঞার (ঈ) সংশোধনকরণ;

[৪] মূসক আইনে ''রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য''-এর সংজ্ঞা সংযোজন;

[৫] মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২)-এর শর্তাংশে দফা (অ)-এর পর নতুন দফা (অঅ) সন্নিবেশকরণ;

[৬] মূসক ব্যবস্থায় কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের আওতায় সরকার মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলে প্রদত্ত মূসক অব্যাহতিকে আইনে সন্নিবেশকরণ;

[৭] পণ্য বা সেবার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য কোন সরকারী দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যকে বিবেচনায় নিয়ে উক্ত মূল্যের উপর মূসক আদায়ের বিষয়টি আইনে সন্নিবেশকরণ;

[৮] বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হলেও সেক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত মূল্যের উপর মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আদায়ের বিধানকরণ;

[৯] আপীলের সময়সীমা আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ;

[১০] কেন্দ্রীয় নিবন্ধন বাতিলকরণের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমতিক্রমে তা বাতিল করার বিধানকরণ;

[১১] কর কর্মকর্তাকে সহায়তা প্রদানকারী সংস্থার তালিকায় র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এর অন্তর্ভুক্তকরণ;

[১২] মূসক আইন ও বিধিমালার ইংরেজি অনুবাদসহ মূসক ব্যবস্থায় বিদ্যমান ফরমসমূহের ইংরেজী অনুবাদ ব্যবহারের অনুমোদন বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ;

[১৩] মূসক আইনের ধারা ৩৭ এর উপ-ধারা (২)-এ বর্ণিত বিদ্যমান অর্থদন্ডের সীমা ''অন্যূন পঁচিশ শতাংশ এবং অনূর্ধ্ব পঁচাত্তর শতাংশ''-এর পরিবর্তে ''অন্যূন সমপরিমাণ এবং অনূর্ধ্ব আড়াই গুণ'' নির্ধারণকরণ;

[১৪] মূসক আইনের ধারা ৪০ সংশোধন;

[১৫] মূল্য সংযোজন কর আইনের ধারা-৪২ এ বর্ণিত ''তিন মাস'' শব্দ দুটির পরিবর্তে ''নব্বই দিন'' শব্দ দুটি প্রতিস্থাপন;

[১৬] মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৪২ উপধারা (২)-এর দফা (ক), (খ) ও (গ) এর সংশোধন;

[১৭] মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১-এর ধারা ৫৫ সংশোধন;

২। <u>মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর সংশোধন</u>

[১] অব্যাহতিপ্রাপ্ত/রপ্তানিকৃত বা রপ্তানিকৃত বলিয়া গণ্য পণ্যের উৎপাদকের ক্ষেত্রে ঘোষণাপত্র সংক্রান্ত একটি নতুন ফরম বিধিতে সন্নিবেশকরণ;

[২] কোন নির্দিষ্ট খাতকে মূল্য ঘোষণা দাখিলের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা বিধিতে সন্নিবেশকরণ;

[৩] UvYI fvi K‡ii mweav cvIqvi †¶‡Î ewlK UvYI fv‡ii cwigvY 40 (Pwjk) j¶ UvKv wbavi YKiY;

[৪] সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের রেয়াত গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্টীকরণের লক্ষ্যে বিধি ১৯ এর উপবিধি (২) ও (২ক) তে উল্লিখিত ''করযোগ্য পণ্য'' শব্দদুটির পরিবর্তে ''করযোগ্য পণ্য বা সেবা'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপন;

[৫] মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১-এর ধারা ৩৬ এর উপধারা (৪) ও বিধি ২৫ এর সংশোধন;

৩। <u>মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন</u>

[১] বিদ্যুৎ (উৎপাদন পর্যায়ে), ক্যান্সার নিরোধক ঔষধ (উৎপাদন পর্যায়ে), হার্ড বোর্ড (উৎপাদন পর্যায়ে), শাটলযুক্ত ও শাটলবিহীন পাওয়ার লুমে কৃত্রিম আঁশ ও সুতার তৈরী ফেব্রিক্স (উৎপাদন পর্যায়ে), বৈদ্যুতিক জেনারেটর (উৎপাদন পর্যায়ে), রেফ্রিজারেটর (উৎপাদন পর্যায়ে), মোটর

সাইকেল (উৎপাদন পর্যায়ে), সোলার প্যানেল (উৎপাদন পর্যায়ে), পণ্য পরিবহনকারী ট্রেইলার (উৎপাদন পর্যায়ে), ইন্টারনেট সংস্থা (শুধুমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে) (সেবা প্রদান পর্যায়ে), বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (সেবা প্রদান পর্যায়ে) এবং ভূট্টা বীজ (শুধুমাত্র মোড়কজাত অবস্থায়) (ব্যবসায়ী পর্যায়ে) আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান মূসক প্রত্যহার করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ;

[২] হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও ভেষজ ঔষধ সামগ্রী (উৎপাদন পর্যায়ে), প্লাস্টিকের তৈরী আসবাবপত্র (উৎপাদন পর্যায়ে), এ্যালুমিনিয়াম ও এনামেলের তৈরী কিচেন বা অন্যান্য গৃহস্থালীর তৈজসপত্র, স্যানিটারিওয়্যার এবং যন্ত্রাংশ (উৎপাদন পর্যায়ে), ইন্ডেন্টিং সংস্থা (সেবা প্রদান পর্যায়ে), ট্রাভেল এজেন্সী (সেবা প্রদান পর্যায়ে) এবং জনশক্তি রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান (সেবা প্রদান পর্যায়ে) এর উপর বিদ্যমান মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে প্রজ্ঞাপন জারিকরণ;

[৩] কুটির শিল্পের প্ল্যান্ট, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টে বিনিয়োগকৃত মূলধনের পরিমাণ ''পনের লক্ষ'' টাকা হতে ''পঁচিশ লক্ষ'' টাকায় নির্ধারণ ও বার্ষিক টার্ণওভারের পরিমাণ ''চব্বিশ লক্ষ'' টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ''চল্লিশ লক্ষ'' টাকা নির্ধারণ এবং কুটির শিল্পভুক্ত প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন ব্যক্তির ব্র্যান্ড পণ্য উৎপাদন বারিত করা সংক্রান্ত শর্ত বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন;

[৪] লজেন্স, এনার্জি ড্রিংক ও জুস, চানাচুর, কসমেটিক্স, কেশ পরিচর্যা সামগ্রী, ঔষধ (হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক, ইউনানী ও ভেষজ ঔষধ সামগ্রীসহ) ও বিস্কুট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান-কে বার্ষিক টার্ণওভার নির্বিশেষে মূসকের আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন;

[৫] শতভাগ রপ্তানিমূখী পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক এক্সেসরিজ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি-রপ্তানি বিবরণী অর্থাৎ মূসক-১৯ দাখিল-এর বিধান প্রতি মাসের পরিবর্তে তিন মাস অন্তর দাখিলের বিধানকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন সংশোধন;

[৬] সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা, ব্যাংক, বীমা বা লিমিটেড কোম্পানী কর্তৃক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে মূসক আদায়, কর্তন ও সরকারী ট্রেজারীতে জমা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত সেবার তালিকায় ডেকোরেটরস ও ক্যাটারার্স;

নিলামকারী সংস্থা; কুরিয়ার ও এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস; আর্কিটেক্ট, ইন্টেরিয়র ডিজাইনার বা ইন্টেরিয়র; ডেকোরেটর ও গ্রাফিক ডিজাইনার; ট্রাভেল এজেন্সি এবং চার্টার্ড বিমান বা হেলিকপ্টার ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা-সেবাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনটি সংশোধনকরণ;

[৭] গুড়া দুধের উপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারসহ জর্দা ও গুল এবং গ্লাস শীট এর উপর ১০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপের লক্ষ্যে এবং সিগারেটের মূল্য স্ল্যাব বৃদ্ধি ও কোমল পানীয়, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল সিরামিক প্রস্তর, টাইলস ও মোজাইক, এবং সিরামিকের বাথটাব ও জ্যাকুজী, সিঙ্ক, বেসিন, কমোড ও বাথরুমের অন্যান্য ফিটিংসের উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধিকরণ;

[৮] বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান ATV (অগ্রিম মূসক) ১.৫% হতে বৃদ্ধিপূর্বক ২.২৫% নির্ধারণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনটি সংশোধন;

[৯] জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত অথবা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত বাংলাদেশী চলচ্চিত্র এবং সরকারী অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনকালে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক ও মূসক প্রত্যাহার করার লক্ষ্যে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারিকরণ;

[১০] স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের স্বার্থে পূর্ণাঙ্গ রেফ্রিজারেটর ও মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী শিল্পকে আগামী ০১ (এক) বছরের জন্য মূসক অব্যাহতি প্রদান করার লক্ষ্যে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারিকরণ;

[১১] আবগারী শুল্কের আওতাভুক্ত ব্যাংক ডিপোজিটের উপর অব্যাহতির সীমা ১০,০০০ টাকার পরিবর্তে ২০,০০০ টাকা নির্ধারণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান কর হার বৃদ্ধিপূর্বক এবং অভ্যন্তরীণ রুটে বিমান ভ্রমণের ক্ষেত্রে যাত্রীর টিকিট প্রতি (domestic air ticket) বিদ্যমান ২০০ টাকা আবগারী শুল্ক বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপন রহিতক্রমে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারিকরণ;

৪। **মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত আদেশ**

[১] বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রস্তাবনার আলোকে গুড়া দুধ, সিআর কয়েল, জিপি সীট, সিআই সীট, রেজর ব্লেড এবং ৫-৭৫ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের

স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণ এবং পেপার মিল হতে উৎপাদিত কাগজ এর ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি নতুন আদেশ জারিকরণ;

[২] ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশে প্রেরিত ঔষধের নমুনার উপর মূসক অব্যাহতির সীমা বিশ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ত্রিশ হাজার টাকা উন্নীতকরণের নিমিত্ত সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০০৭, তারিখ ২৭-০৬-২০০৭ খ্রিঃ এর অধিকতর সংশোধন;

[৩] বিড়ি খাতে ট্যারিফ মূল্য বৃদ্ধির কারণে মাঠ পর্যায়ে গ্রহণীয় কার্যক্রম বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক একটি আদেশ জারিকরণ;

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহের তালিকাঃ

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১০৩-আইন/২০০৯/৫১১-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(খ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১০৪-আইন/২০০৯/৫১২-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১০৫-আইন/২০০৯/৫১৩-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ঘ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১০৬-আইন/২০০৯/৫১৪-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ঙ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১০৭-আইন/২০০৯/৫১৫-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(চ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১০৮-আইন/২০০৯/৫১৬-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১০৯-আইন/২০০৯/৫১৭-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(জ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১০-আইন/২০০৯/৫১৮-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ঝ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১১-আইন/২০০৯/৫১৯-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ঞ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১২-আইন/২০০৯/৫২০-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ট) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১৩-আইন/২০০৯/৫২১-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ঠ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১৪-আইন/২০০৯/৫২২-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ড) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১৫-আইন/২০০৯/৫২৩-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ঢ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১৬-আইন/২০০৯/৫২৪-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ণ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১৭-আইন/২০০৯/৫২৫-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(ত) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১৮-আইন/২০০৯/৫২৬-মূসক, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ

(থ) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রজ্ঞাপন এস. আর. ও নং ১১৯-আইন/২০০৯/৩০২-আবগারী, তারিখঃ ১১.০৬.২০০৯ খ্রিঃ।

২০০৯-১০ অর্থবছরের বাজেটে জারিকৃত সাধারণ আদেশসমূহের তালিকাঃ

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৫/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৬/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৭/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(ঘ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৮/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(ঙ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ০৯/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(চ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১০/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(ছ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১১/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(জ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১২/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(ঝ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১৩/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ

(ঞ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং- ১৪/মূসক/২০০৯, তারিখঃ ১১.০৬.০৯ খ্রিঃ